بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

নবী মুখে

রহস্য উন্মোচন

pdf By Syed Mostafa Sakib

-: সংকলনে :-

মুহাম্মাদ মঈনুদ্দিন মিসবাহী

-: প্রকাশনায় :-

'কিরণ' ঝাক্‌থ অনুসন্ধান কেন্দ্র

মুবারকপুর আজমগড় ইউ.পি.

৭৮৬/৯২

وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

এবং
যা কিছু তোমাদেরকে
রসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো
আর যা থেকে নিষেধ করবেন, তা থেকে বিরত থাকো।

নবী মুখে রহস্য উন্মোচন

-ঃ সংকলনে ঃ-

মুহাম্মাদ মঈনুদ্দিন মিসবাহী

-ঃ প্রকাশনায় ঃ-

'কিরণ' ঋক্‌থ অনুসন্ধান কেন্দ্র

মুবারকপুর, ইউ.পি.

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচিপত্র

•মুখবন্ধ.....৩
•প্রারম্ভ.....৭
•নবীর অদৃশ্যের জ্ঞান প্রসঙ্গে ইমাম গেযালীর উক্তি.....৭
•হযরত উমাইরের ইসলাম গ্রহণ.....৯
•হযরত কুবাস বিন কিনানীর ইসলাম গ্রহণ.....১১
•হযরত আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ.....১১
•হযরত ওয়াইনাহ বিন হাসানের তৌবা ১২
•হযরত রাফে বিন উমাইরের ইসলাম গ্রহণ.....১৩
•গায়েবের অর্থ.....১৪
•গায়েবের প্রকারভেদ.....১৪
•পৃথিবীর আদ্যন্ত কথা.....১৫
•হুজুরের জ্ঞান প্রসঙ্গে ইমাম বূসীরীর উক্তি.....১৬
•সমস্ত অণুপরমানুর জ্ঞান.....১৬
•আম্মার শহীদ হয়ে যাবে.....১৮
•হযরত আমীরে মোআবিয়া সর্ম্পকে অতি সূক্ষ আলোচনা.....১৯
•যার যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর.....২১
•ওহুদ পর্বত কাঁপতে লাগল.....২২
•হুজুর গওসে আযমের কারামত.....২৩
•অমুক কাফির অমুক জায়গায় মারা যাবে.....২৪
•কবরে আযাব হচ্ছে.....২৬
•হযরত ওমর ফারুক্বের কারামত.....২৭
•ইয়ামান,সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের সংবাদ.....২৪
•খয়বর বিজয়ের সংবাদ.....২৭
•হযরত আলীর কারামত.....৩০
•ভেদ প্রকাশ হয়ে গেল.....৩১
•যায়েদ অন্ধ হয়ে যাবে.....৩৩
•মদীনায় বসে মূতা নামক যুদ্ধের পরিদর্শন.....৩৪
•সে তো জান্নাতী.....৩৫
•এক মৌখিক মুসলমানের ঘটনা.....৩৮
•জান্নাতী কে ?.....৩৯
•হক্ব ফিরক্বা কে ?এই সম্পর্কে সওসে আযমের উক্তি.....৪০
•আবুহোরাইরা ও মারওয়ানের কথোপকথন.....৪১
•ইয়াযিদের কুচরিত্রর সংবাদ.....৪১

pdf By Syed Mostafa Sakib

• হযরত আলীর কারামত.....৪২
•ফিৎনা রোধক · দরজা.....৪২
•আমার এই ছেলেটি সর্দার.....৪৪
•মুরজিয়্যাহ এবং ক্বদরিয়াহ ফিরক্বার আবির্ভাবের সংবাদ.....৪৫
•হযরত ফাতিমার হাঁসি ও কান্না.....৪৭
•ওসমান নির্মম ভাবে শহীদ হয়ে যাবে.....৪৮
•মুরতাদের পরিণাম.....৪৯
•রহস্যময় ঝড়.....৫০
•নেকড়ে বাঘ আর রাখালের অদ্ভুত ঘটনা.....৫১
•সাহাবীর হাতে শয়তান গ্রেপ্তার.....৫২
•শিয়া ও খারেজী ফিরক্বার আবির্ভাবের সংবাদ.....৫৫
•হযরত ওয়াইস ক্বরনীর সুসংবাদ.....৫৬
•মিসর বিজয়ের সুসংবাদ.....৫৭
•হুজুরের মুখে অন্তরের কথা.....৫৯
মহিলা গুপ্তচরের গ্রেপ্তারি.....৬০
কিয়ামত পর্যন্ত আর ক্বয়সর ও কিসরা হবে না.....৬৩
মদীনায় বসে হাবশার সংবাদ.....৬৪
হযরত আবুবকরের কারামত.....৬৪
হযরত ওমর ফারুক্বের কারামত.....৬৫
হযরত ওসমান গণীর কারামত.....৬৬
হযরত আলীর কারামত.....৬৬
সাক্বীফ গোত্রে একজন মহামিথ্যুক আর একজন জল্লাদ হবে.....৬৭
সর্বপ্রথম কোন স্ত্রীর ইন্তেকাল হবে.....৬৮
কিয়ামত পর্যন্ত তিন শতাধিক ফিৎনার দলপতির হাদিস.....৬৯
সমস্ত বিষয় বস্তুর সংবাদ.....৭০
ইমামে আযমের সুসংবাদ.....৭১
হার্রা নামক কুখ্যাত ঘটনার সংবাদ.....৭২
উম্মাতে মুহাম্মাদী শির্ক করবেনা.....৭৫
খারেজী ও ওহাবী ফিরক্বার পরিচয়.....৭৮
সংগৃহীত কিতাব সমূহ.....৮৮
সূচিপত্র.....৯৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ প্রকাশনায় ঃ-

'কিরণ' ঋক্‌থ অনুসন্ধান কেন্দ্র

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

-ঃ সংশোধনে ঃ-

আল্লামা মাওলানা মোহাম্মাদ- শাহজাহান ক্বাদেরী সাহেব

ও

মোহাম্মাদ সামিউল ইসলাম সাহেব

-ঃ উৎস্বর্গ ঃ-

"নবী মুখে রহস্য উন্মোচন" পুস্তকটি জালালাতুল ইল্ম হুজুর হাফিজে মিল্লাত রহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র দরবারে আমি উৎস্বর্গ করলাম। যাঁর পুষ্পোদ্যানে থেকে আমার হৃদয়ে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা জেগেছে।

ইতি-

আহকারুল ইবাদ

মুহাম্মাদ মঈনুদ্দিন মিসবাহী

কম্পিউটার কম্পোজ- মুক্তাবুক সেন্টার
প্রযত্নে- মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী
চট্টা কারবালা, মহেশতলা, ২৪পরগণা (দঃ)

বিনিময় মূল্য - 60 টাকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা মহান করুণাময় আল্লাহ তাআলার জন্যই, যিনি অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে সত্ত্বাগতভাবে জ্ঞাত এবং যিনি প্রিয় নবী মুহাম্মাদে আরাবী স্বাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করে আমাদের ওপর চরম ও পরম করুণা করেছেন। অতঃপর অদৃশ্যের সংবাদদাতা হুজুর স্বাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের উপর শত সহস্র কোটি বরং অগণিত স্বলাত ও সালাম তথা শান্তির ধারা প্রবাহিত হোক। আর তেমনি তাঁর সাহাবাবর্গ এবং সমস্ত মোমিনদের উপর বর্ষিত হোক। (আমীন)

সন ১৪৩৪ হিজরীর শাবান মাসে স্বীয় গুরু হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মাদ শাহ্‌জাহান ক্বাদ্‌রী মাদ্দাযিল্লাহুল আলী আমাকে হুজুর স্বাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কতিপয় বিশেষ বিশেষ হাদীস সংকলন করে একটি পুস্তক রচনা করার আদেশ দেন। গুরুজনের আদেশ শিষ্য মানতে বাধ্য। কাজেই অযোগ্য ও অদক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার রহমত ও তাঁর হাবিবের কৃপা প্রার্থনা করতঃ যিলক্‌'দা মাসের শেষ দিকে হাদীস সংকলন সহ পুস্তক প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করি।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ وَهُوَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

এই পুস্তকে প্রিয় নবী স্বাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের চল্লিশ খানা হাদীস শরীফ তুলে ধরা হয়েছে; এই আশায় যেন এই অধমও ঐ সৌভাগ্যবানদের মধ্যে গণ্য

হয়, যাঁদের সম্পর্কে হুজুর স্বাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

"مَنْ حَفِظَ عَلٰى أُمَّتِىْ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ أَمْرِ دِيْنِهَا
بَعَثَهُ اللهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا"

(মিশকাত, পৃঃ ৩৬)

অর্থাৎ : "যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করে আমার উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়ে দিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে হাশরের ময়দানে এই অবস্থায় উঠাবেন যে, সে ফক্বীহ হবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমি তার শাফায়াত করব ও তার জন্য সাক্ষ্য দিব।"

হাদীসের কিতাব বিভিন্ন প্রকারের হয় তন্মধ্যে এক প্রকারের নাম হল 'আল-আরবাঈন' অর্থাৎ যে গ্রন্থে চল্লিশখানা হাদীস শরীফ বর্ণনা করা হয়। প্রকাশ থাকে যে এই ধরণের গ্রন্থ সর্বপ্রথম হযরত ইমামে আযম আবুহানিফার সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনার পর থেকে আজ পর্যন্ত উক্ত পরম্পরা চলে আসছে। কাজেই আমিও পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করতঃ হুজুর স্বাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের চল্লিশটি হাদীস শরীফ তুলে ধরলাম।

পুস্তকের ভাষা সহজ থেকে সহজতর করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সকলেই উপকৃত হতে পারে। ভুলভ্রান্তি দূরীকরণে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও মানব সূত্রে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অতএব পাঠক মহলে আবেদন রইল যে আমাকে নিজেদের মূল্যবান পরামর্শ দানে বাধিত করবেন এবং আমার মাগফেরাতের দুআ করবেন।

আমি আমার মাতা-পিতার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব। কেননা তাঁরা এই ধর্মীয়-বিদ্যা অর্জন করার সুবর্ণসুযোগ প্রদান করে আমার অসীম উপকার করেছিলেন বলেই আজ আমি এই স্থানে পৌঁছতে পেরেছি। এছাড়া যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব এই পুস্তক রচনায় আমার কোনও রকমের সাহায্য-সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে জনাব সামিউল ইসলাম সাহেব-এর অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, যিনি পুস্তকটি সংশোধন করতঃ পঠনযোগ্য করে তুলেছেন।

১। *(আল-আরবাঈন (ইমাম নববী রচিত) পৃঃ ৯ - ১০)*

অতঃপর 'কিরণ' ঋক্‌থ্‌ অনুসন্ধান কেন্দ্র মুবারকপুর ইউ পি' এর সমস্ত কর্তৃপক্ষর অকৃত্রিম ধন্যবাদসহ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কেননা উক্ত সংস্থারই আনুকূল্যে পুস্তকটি প্রকাশের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে।

পরিশেষে আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে দুআ করি যেন এই পুস্তক দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে উপকৃত করেন এবং আমাকে ও প্রত্যেক মুসলমানকে হুজুর স্বাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সঠিক উম্মতি হয়ে থাকার সৌভাগ্য প্রদান করেন। (আমীন)

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى الْإِيْمَانِ وَتَوَفَّنَا عَلَى الْإِسْلَامِ
وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ خَيْرِ الْأَنَامِ - اٰمِيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

মুহাম্মাদ মইনুদ্দিন মিসবাহী
৮ই মোহার্রাম ১৪৩৫ হিজরী
১৩ই নভেম্বর ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

--ঃ প্রারম্ভ ঃ--

اَلْحَمْدُ لِأَهْلِهِ وَالصَّلٰوةُ عَلَى أَهْلِهَا

প্রায় ১৫শত বৎসর পূর্বে সমগ্র বিশ্ব ঘোর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, মানবজাতির আচার- ব্যবহার পশুস্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। এমনই সঙ্কটময় সময়ে মহান করুণাময় আল্লাহ তায়ালা ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদে আরাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে যাবতীয় সদ্ব্যবহারের উৎস ও আদর্শরূপে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করলেন। ফলতঃ তিনি ক্ষমা ও মার্জনা, স্নেহ ও ভালবাসা, লজ্জা ও সঙ্কোচ, দয়া ও করুণা, বিনয়, ভক্তি, ধর্মনিষ্ঠা, অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সমবেদনা, সভ্যতা, সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, ভদ্রতা, নম্রতা, বাদান্যতা, উদারতা, পবিত্রতা, কোমলতা, অপকটতা, সরলতা, অন্তরঙ্গতা, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়পরায়নতা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা, পরিত্যাগ, দমন, নিয়ন্ত্রন, ধৈর্য মোটকথা, সমস্ত উত্তম আচরণ ও গুনাবলীর চিত্রছিলেন।এই ধরনের ব্যবহার মানুষের মনকে জয় করার জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরকাল, পুনরুত্থান, জান্নাত, দোযখ, ফিরিশ্‌তা ইত্যাদি যেহেতু এসব গায়েব বা অদৃশ্যের কথা, সেহেতু এসকল বস্তুর উপর অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে অলৌকিক বা অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন, যাতে মানবজাতি অটল বিশ্বাস স্থাপনে বশীভূত হয়ে যায়। এটাই হল মু'জিযার সংজ্ঞা।

মুজাদ্দিদে যামানা, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গেযালী আলাইহির রহমাহ্ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "এহ্ ইয়া উল- উলুম" এ আম্বিয়া আলাইহমুস্ সালামের মু'জিযা প্রসঙ্গে খুব সুন্দরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন-

وَهُوَ يَخْتَصُّ بِأَنْوَاءٍ مِنَ الْخَوَاصِّ أَحَدُهَا أَنَّهُ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأُمُوْرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالدَّارِ الْاٰخِرَةِ لَا كَمَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ بَلْ مُخَالِفًا لَهُ بِكَثْرَةِ الْمَعْلُوْمَاتِ وَبِزِيَادَةِ الْيَقِيْنِ وَالتَّحْقِيْقِ وَالْكَشْفِ وَالثَّانِيْ أَنَّ لَهُ فِيْ نَفْسِهِ صِفَةً بِهَا تَتِمُّ لَهُ الْأَفْعَالُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ كَمَا أَنَّ لَنَا صِفَةً بِهَا تَتِمُّ الْحَرَكَاتُ الْمَقْرُوْنَةُ بِإِرَادَتِنَا وَبِاخْتِيَارِنَا وَهِيَ الْقُدْرَةُ وَإِنْ كَانَتِ الْقُدْرَةُ وَالْمَقْدُوْرُ جَمِيْعًا مِنْ فِعْلِ اللهِ تَعَالٰى وَالثَّالِثُ أَنَّ لَهُ صِفَةً بِهَا يُبْصِرُ الْمَلَائِكَةَ وَيُشَاهِدُهُمْ كَمَا أَنَّ لِلْبَصِيْرِ صِفَةً بِهَا يُفَارِقُ الْأَعْمٰى حَتّٰى يُدْرِكَ بِهَا الْمُبْصَرَاتِ وَالرَّابِعُ أَنَّ لَهُ صِفَةً بِهَا يُدْرِكُ مَا سَيَكُوْنُ فِي الْغَيْبِ إِمَّا فِي الْيَقْضَةِ أَوْ فِي الْمَنَامِ إِذْ بِهَا يُطَالِعُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوْظَ فَيَرٰى مَا فِيْهِ مِنَ الْغَيْبِ

(এহ্ইয়াউল উলূম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪০)

ভাবার্থ - "নবীর কিছু এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্য মানব থেকে তাঁকে পৃথক করে দেয়। যথা -

প্রথমঃ- আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা ও গুনাবলী, ফিরিশ্‌তা সমূহ এবং আখেরাত (পরকাল) সম্পর্কিত এমন গুঢ় তথ্য জানেন, যা দ্বিতীয় কেউ জানেনা; বরং নবীর জ্ঞান, বিশ্বাস, পর্যালোচনা এবং তাঁর দিব্যদৃষ্টি অন্যদের পক্ষে অতুলনীয়।

দ্বিতীয়ঃ- নবীকে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যার দ্বারা তিনি সেচ্ছাক্রমে অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেন। তাঁর এই ক্ষমতা ঐ রকমই যেমন আমাদের চলা-ফেরার ক্ষমতা রয়েছে। বার বার আমাদেরকে খোদা তায়ালার নিকট চলা- ফেরার শক্তি চাইতে হয়না; বরং এর জন্য আমাদের ইচ্ছা যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, সমস্ত ক্ষমতা ও সামর্থ খোদা তায়ালা প্রদত্ত।

তৃতীয়ঃ- নবী ফিরিশ্‌তাগণকে স্বচক্ষে দেখেন। যেমন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অন্ধের

মত নয়, (অনুরূপ সাধারণ মানুষ নবীর মত নয়)।

চতুর্থঃ- নবীকে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যার দ্বারা তিনি অদৃশ্যের বিষয় বস্তু জেনে নেন; চাহে স্বপ্নের মাধ্যমে হোক অথবা জাগ্রত অবস্থায়। কেননা তিনি লওহে মাহফূয অধ্যায়নকারী, বিধায় তিনি গায়েবের সমস্ত ঘটনাবলী পরিদর্শন করে নেন।"

হযরত ইমাম গেযালী আলাইহির রহমাহর উক্ত ভাষ্য দ্বারা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, নবীর জ্ঞানের সঙ্গে কারো জ্ঞানের তুলনা করা যাবেনা। নবীগণ যখন ইচ্ছা করেন তখনই অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেন এবং এই দুনিয়ায় অবস্থানকালীন লওহে মাহফূয অধ্যায়ন করেন। ফলতঃ তিনারা অদৃশ্যের সমস্ত ঘটনাবলী দেখে নেন ইত্যাদি।

যাইহোক অদৃশ্যের জ্ঞান মু'জিযারই অন্যতম অধ্যায়। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সল্লামের উক্ত বৈশিষ্ট্য দেখে বহুমানব তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলতঃ 'লাত' ও 'উয্‌যা' [১] র পূজাপাঠ পরিত্যাগ করতঃ ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এখানে নমুনাস্বরূপ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে -

ঃ হযরত উমাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ ঃ

বদর যুদ্ধের কিছু দিন পর একদা উমাইর বিন ওহাব এবং সফওয়ান বিন উমাইয়া কাবা গৃহের পাশে হাতিম নামক স্থানে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র করল; কারণ ডমাইর তখন ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল, আর তার পুত্র ওহাব বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক, উমাইর সফওয়ানের সাথে গুপ্তভাবে পরামর্শ করতঃ বিষাক্ত তরবারী নিয়ে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে পৌঁছিল। হযরত উমর ফারূক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখে বললেন- "নিশ্চয় এই কুকুরটা কোন অনিষ্ট সাধনে এসেছে।" এই কথা শুনে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন- উমাইরকে আমার নিকটে নিয়ে এসো। উমাইর রসুলে পাক স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখে বলল- "আল্লাহ আপনার সকাল মঙ্গল করেন।"

১। *'লাত' ও 'উযযা' দুটি মূর্তির নাম। আরবের মুশরিকরা এই মূর্তিদ্বয়ের পূজাপাঠ করতো।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর- তুমি আমাকে আমাকে জাহিলিয়্যাত [১] (অন্ধকার যুগ) এর সালাম করছো? আল্লাহ তায়ালা আমাকে এর চেয়ে উত্তম সালাম প্রদান করেছেন, যেটা জান্নাতবাসীদের সালাম।

উমাইর- এ সালামতো আপনি কিছু দিনের মধ্যে পেয়েছেন।

হুজুর- উমাইর। আসার কারণটা কী?

উমাইর- ছেলেকে নিতে এসেছি।

হুজুর- তবে তরবারী কেন সঙ্গে নিয়ে এসেছো?

উমাইর- আল্লাহ তরবারীর সর্বনাশ করেন। তরবারী আমাদের কি উপকার করেছে?

হুজুর- সত্য বল। আসার কারণ কী?

উমাইর- ছেলেকে নিতে এসেছি।

হুজুর- তুমি বলছনা, কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি যে, তুমি কেন এসেছো। শোন! তুমি এবং সফওয়ান হাতিম নামক স্থানে বসে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করনি? অতঃপর হুজুর পাক স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঐ সমস্ত কথা খুলে বলে দিলেন, যা উমাইর এবং সফওয়ানের মধ্যে হয়েছিল।

এই কথা শুনে উমাইর আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেল আর বলে উঠল 'আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রসুলুহ্। ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কথা অমান্য করতাম; কিন্তু এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা আমার ও সফওয়ানের মধ্যে যা কথা হয়েছিল তা আমাদের দুজন ছাড়া তৃতীয় কেউ জানতনা। আমি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, যিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের তৌফীক দান করলেন।" অতঃপর হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উপস্থিত সাহাববর্গকে বললেন- উমাইর তোমাদের ভাই তাকে ধর্মীয় মাসায়েল বুঝিয়ে দাও। এবং তার ছেলেকে ছেড়ে দাও। *(আল- ইস্তিয়াব ৩য় খন্ড, ২৯৪- ২৯৫ পৃষ্ঠা; মাজমাউয যওয়াইদ ৮ম খন্ড, ৩৬৩- ৩৬৪ পৃষ্ঠা; আল-খসায়েসুল কুবরা ১ম খন্ড, ২০৮-২০৯ পৃষ্ঠা; তারীখুল ইসলাম ইমাম (যাহবী রচিত), কিতাবুল মাগাযী ৭১ পৃষ্ঠা; আস্সীরাতুন্নববিয়্যাহ, (ইবনে হেশাম রচিত) ২য় খন্ড ৩১৬-৩১৮ পৃষ্ঠা; তিবয়ানুল কুরয়ান ২য় খন্ড ৪২০ পৃষ্ঠা)*

১। *হুজুর স্বাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের আগমনের পূর্বকাল।*

-ঃ হযরত ক্বুবাস কিনানীর ইসলাম গ্রহণ ঃ-

হযরত ক্বুবাস বিন ইয়াশ্ম আল- কিনানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমি বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের পক্ষে ছিলাম। মুসলমানদের সংখ্যা একেবারে কম কাথা সত্ত্বেও যখন কাফিরদের সৈন্য পরাজিত হয়ে পালাতে লাগল তখন আমিও পালাতে লাগলাম। আর মনে মনে বললাম-

"مَارَأَيْتُ مِثْلَ هٰذَا الْأَمْرِ فَرَّمِنْهُ اِلَّاالنِّسَاءَ"

(এ ধরনের দুর্ঘটনা আমি কখনো দেখিনি যে, নারী ব্যতীত সকলেই পালিয়ে গেল।) মক্কা পৌঁছানোর কিছু দিন পর আমার মনে ইসলামের খেয়াল আসতে লাগল। কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একবার দেখাই যাক, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কি বলেন? মদীনা শরীফে পৌঁছে জানতে পারলাম যে, হুজুর মসজিদে সাহাবাগণকে নিয়ে বসে রয়েছেন। সুতরাং আমি সেখানেই চলে গেলাম। আমার কিছু বলার পূর্বেই হুজুর বলে উঠলেন- "ওহে ক্বুবাস তুমিই সেই ব্যক্তি ছিলেনা, বদরের যুদ্ধে যে "مَارَأَيْتُ مِثْلَ هٰذَا الْأَمْرِ فَرَّمِنْهُ اِلَّاالنِّسَاءَ" বলেছিল?" আমি বললাম- আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত রসুল। কেননা উক্ত বাক্য আমি কারো সম্মুখে বলিনি। আপনি যদি আল্লাহর রসুল না হতেন, তাহলে এ কথা কখনো জানতে পারতেন না। এভাবে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। *(আল খাসায়েসুল কুবরা ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা, শওয়াহি দুম্বুওয়াহ ১৩১ পৃষ্ঠা)*

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দিল মুত্তালিব বদরের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদেরকে খাবার দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুড়ি উকিয়্যা [১] স্বর্ণ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু যখন মুশরিকরা পরাজিত হল, তখন হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে উক্ত স্বর্ণ নিয়ে নেওয়া হল। তিনি হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আরয করলেন- যে স্বর্ণ আপনারা নিয়ে নিয়েছেন, সেগুলো আমার ফিদ্য়া [২] স্বরূপ নিয়ে নিন।

১। *উকিয়্যা - একটি ওজন যা প্রায় ১৩০ গ্রামের সমতুল্য হয়।*

২। *ফিদয়া - আরব প্রদেশে প্রচলন ছিল যে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর যারা বন্দী হত, তাদের উদ্ধারের দরুণ কিছু মুল্য নেওয়া হত। এই মুল্যকে ফিদয়া বলা হয়।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর বললেন- এ কি করে হয়? আপনিতো উক্ত সম্পদ কাফিরদের সাহায্যার্থে নিয়ে এসেছিলেন। এখন সেগুলো মুসলমানদের সম্পত্তি। অতএব, আপনার ফিদ্‌য়া স্বরূপ গ্রহণ করা হবেনা। হযরত আব্বাস বললেন- আমার কাছে অন্য কোন ধন নেই। আপনি কি এটা চান যে আপনার চাচা লোকের দরজায় ভিক্ষা করুক? হুজুর বললেন- "আপনার সেই সম্পদ কোথায়, যা মক্কায় স্বীয় স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকটে রেখে এসেছিলেন?" তিনি বললেন- আপনি কি করে জানতে পারলেন? হুজুর বললেন- আমাকে আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন। তখন হযরত আব্বাস বলতে লাগলেন- "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি সত্যবাদী। সত্যি। আল্লাহ ছাড়া একথা কেউ জানতনা।" অতঃপর তিনি কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। *(মাদারিজুন্নবুওয়াত ২য় খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)*

হযরত ওয়াইনা বিন হাসানের তৌবা

ওয়াইনা বিন হাসান হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল- আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে তাইফবাসীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আসি। আশা রাখি আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে হেদায়াত প্রদান করবেন। হুজুর অনুমতি দিয়ে দিলেন। সে তাদের নিকটে গিয়ে বলল, "তোমরা আপন আপন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেনা। যদি তোমরা পরাজয় গ্রহণ করে নাও, তাহলে আমরা রাখাল অপেক্ষা বেশী অপমানিত ও অপদস্থ হয়ে যাব। আর তাদেরকে নিজ হাতে কোন জিনিষ দিবে না।"

এইসব কথা বলে হুজুরের দরবারে পৌঁছল। হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন- 'ওয়াইনা। তাদেরকে কি বললে?' ওয়াইনা বলল- 'আমি তাদেরকে আদেশ করলাম যে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও আর তাদেরকে দোযখের ভয় দেখালাম'। অদৃশ্যের সংবাদদাতা হুজুর বললেন, 'ওয়াইনা। তুমি মিথ্যা কথা বলছ।' আর সমস্ত কথা হুজুর খুলে বলে দিলেন। হুজুরের এই কথা শুনে ওয়াইনা একেবারে ভ্যাবাচেকা হয়ে বলে উঠল -

"صَدَقْتَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِلَيْكَ مِنْ ذٰلِكَ"

অর্থাৎঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি সত্য বলেছেন। যা বাজে কথা বলেছি তা থেকে আমি আল্লাহর দরবারে তৌবা করছি এবং আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি। *(দালাইলুন্নবুওওয়াহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; যিয়াউন্নবী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২৭)*

-ঃ হযরত রাফে' বিন উমাইরের ইসলাম গ্রহণ ঃ-

বনী তমীম গোত্রের 'রাফে' বিন উমাইর' নামক এক ব্যক্তি নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন - একবার রাত্রে আমি এক উঁচু মরুভূমিতে সফর করছিলাম। চলতে চলতে ঘুম আসতে লাগল। সুতরাং উটকে বসিয়ে অজ্ঞতার যুগের রীতিমত উচ্চস্বরে "أَعُوْذُ بِعَظِيْمِ هٰذَا الْوَادِىْ مِنَ الْجِنِّ" (আমি জ্বিন জাতির অনিষ্ট থেকে এই উপত্যকার সরদারের নিরাপত্তা চাইছি) বলে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখছি যে জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি বর্শা আছে; সে আমার উটকে জবাই করতে চাইছে। আমি বিচলিত হয়ে উঠে পড়লাম। কিন্তু কাউকে না দেখতে পেয়ে পুনরায় শুয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বারও সেই একই দৃশ্য। কিন্তু যখন তৃতীয়বার শুলাম, তখন সেই একই স্বপ্ন দেখে উঠে দেখছি যে, আমার উট থর থর করে কাঁপছে, তার পাশে এক অপরিচিত ব্যক্তি বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটা বয়স্ক লোক তার হাত ধরে আঁটকে রেখেছে। এই বয়স্ক মানুষটা বলল- 'আরে মালিক ইবনে মুহালহিল! যত ইচ্ছা আমার বুনো ষাঁড় নিয়ে নে। এই ব্যক্তির উটকে কিছু করিসনা।' এই কথা শুনে সেই যুবক তার একটি ষাঁড় নিয়ে চলে গেল। অতঃপর সেই বয়স্ক মানুষটা আমাকে সম্বোধন করে বলল- 'যখন এ ধরণের মরুদ্যানে রাত্রি অতিবাহিত করবে, জ্বিনের আশ্রয় চাইবেনা বরং "أَعُوْذُ بِاللهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ مِنْ هَوْلِ هٰذَا الْوَادِىْ" (আমি এই উপত্যকার ভীতি হতে মুহাম্মাদ (স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম)-এঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় চাইছি) বলবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, মুহাম্মাদ কে? প্রত্যুত্তরে সে বলল, "هٰذَا نَبِىٌّ عَرَبِىٌّ لَاشَرْقِىٌّ وَلَا غَرْبِىٌّ" (তিনি আরবে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি একজন নবী, না তাঁর পশ্চিমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রয়েছে আর না পূর্বের সঙ্গে, (বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টিকূলের নবী)।) আমি বললাম- 'তিনি থাকেন কোথায়?' বলল, 'ইয়াস্রিবে'[১] যেখানে খেজুরের বাগান রয়েছে।' তারপর দিন সকালে আমি মদীনা পৌঁছলাম। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমার কিছু বলার পূর্বেই গতরাতের সম্পূর্ণ ঘটনা বলে দিলেন। অতঃপর আমাকে ইসলামের ছায়াতলে আসার জন্য আহ্বান করলেন। সুতরাং আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম।

১। *মদীনা শরীফের প্রাচীন নাম।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

(আল-বেদায়াতু অন্নেহায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৪; আসসীরাতুন্নববিয়্যা (ইবনে কসীর রচিত) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১; আল খসাযেসুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩)

- ঃ গায়েবের অর্থ ঃ -

গায়েবের অভিধানিক অর্থ হল লুক্কায়িত বা গোপন। ইসলামিক পরিভাষায় গায়েব এমন অদৃশ্য বিষয় যা মানুষ চোখ, কান, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারে না। তফসীরে বয়যাবী নামক গ্রন্থে কুরআনের আয়াত "يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

"وَالْمُرَادُبِهِ الْخَفِيُّ الَّذِىْ لَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَا يَقْتَضِيْهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ"

(তফসীরে বয়যাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮)

অর্থাৎ ঃ 'গায়েব শব্দ দ্বারা গোপনীয় বা অদৃশ্য বিষয়কে বোঝান হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় না, আর না সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানভূতির আওতায় আসে।'

অতএব যদি কোন ব্যক্তি তারকা বা অন্য কোন লক্ষণ দেখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কোন কথা বলে, তবে সেটা গায়েবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এটা যে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পূর্বাভাষ করা হয়।

- ঃ গায়েবের প্রকারভেদ ঃ -

গায়েবের প্রকারভেদ সম্পর্কে 'খালিসুল এ'তেকাদ' গ্রন্থে কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির দ্বারা খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে 'জাআল হক্ব' কিতাবের সাহায্যে তার সারাংশ তুলে ধরা হল।

প্রথম প্রকার ঃ

✱মহান আল্লাহ তাআলা সত্ত্বাগত ভাবেই জ্ঞানী। তিনি অবগত না করালে কেউ একটি অক্ষরও জানতে পারেনা।

✱আল্লাহ তাআলা, হুজুর এবং অন্যান্য নবীগণ আলায়হিমুস সালামকে তাঁর আংশিক অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করেছেন।

✱হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকুল অপেক্ষা অধিক।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

✱আম্বিয়ায়ে কেরামদের (আলায়হিমুস সালাম) মাধ্যমে আল্লাহর মনোনীত ওলিগণও গায়েবের কিয়দংশ জ্ঞান পেয়ে থাকেন।

✱আল্লাহ্ তাআলা হুজুরকে পাঁচ [১] প্রকার বিষয়াদির অনেকাংশ সুবিস্তৃতভাবে প্রদান করেছেন।

তৃতীয় প্রকার ঃ

✱বিগত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সকল জ্ঞান যা লওহে মাহফূযে সুরক্ষিত আছে, সে সকল জ্ঞানের চেয়েও অধিক জ্ঞান হুজুরকে দান করা হয়েছে।

✱হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসল্লামকে আত্মা জগতের হাক্বীকত বা নিগুঢ় তত্ত্ব এবং কুরআনের সমস্ত অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বিষয়াদির জ্ঞান দান করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠকবর্গ! গায়েবের অর্থ ও প্রকারভেদ জানার পর আসুন। হাদীস শরীফ পাঠ করি। আর স্বীয় অন্তরখানাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসূলের ভালোবাসার আলোকে আলোকিত করে তুলি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আমীন।

- ঃ পৃথিবীর আদ্যন্ত কথা ঃ -

হাদীস নং (১)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯০; মিশকাত, পৃঃ ৫০৬)

অনুবাদ ঃ হযরত তারিক্ব বিন শেহাব হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন- আমি হযরত ওমর ফারুক্ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এক স্থানে আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং আদি সৃষ্টি থেকে

১। উক্ত পাঁচ প্রকার হল এই - (১) কিয়ামতের জ্ঞান, (২) বৃষ্টি বর্ষণের সময়, (৩) মাতৃগর্ভে কি আছে? (৪) আগামীকাল কি হবে? এবং (৫) কোথায় মৃত্যু হবে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

জান্নাতীদের জান্নাতে আর জাহান্নামীদের জাহান্নামে পৌঁছান পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়-বস্তুর বর্ণনা প্রদান করলেন। যে ব্যক্তি ওসব স্মরণ রেখেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে গেছে, সে ভুলে গেছে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ অপর একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এই ওয়ায (বক্তব্য) ফজর থেকে আরম্ভ করে মাগরিব পর্যন্ত হয়েছিল; মাঝে জোহর ও আসরের নামাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য ওয়ায বন্ধ করা হয়নি।[১] এত কম সময়ে সমস্ত বিষয়ের বিবরণ দেওয়া, এটা সত্যিই মহামু'জিযা।

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এমনকি কার গন্তব্যস্থল কোথায়, জান্নাত না জাহান্নাম, সমস্ত সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন - "وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ"[২] অর্থাৎ 'এবং আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না।'

ইমাম শরফুদ্দিন বূসীরী আলায়হির রহমাহ্ বিশ্ব বিখ্যাত নাতে পাক ক্বসীদা বুর্দা শরীফে (যেটা লিপিবদ্ধ করার কারণে তিনি হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দর্শন লাভ করেছিলেন এবং হুজুর তাঁকে বুর্দা অর্থাৎ চাদর প্রদান করেছিলেন) লিখছেন -

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا

وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

(আল-মদীহুন্নববী, পৃঃ ৬১)

ভাবার্থ ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দুনিয়া ও আখেরাত আপনার বদান্যতার এবং লওহে মহফূজ ও কলমের জ্ঞান আপনার জ্ঞান ভাণ্ডারের কিয়দংশ মাত্র।

- ঃ সমস্ত অণু-পরমাণুর জ্ঞান ঃ -

হাদীস নং (২)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

১। *মিশকাত, পৃঃ ৫৪৩*

২। *সূরা নিসা, আয়াত নং ১১৩*

سَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلٰى قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَافِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَلَا " وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ "

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬, মিশকাত[১], পৃঃ - ৭০)

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুর রহমান বিন আ-ইশ হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'আমি সুন্দরতম আকৃতিতে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখেছি।' আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'নৈকট্য লাভকারী ফেরেশ্তাগণ কোন্ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করছে'? আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্! আপনিই মহাজ্ঞানী।' তখন তিনি স্বীয় কুদরতি হস্তখানা আমার দুই কাঁধের মধ্যে রাখলেন, যার শীতলতা আমি স্বীয় বক্ষস্থলে অনুভব করলাম। ফলতঃ আসমান, যমীনের সমস্ত বিষয়-বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলাম। অতঃপর এই আয়াত তেলাঅত করলেন -

"وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ"

(এবং এভাবে আমি ইব্রাহিমকে আসমান সমূহ ও যমীনের সমগ্র বাদশাহী দেখাচ্ছি এবং এজন্য যে, তিনি স্বচক্ষে দেখা নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।)'

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ - তিরমিযী শরীফে এরকমই একটি হাদীস শরীফ হযরত মুআয বিন জাবাল হতে বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা হুজুরকে বললেন- ফেরেশতাগণ কোন্ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করছে? হুজুর বললেন- আল্লাহ্! আপনিই সর্বজ্ঞানী। এভাবে তিনবার প্রশ্ন- উত্তর হওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওপর কুদরতি হস্ত রাখলেন, যার ফলাফল কি হল; সে ব্যাপারে হুজুর ইরশাদ করছেন - "فَتَجَلّٰى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ" অর্থাৎ 'তখন আমার সামনে প্রত্যেক বস্তু উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং আমি সেগুলো চিনে নিলাম।' অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করলেন - ফেরেশতাগণ কোন্ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করছে? হুজুর প্রত্যুত্তরে বলে উঠলেন- তাঁরা কাফ্ফারা সমূহ অর্থাৎ নেক কাজে অগ্রসর

১। *শব্দ সমূহ মিশ্কাতের*

pdf By Syed Mostafa Sakib

হওয়া, নামাযের পর সমজিদে বসা, কষ্টের সময় ভালভাবে ওযূ করা ইত্যাদি বিষয়ে তর্কবিতর্ক করছেন। *(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬)*

উপরিলিখিত হাদীসে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের বাণী "رَأَيْتُ رَبِّىْ فِىْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ" (আমি সুন্দরতম আকৃতিতে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখলাম) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী আলায়হির রহ্মাহ্ বলেছেন- 'আল্লাহ্ তাআলার দীদারের সময় হুজুরের আকৃতি সুন্দরতম হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহর নয়; কেননা আল্লাহ্ তাআলা নিরাকার।' *(মিরআতুল মানাজীহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২০)*

উপরিউক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সমস্ত অণু-পরমাণুকে জানার পাশাপাশি চিনেও নিয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, জানা আর চেনার মধ্যে অনেকটা তফাৎ রয়েছে।

عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں
ذرہ ہے کون سا جس پر تیری نظر نہیں

অর্থাৎ (ইয়া রসূলাল্লাহ!) পৃথিবীতে এমন কোন্ বস্তু রয়েছে, যার সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত নন? এবং এমন কোন্ অণু রয়েছে, যার ওপর আপনার দৃষ্টি নেই?

-ঃ আম্মার শহীদ হয়ে যাবে ঃ-

হাদীস নং (৩)

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ لِىْ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ انْطَلِقَا اِلٰى أَبِىْ سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهٖ فَانْطَلَقْنَا فَاِذَا هُوَ فِىْ حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَائَهُ فَاحْتَبٰى ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتّٰى أَتٰى عَلٰى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَاٰهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَ يَقُوْلُ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُوْنَهٗ اِلَى النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ عَمَّارٌ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ

(বুখারী[১], ১ম খণ্ড, পৃঃ - ৬৪; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬)

অনুবাদ ঃ হযরত ইক্রমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাকে এবং তাঁর পুত্র আলীকে আদেশ করলেন যে, তোমরা হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-র নিকট যাও আর তাঁর (নিকটে রক্ষিত) হাদীস শ্রবণ কর। সুতরাং আমরা গিয়ে দেখলাম যে তিনি বাগানে কাজ করছেন। তিনি স্বীয় চাদরখানা নিয়ে দেহটা ঢেকে ফেললেন। অতঃপর হাদীস শরীফ বর্ণনা করতে লাগলেন। যখন মসজিদে নবোবী নির্মাণের কথা এল, তখন বললেন, আমরা একটা একটা করে ইট বহন করতাম আর হযরত আম্মার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দুটো দুটো। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এই দৃশ্য দেখে তাঁর শরীর থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন- 'হায় আম্মার! আম্মারকে এক বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে (আম্মার) তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করবে, আর তারা একে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে।' বর্ণনাকারী বলেন যে, হযরত আম্মার তখন এই দুআ পাঠ করেন -

"أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنْ" (আমি ফিৎনাসমূহ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি)।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ এই হাদীস শরীফের জন্যই হযরত আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ভুল ও সঠিকের মাঝে কষ্টিপাথর হয়ে গিয়েছিলেন। নবীজির কথামত সিফ্ফীন নামক যুদ্ধে, যেটা সন ৩৭ হিজরীতে হযরত আলী এবং হযরত মোআবিআহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, হযতর আম্মার শহীদ হয়েছিলেন। তিনি হযরত আলীর পক্ষে ছিলেন।

খবরদার! খবরদার! হযরত মোআবিআহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মনে কোন রকমের কুধারণা রাখবেন না। কেননা তিনি দোজাহানের বাদশা রসূলে খোদার সাহাবী। আর যে সাহাবীর প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আক্বীদা পোষণ করবে, তাকে জাহান্নামের অপেক্ষা করা উচিত। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সাহাবা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন -

لَاتَسُبُّوْا أَصْحَابِىْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْأَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَاأَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيْفَهٗ

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৬)

১। শব্দসমূহ বুখারী শরীফের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ ঃ 'আমার সাহাবা সম্পর্কে কটুকথা বলিও না। ঐ সত্তার কসম, যার অধীনে আমার প্রাণ রয়েছে; যদি কেউ ওহুদ পর্বতের সমান সোনা খরচ করে, তবুও তাদের এক মুদ[১] বরং অর্ধেক মুদের সমতুল্যও হবেনা।'

আরো ইরশাদ করেছেন -

" اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ أَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِىْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ أَحَبَّهُمْ وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ أَنْ يَّأْخُذَهُ "

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ২২৬)

অর্থাৎ ঃ 'আমার সাহাবা সম্পর্কে ভয় কর, ভয় কর। আমার ইন্তেকালের পর তাদেরকে তিরস্কারের লক্ষ্যস্থল স্থির করিওনা। কেননা যে তাদেরকে ভালোবসল, সে আমাকে ভালোবাসার জন্যই তাদেরকে ভালোবাসল। আর যে তাদের সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার সঙ্গে শত্রুতার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল। এবং যে তাদেরকে কষ্ট দিল; সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট কষ্ট দিল, সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌কে কষ্ট দিতে চাইল; আর যে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দিতে চাইবে, অতি সত্বর আল্লাহ্ তাকে গ্রেফতার করে নিবেন।'

দ্বিতীয়ত ঃ হযরত মোআবিআহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুজতাহিদ ছিলেন। সাহাবীয়ে রসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁকে ফক্বীহ অর্থাৎ মুজতাহিদ [২] বলেছেন।[৩] আর যে ইজতেহাদে [৪] ভুল করবে, সেও সওয়াবের অধিকারী হবে; কেননা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

اِذَاحَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯২; মিশকাত, পৃঃ ৩২৪)

১। মুদ প্রায় এক কিলোর সমতুল্য হয়, ২। 'ফক্বীহ' এর অর্থ মুজতাহিদ এই জন্যই করা হয়েছে যে, সাহাবাদের সোনালী যুগে মুজতাহিদকেই 'ফক্বীহ' বলা হত, ৩। মিশ্‌কাত পৃষ্ঠা ১১২ ৪। ইজতেহাদ - কুরআন ও হাদীসে যে বিষয় স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না এইরূপ বিষয়কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে গবেষণা করতঃ ফায়সালা করা।

ভাবার্থ ঃ 'যখন বিচারক ইজতেহাদ করতঃ রায় দেয় এবং রায়টা সঠিক হয়, তখন সে দুটো সওয়াবের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি সঠিক রায়ের জন্য ইজতেহাদ করে, কিন্তু সঠিক রায়টা অনুধাবন করতে ভুল করে ফেলে, তখনও সে একটি সওয়াব পাবে।'

তৃতীয়তঃ সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন সকলেই তাঁকে ন্যায়পরায়ণ সাহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। এই জন্যই তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছেন; নচেৎ কখনো তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করতেন না।

- ঃ যার যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর ঃ -

হাদীস নং (৪)

عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِىْ عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِىْ؟ قَالَ أَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَالَ اٰخَرُ مَنْ أَبِىْ؟ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ أَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ مَافِىْ وَجْهِهٖ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّانَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯-২০; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু মূসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে কিছু এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হল, যা হুজুরের অপছন্দনীয় ছিল। যখন এ ধরণের প্রশ্ন অত্যন্ত করা হল, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠলেন- যার যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর! জনৈক ব্যক্তি আরয করল- আমার পিতা কে? হুজুর বললেন- তোমার পিতা হুযাফা। অতঃপর আরো একজন আরয করল- আমার পিতা কে? ইয়া রসূলাল্লাহ। হুজুর ইরশাদ করলেন- তোমার পিতা শাইবার মুক্ত ক্রীতদাস সালিম। হযরত ওমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হুজুরের চেহারায় ভীষণ অসন্তুষ্টির প্রভাব দেখে বলে উঠলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহর দরবারে তৌবা করছি। (আর অযথা প্রশ্ন করব না।)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ প্রকৃত পিতা কে, এই প্রশ্নের উত্তর বড় জটিল। কেননা এটা মা ব্যতীত কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনা; আর এই হাদীসে প্রকৃত পিতার কথাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসাকারীদ্বয়ের প্রতি লোক সন্দেহ করত যে, তারা বৈধ সন্তান কিনা। জানা গেল যে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এই সম্পর্কেও জ্ঞাত।

"سَلُوْنِىْ عَمَّاشِئْتُمْ" (যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর) দ্বারা বোঝা গেল যে হুজুর দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর জানেন। আরো বোঝা গেল যে, অযথা প্রশ্ন করা উচিত নয়।

- ঃ ওহুদ পর্বত কাঁপতে লাগল ঃ -

হাদীস নং (৫)

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَ أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَ عُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَ صِدِّيْقٌ وَ شَهِيْدَانِ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৯; তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১০; আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৯; মিশ্‌কাত, পৃঃ ৫৬৩)

অনুবাদ ঃ হযরত ক্বতাদাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত - হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন যে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম, হযরত আবুবকর, ওমর এবং ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ওহুদ পর্বতের উপর চড়লেন। পাহাড় সঞ্চালন করতে লাগল, হুজুর স্বীয় চরণ দ্বারা হোঁচট মারলেন। আর ইরশাদ করলেন- ওহুদ! থেমে যা। কেননা তোর ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক (অতি সত্যবাদী) এবং দু'জন শহীদ রয়েছেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ - সন ২৪ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে আবুলু'লু নামক এক ক্রীতদাস শহীদ করেছিল। আর হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুকে সিরিয়া দেশের বিদ্রোহীরা সন ৩৫ হিজরীতে শহীদ করে দিয়েছিল। এইভাবে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপান্তরিত হল। সুব্হানাল্লাহ্।

এসবতো হুজুরের অবস্থা, আসুন। এক ঝলকে হুজুরের এক গোলাম, যিনাকে দুনিয়াবাসী 'গওস পাক' নামে অভিহিত করে থাকে, তাঁর ক্ষমতা পরিদর্শন করি -

বিশ্ববিখ্যাত কিতাব **'আদ্দৌলতুল মক্কিয়্যা বিল মাদ্দাতিল গয়বিয়্যা'** যেটি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু হজ্ব করতে গিয়ে মক্কা শরীফে মাত্র আট ঘন্টায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেই কিতাবে রয়েছে -

হযরত আবুল মাজ্দ বর্ণনা করেছেন - আমি একদিন হযরত গওসে আযম আব্দুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর দরবারে উপস্থিত হলাম। তাঁর বাসস্থান 'নাহ্রুল খালিস' এ অবস্থিত ছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম যে যদি হুজুরের কিছু কারামত দেখতে পেতাম, তাহলে খুব ভাল হত। সঙ্গে সঙ্গে হুজুর আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেঁসে বললেন- অতিসত্বর আমাদের কাছে পাঁচজন লোক আসবে। একজন অনারব, যার রং ফর্সা ও লালবর্ণ হবে। তার ডান গালে একটা তিল থাকবে; তার আয়ুর মাত্র নয় মাস বাকি রয়েছে। তারপর 'বাতায়েহ' এ তাকে বাঘে ছিঁড়ে খাবে। আর ঐ স্থান থেকেই আল্লাহ্ তাআলা তার পুনরুত্থান করবেন।

দ্বিতীয়জন ইরাকের বাসিন্দা। তারও রং ফর্সা ও লাল বর্ণ হবে। সে কানা এবং ল্যাংড়া। এক মাস আমাদের কাছে থাকার পর মৃত্যুবরণ করবে।

তৃতীয়জন মিশরের বাসিন্দা। তার রং গোধূমবর্ণ হবে। তার বাম হাতে ছয়টি আঙুল থাকবে। তার বাম জানুতে বর্শার আঘাতের চিহ্ন থাকবে। যেটা ত্রিশ বছর পূর্বে লেগেছিল। কুড়ি বছর পর ভারতে ব্যবসা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

চতুর্থ ব্যক্তি শাম (সিরিয়া) এর বাসিন্দা। তারও রং গোধূমবর্ণ। তার আঙুল শক্ত হবে। সাত বছর, তিন মাস পর তোমার ঘরের চৌহদ্দীতে পড়ে তোমার দরজার সামনে তার মৃত্যু হবে।

পঞ্চম ব্যক্তি ইয়ামানের বাসিন্দা। সে খ্রীষ্টান। তার পোষাকের নিচে পৈতা রয়েছে। তিন বছর ধরে সে নিজের শহরের বাইরে রয়েছে। এই কথা সে কাউকে বলেনি; কেননা সে মুসলমানকে পরীক্ষা করে দেখছে যে, তার অবস্থা দেখি কে জানতে পারে?

(হুজুর গওসপাক আরো বললেন) অনারবের মনে ভাজা মাংসের আকাঙ্খা রয়েছে। ইরাকবাসীর মনে ভাত এবং হাঁসের মাংস; মিশরবাসীর মনে ঘি এবং মধু; সিরিয়াবাসীর মনে আপেল; আর ইয়ামানবাসীর মনে অর্ধভাজা ডিমের ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু কেউ একে অপরকে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। অতিসত্বর আমাদের নিকটে তাদের খাবার এবং তাদের ইচ্ছা প্রত্যেক এমন স্থান থেকে আসবে, যেখানে ঐসব

pdf By Syed Mostafa Sakib

বস্তু থাকবে। সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্যই।

হযরত আবুল মাজ্দ রহমাতুল্লাহে আলায়হ্ বলছেন - খোদার কসম। কিছু সময় অতিক্রম করতেই উল্লেখিত পাঁচজনই উপস্থিত হল। হুজুর গওসপাক যতগুলি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন, তার মধ্যে একটাও কম ছিলনা। তারপর মিশরবাসীর নিকট তার জানুর ব্যাপারে জানতে চাইলাম; সে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলল যে, এই আঘাত ত্রিশ বছর পূর্বে লেগেছিল।

অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তাদের পছন্দনীয় সমস্ত জিনিস নিয়ে এসে হুজুরের সম্মুখে রেখে দিল। হুজুর গওসপাক বললেন যে, তাদের প্রত্যেকের সামনে আপন আপন পছন্দনীয় বস্তু রেখে দাও। আর তাদেরকে বললেন - তোমাদের যা যা ইচ্ছা ছিল, সব তোমাদের সম্মুখে রেখে দেওয়া হল। সুতরাং খেয়ে নাও। এই কথা শুনে তারা সকলেই অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর ইয়ামানবাসী (খ্রীষ্টান) আরয করল - হে আমার সরদার! ঐ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কী যে সৃষ্টির খবর রাখে? হুজুর বললেন - নিশ্চয় সে জানে যে, তুই খ্রীষ্টান; আর তোর পোষাকের নিচে পৈতা রয়েছে। এই কথা শুনে উক্ত খ্রীষ্টান বিকট জোরে চিৎকার করে উঠল। আর হুজুরের নিকটে ইসলাম গ্রহণ করে নিল।

হযরত আবুল মাজদ্ আলায়হির রহ্মাহ্ বলছেন - হুজুর গওস পাক মৃত্যুর যে সময়, যে স্থান বলেছিলেন, সমস্ত কথা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে; এক চুল পরিমানও এদিক, ওদিক হয়নি।

অতঃপর আলা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু উক্ত ঘটনায় বাহাত্তরটি অদৃশ্যের সংবাদ গণনা করেছেন। (সুব্হানাল্লাহ্!) *(আদ্দৌলতুল মক্কিয়্যা বিল মাদ্দাতিল গয়বিয়্যা, পৃঃ ১১০-১১১)*

- ঃ অমুক কাফির অমুক জায়গায় মারা যাবে ঃ -

হাদীস নং (৬)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَاوَرَحِيْنَ بَلَغَنَا إِقْبَالُ أَبِىْ سُفْيَانَ وَ قَامَ سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ! وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْأَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا وَلَوْأَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ

أَكْبَادَهَا إِلٰى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى نَزَلُوْا بَدْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ وَيَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الْاَرْضِ هٰهُنَا وَ هٰهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ১০২; আবুদাউদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ - ৩৬৪, ৩৬৫; মিশকাত[১], পৃঃ ৫৩১)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, আমরা যখন আবুসুফিয়ানের আগমনের খবর পেলাম, তখন হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম (সাহাবাদের সঙ্গে) পরামর্শ করলেন। হযরত সা'আদ বিন উবাদাহ্ দাঁড়িয়ে বললেন- ইয়া রসূলাল্লাহ্! ঐ সত্ত্বার কসম, যার অধীনে আমার প্রাণ রয়েছে; আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঘোড়া নামানোর আদেশ করেন, অবশ্যই আমরা নামিয়ে দিব। আর যদি ঘোড়াকে 'বারকে গেমাদ' নামক স্থান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আদেশ করেন, অবশ্যই ঐ রকমই করব। অতঃপর হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সাহাবাদেরকে জেহাদের জন্য আহ্বান করলেন। সুতরাং তাঁরা গিয়ে বদরের ময়দানে পৌঁছলেন। তারপর হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন- 'এটা হল অমুক কাফিরের ভূতলশায়ী হওয়ার স্থান।' (এভাবে বলছিলেন) আর স্বীয় হস্ত মোবারক এদিকে সেদিকে রাখছিলেন। বর্ণনাকারী বলছেন- শত্রুপক্ষের নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের হাতের নির্দেশিত স্থান হতে এদিক সেদিক হয়ে যায়নি।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ

'বারকে গেমাদ' ইয়ামান দেশের একটি শহরের নাম। মদীনা শরীফ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। হযরত সাআদ বিন উবাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু 'সমুদ্রে ঘোড়া নামানো' এবং বারকে গেমাদ' পর্যন্ত যাওয়া বলে এটাই বলতে চেয়েছেন যে, হুজুর! আপনি যা আদেশ ও নিষেধ করবেন, আমরা সবাই এক বাক্যে মেনে নিব।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে পরামর্শ করা হুজুরের সুন্নত। আরো বোঝা গেল যে, কে, কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করবে, সে সমস্ত বিষয়- বস্তুও হুজুর স্বল্লাল্লাহু আল্যায়হি অসাল্লাম জানেন।

১। শব্দসমূহ মিশকাতের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

⊛ → -ঃ কবরে আযাব হচ্ছেঃ-

হাদীস নং (৭)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ أَوْمَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى كَانَ أَحَدُهُمَا لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهٖ وَكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلٰى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيْلَ لَهٗ يَارَسُوْلَ اللهِ! لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا ؟ قَالَ لَعَلَّهٗ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ تَيْبَسَا

(বুখারী[১], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪ - ৩৫; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪১; তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১; নাসাঈ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬; আবুদাউদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪; ইবনে মাজা, পৃঃ ২৯; মিশ্‌কাত, পৃঃ ৪২)

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমা) হতে বর্ণিত- হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মদীনা কিংবা মক্কার এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হুজুর দু'জন ব্যক্তির আওয়াজ শ্রবণ করলেন; তাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন - এই দু'জনের উপর আযাব হচ্ছে। কিন্তু কোন দুষ্কর বিষয়ে নয়। কিছুক্ষণ পর বললেন- হবে না কেন, তাদের মধ্যে একজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচতনা; অপর জন চুগলখোরী[২] করত।

অতঃপর খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনিয়ে দু'ভাগ করলেন এবং এক একটা অংশ উভয় কবরে রেখে দিলেন। হুজুরকে আরয করা হল - ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এরকম কেন করলেন? বললেন- এই উদ্দেশ্যে যে ডাল দুটি যতক্ষণ পর্যন্ত শুকোবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আযাব হ্রাস পাবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ

উক্ত হাদীস শরীফে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। যথা ঃ হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দৃষ্টি থেকে কোন বস্তু আড়াল হতে পারেনা। বস্তুতঃ মাটির নিচের

১। শব্দসমূহ বুখারী শরীফের।

২। একজনের কথা আর একজনকে লাগিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা।

আযাব দেখে নিলেন। তারা মুসলিম না অমুসলিম সেটাও জানতে পারলেন, তাদের ওপর আযাবের কারণ কী, তাও প্রকাশ করেদিলেন, কবরে ডাল রাখলে আযাব হ্রাস পাবে, সেটাও বুঝিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবিবের ওসিলায় সাহাবাবর্গকেও এ ধরণের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আসুন! এক ঝলক হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখি -

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعٰى سَارِيَةَ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيْحُ يَا سَارِيَ الْجَبَلَ فَقَدِمَ رَسُوْلٌ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَقِيْنَا عَدُوَّنَا فَهَزَمُوْنَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيْحُ يَا سَارِيَ الْجَبَلَ فَأَسْنَدْنَا ظُهُوْرَنَا اِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى

(মিশকাত, পৃঃ ৫৪৬)

অনুবাদ ঃ 'হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমা) হতে বর্ণিত- হযরত ওমর ফারুক একবার এক লস্কর পাঠালেন আর তাদের সেনাপতি হিসেবে সারিয়া নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন। হযরত ওমর ফারুক বক্তব্যর মাঝে হঠাৎ চিৎকার করতে লাগলেন- 'ওহে সারিয়াহ্! পাহাড়কে (পিছে করে) নাও।' অতঃপর সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক দূত এসে বলল- ইয়া আমীরাল মু'মিনীন। শত্রুদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হল। তারা আমাদেরকে তাড়িয়ে দিল। এমনই দুঃসময়ে কেউ যেন চিৎকার করে বলতে লাগল- 'ওহে সারিয়াহ্! পাহাড়কে (পিছে করে) নাও।' অতএব আমরা পাহাড়কে পিছে করে নিলাম; ফলতঃ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজিত করলেন।'

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সৈন্য পারস্য দেশের 'নাহাওয়ান্দ' নামক স্থানে ছিল। আর হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেই সময় মদীনা শরীফে ছিলেন। মদীনা থেকেই পারস্য পরিদর্শন! (সুবহানাল্লাহ।) এই জন্যই বলা হয়েছে - "اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ" *(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪০)*

অর্থাৎ ঃ 'মু'মিনের অন্তদৃষ্টিকে ভয় কর। কেননা সে আল্লাহ তাআলার নূর দ্বারা দেখে।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবরে খেজুরের কিংবা যে কোন কাঁচা ডাল-পালা বা শস্য রাখলে মৃতব্যক্তির উপকার হয়। এ জন্যই ওলামাগণ বলেন যে, কবরে ফুল রাখা জায়েজ। *(আলমগীরী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫১)*

কবরের পার্শ্বে কুরআন শরীফ অথবা দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম। কারণ যদি ডালের তসবীহ দ্বারা মৃত ব্যক্তি আরাম পায়, তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুসলমানের তসবীহ্ দ্বারা কেন আরাম পাবেনা?

চুগলখোরী এবং পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচা অপরিহার্য। নচেৎ শাস্তি পেতে হবে।

- ঃ ইয়ামান, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের সুসংবাদ ঃ -

হাদীস নং (৮)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ زُهَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَ مَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَ تُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَ مَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَ مَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

অনুবাদ ঃ হযরত সুফিয়ান বিন আবু যোহাইর হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, আমি হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে ইরশাদ করতে শ্রবণ করেছি, ইয়ামান বিজয় হবে, তখন এক গোষ্ঠী স্বীয় পরিবার ও পরিচারকদেরকে নিয়ে (মদীনা ছেড়ে সেখানে) চলে যাবে। কত সুন্দর হত! যদি তারা জানত যে, মদীনাই তাদের জন্য উত্তম স্থান। তারপর শাম (সিরিয়া) বিজয় হবে, তখন এক গোষ্ঠী স্বীয় পরিবার ও পরিচারকদের নিয়ে (মদীনা হতে) চলে যাবে। কতই না ভাল হত! যদি তারা জানত যে, মদীনাই তাদের জন্য উত্তম বাসস্থান। তারপর ইরাক বিজয় হবে, তখন এক গোষ্ঠী স্বীয় পরিবার ও পরিচারকদেরকে নিয়ে চলে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের

জন্য উত্তম স্থান। কত সুন্দর হত যদি তারা এটা জানত।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ -অত্র হাদীসে প্রথমে ইয়ামান, তারপর সিরিয়া, তারপর ইরাক বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মুসলমানগণ প্রথমে ইয়ামান, তারপর সিরিয়া, অতঃপর ইরাক জয় করেছিলেন।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইমাম নববী আলায়হির রহ্মাহ্ বলেছেন- 'হুজুরের সমস্ত কথা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে।' *(শারহে মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫)*

- ঃ খয়বর বিজয়ের সংবাদ ঃ -

হাদীস নং (৯)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ خَيْبَرَ وَ كَانَ بِهٖ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِيْ فَتَحَهَا فِيْ صَبَاحِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْلَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَوْقَالَ يُحِبُّ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৮; মুসলিম, ২য় খণ্ড ,পৃঃ ২৭৯)

অনুবাদ ঃ হযরত সালমা ইব্নে আক্ওয়া হতে বর্ণিত - চক্ষুরোগে আক্রান্ত থাকায় হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) খয়বরের যুদ্ধে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সঙ্গে যেতে পারেননি। তিনি চিন্তা করলেন যে, আমি হুজুরের সঙ্গে যেতে পারব না? সুতরাং তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং (কিছুদূর যাওয়ার পর) হুজুরের সঙ্গে যোগ দিলেন। অতঃপর যে রাতের সকালে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় প্রদান করেছিলেন, সেই রাতে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন- 'নিশ্চয় আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব, অথবা এই বললেন- ঐ ব্যক্তি পতাকা নিবে, যাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল ভালোবাসেন। অথবা এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

বললেন- যে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসে। আল্লাহ তার হাতে বিজয় প্রদান করবেন।'

তারপর হঠাৎ আমরা হযরত আলীকে দেখতে পেলাম, অথচ আমরা এরূপ আশা করিনি। তখন লোক বলল- 'এই দেখো আলী।' সুতরাং হযরত আলীকে পতাকা প্রদান করলেন। আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাতে বিজয় দান করলেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ - অত্র হাদীস শরীফ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আগামীকাল কি হবে, কে কী করবে সে সম্পর্কে অবগত।

সাহাবিয়ে রসূল হযরত হাস্সান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু বলেছেন -

وَاِنْ قَالَ فِىْ يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ

فَتَصْدِيْقُهَا فِىْ الْيَوْمِ اَوْفِىْ ضُحٰى غَدٍ

(আল-অফাউল অফা, ১ম খণ্ড, পৃঃ - ২৪২)

অর্থাৎ ঃ যদি তিনি (হুজুর) কোনদিন গায়েবের কোন সংবাদ দেন, তবে সেদিনই অথবা পরের দিন সকালে বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর কথা যখন চলেই এল, তখন তাঁর জ্ঞান প্রসঙ্গে কিছু শুনুন। অথচ তিনি নবী নন, বরং নবীর উম্মত। হযরত আলী বলেছেন-

" سَلُوْنِىْ قَبْلَ اَنْ تَفْقِدُوْنِىْ فَاِنِّىْ لَا اُسْاَلُ عَنْ شَىْءٍ دُوْنَ الْعَرْشِ اِلَّا اَخْبَرْتُ عَنْهُ "

(খালিসুল এ'তেক্বাদ, পৃঃ - ৩৭)

অর্থাৎ ঃ 'আমার ইন্তেকালের পূর্বেই আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আরশের নিচে যে কোন বিষয়- বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, আমি বলে দিব।'

আবুত্তোফাইল আমির বিন ওয়াসেলা বর্ণনা করেছেন -

" شَهِدْتُ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَخْطُبُ فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهٖ سَلُوْنِىْ

فَوَاللّٰهِ لَا تَسْاَلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهٖ "

(খালিসুল এ'তেক্বাদ, পৃঃ - ৩৭)

অর্থাৎ ঃ 'আমি একদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর বক্তব্যর সময় উপস্থিত ছিলাম। তিনি বক্তব্যর মাঝে ইরশাদ করলেন- 'আমাকে প্রশ্ন কর। খোদার কসম। কিয়ামত পর্যন্ত যা জিজ্ঞাসা করবে, সব বলে দিব।'

আলা হযরত আলায়হির রহ্মাহ্ 'শারহে মাওয়াক্বিফ' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন -

" اَلْجَفْرُ وَالْجَامِعَةُ كِتَابَانِ لِعَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَدْ ذَكَرَ فِيْهِمَا عَلٰى طَرِيْقَةِ عِلْمِ الْحُرُوْفِ الْحَوَادِثَ الَّتِىْ تَحْدُثُ اِلَى انْقِرَاضِ الْعَالَمِ وَ كَانَتِ الْاَئِمَّةُ الْمَعْرُوْفُوْنَ مِنْ اَوْلَادِهٖ يَعْرِفُوْنَهَا وَ يَحْكُمُوْنَ بِهِمَا فِىْ كِتَابِ قَبُوْلِ الْعَهْدِ الَّذِىْ كَتَبَهٗ عَلِىُّ بْنُ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلَى الْمَامُوْنِ اَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ مِنْ حُقُوْقِنَا مَالَمْ يَعْرِفْهُ اٰبَاؤُكَ فَقَبِلْتَ مِنْكَ عَهْدَكَ اِلَّا اَنَّ الْجَفْرَ وَالْجَامِعَةَ يَدُلَّانِ عَلٰى اَنَّهٗ لَا يَتِمُّ "

(খালিসুল এ'তেক্বাদ, পৃঃ - ৩৭ - ৩৮)

অর্থাৎ ঃ "জফর' ও 'জামেআহ্" আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর রচিত গ্রন্থ। তিনি উক্ত কিতাবদ্বয়ে 'ইলমুল হুরুফ' এর আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনাসমূহ বিবৃত করে দিয়েছেন। তাঁর বংশধরের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইমামগণ অত্র কিতাবদ্বয়ের ইঙ্গিতসমূহ বুঝেন এবং সেই অনুযায়ী ফায়সালা করেন। যখন বাদশা মামূন রশীদ (হারুন রশীদের পুত্র) হুজুর আলী রেযা ইব্নে ইমাম মূসা কাযিম রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমাকে তার পরে বাদশা নিয়োগ করল, তখন ইমাম আলী রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু মামূন রশীদকে লিখেছিলেন - 'তুমি আমাদের হক্ব উপলব্ধি করতে পেরেছ, যা তোমার বাপ-দাদারা পারেনি। এই জন্যই তোমার ইচ্ছা মেনে নিলাম। কিন্তু 'জফর' ও 'জামেআহ্' দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এ কাজ সম্পন্ন হবে না।' (সুতরাং তাই হয়েছিল; ইমাম আলী রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু মামূনের জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেছিলেন।)

- ঃ ভেদ প্রকাশ হয়ে গেল ঃ -

হাদীস নং (১০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا وَاللّٰهِ مَا يَخْفٰى عَلَىَّ رُكُوْعُكُمْ وَلَا خُشُوْعُكُمْ وَ اِنِّىْ لَاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِىْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন- 'তোমরা কি ভাবছ যে, আমার মুখ এদিকেই (সামনেই) রয়েছে? খোদার কসম। তোমাদের খুশূ (বিনয়) এবং তোমাদের রুকুও আমার দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পিছনে থাকলেও দেখি।'

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ - সহীহ্ মুসলিম শরীফের এরকমই একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, কিছু লোক হুজুরের আগে আগে রুকু, সাজদাহ্ করে ফেলেছিলেন। হুজুর বললেন- 'কাতার সোজা কর। আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং আমার পূর্বে রুকু, সাজদাহ্ করিওনা। আমি তোমাদেরকে যেমন সামনে থাকলে দেখি, তেমনই পিছনে থাকলেও দেখি।' *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮০)*

উপরিল্লিখিত হাদীস দুটি দ্বারা কয়েকটি বিষয় বোঝা গেল যথা -

❋ যদি ইমাম, মুক্তাদির নামাজে ভুল দেখে, তবে সংশোধন করে দেওয়া উচিত।

❋ জামাআতে রুকু, সাজদাহ্, সালাম ইত্যাদি ইমামের পূর্বে করা যাবেনা।

❋ খুশূ (বিনয়) যা অন্তরের একটা অবস্থার নাম, সেটাও হুজুরের দৃষ্টি থেকে গোপন নয় এবং তিনি যেরকম সামনে দেখতেন, তেমনই পিছনেও দেখতেন। সাহাবিয়ে রসূল হযরত হাস্সান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু হুজুরের অত্র বৈশিষ্ট্যকে নাতে রসূলের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। তিনি বলেছেন-

نَبِىٌّ يَرٰى مَالَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهٗ

وَيَتْلُوْ كِتَابَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ مَسْجِدٍ

(আল অফাউলঅফা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪২)

অর্থাৎ ঃ 'মানুষ নিজ পাশে থাকা যে বস্তুগুলো দেখতে পায়না, নবীজি সেগুলোও দেখে ফেলেন। এবং প্রত্যেক মসজিদে (পবিত্র স্থানে) কুরআন মজীদ তেলাঅত করেন।'

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ফক্বীহে আযম আল্লামা শরীফুল হক আমজাদী আলায়হির রহ্মাহ্ লিখেছেন- 'হুজুর পিছনে শুধু নামাজের অবস্থায় দেখতে পেতেন অথবা সব সময়, এ বিষয়ে সঠিক মত এটাই যে, তিনি যেমন নামাজের অবস্থায় দেখতে পেতেন, তেমনই সবসময় দেখতে পেতেন; হযরত ইমাম মুজাহিদ এরকমই বলেছেন। ইমাম লুক্বাই বিন মুখাল্লাদ বলেছেন- 'হুজুর অন্ধকার ও উজ্জালায়

একইরকম দেখতেন।' সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত শায়েখ আব্দুল হক্ব দেহ্লবী আলায়হির রহ্মাহ্ বলেছেন- 'আল্লাহ্ তাআলা হুজুরের জন্য ছয়টি দিককে একটি দিকের ন্যায় করে দিয়েছেন।'

কিছু লোক বলে যে, 'হুজুরের গ্রীবাদেশে সূচের ছিদ্রর মত ছিদ্র ছিল, যার দ্বারা হুজুর পিছনে দেখতেন, এই কথাটা একেবারে নিছক, অবান্তর।' *(নুযহাতুল ক্বারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৯, সারমর্ম)*

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, হুজুর যেমন সামনে দেখেন, সেরকম পিছনেও দেখেন। অতএব নিজেকে নবীজির মত বা নবীজিকে নিজের মত ভাবা বা বলা অনুচিত। যেমন অপর এক হাদীসে স্পষ্টভাবে হুজুর বলেছেন, "لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ" *(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩)* অর্থাৎ 'আমি তোমাদের মত নয়।'

অতএব হুজুর বা অন্যান্য নবীগণ আলায়হিমুস সালাম মানুষতো বটে কিন্তু সাধারণ মানুষের মত নয়। সাধারণ মানুষ আর আম্বিয়াগণের মধ্যে আকাশ-পাতালের চেয়েও বেশি পার্থক্য রয়েছে।

- ঃ যায়েদ অন্ধ হয়ে যাবে ঃ -

হাদীস নং (১১)

عَنْ اُنَيْسَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى زَيْدٍ يَعُوْدُهٗ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهٖ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسٌ وَلٰكِنْ كَيْفَ لَكَ اِذَا عُمِّرْتَ بَعْدِىْ فَعَمِيْتَ قَالَ اَحْتَسِبُ وَ اَصْبِرُ قَالَ اِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَتْ فَعَمِىَ بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَصَرَهٗ ثُمَّ مَاتَ

(মিশকাত, পৃঃ ৫৪৩)

অনুবাদ ঃ হযরত উনাইসা বিনতে যায়েদ বিন আরকাম স্বীয় পিতা (যায়েদ) হতে বর্ণনা করেছেন - একদা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম হযরত যায়েদকে দেখতে এলেন। কারণ হযরত যায়েদ কোন এক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। হুজুর তাঁকে বললেন- এই রোগে তোমার কোন বিপদ হবেনা। কিন্তু তখন তোমার কি

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবস্থা হবে? যখন আমার পর লম্বা আয়ু পাবে। তুমি অন্ধ হয়ে যাবে। (যায়েদ) আরয করলেন- আমি সওয়াবের আশা রাখব এবং ধৈর্য ধরব। হুজুর বললেন- 'তাহলে তো তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' হযরত উনাইসা বলেছেন- 'হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত যায়েদ অন্ধ হয়ে গেলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর (যায়েদ) ইন্তেকাল করেছিলেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ- উক্ত রোগে যায়েদের ক্ষতি না হওয়া, হুজুরের প্রথমে ইন্তেকাল করা, হুজুরের পরে যায়েদের বেঁচে থাকা, বেশি আয়ু পাওয়া, অন্ধ হওয়া, জান্নাতে যাওয়া এবং বিনা হিসাবে যাওয়া ইত্যাদি সংবাদ যা নবীজি দিয়েছিলেন, তা সবই ভবিষ্যতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উল্লেখ থাকে যে, হুজুর, হযরত যায়েদের আরোগ্য হবার খবরও জানতেন। কিন্তু তাঁকে এই জন্যই বলেননি যেন তাঁর পরীক্ষা এবং ধৈর্য উচ্চপর্যায়ের হয়। *(মিরআত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৬২)*

- ঃ মদীনায় বসে মূতা নামক যুদ্ধের পরিদর্শন ঃ -

হাদীস নং (১২)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَعَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَ اِبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَ اِبْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ يَعْنِىْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩১; কানযুল উম্মাল, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩; মিশকাত[১], পৃঃ ৫৩৩)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম খবর আসার পূর্বেই হযরত যায়েদ, জাফর এবং ইবনে রওয়াহার ইন্তেকালের শোক সংবাদ দিয়ে ইরশাদ করলেন - যায়েদ পাতাকা নিল আর শহীদ হয়ে গেল; তারপর জাফর নিল, সেও শহীদ হয়ে গেল। তারপর ইবনে রওয়াহা নিল, সেও শহীদ হয়ে

১। শব্দসমূহ মিশকাতের

গেল। (হযরত আনাস বলেন) এই সময় হুজুরের চক্ষু মোবারক থেকে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছিল। (হুজুর বললেন) অতঃপর আল্লাহ্‌র এক তরবারী অর্থাৎ খালিদ বিন অলীদ পতাকা নিল। এরপরই আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ এই যুদ্ধ সন ৮ হিজরীতে মূতা নামক স্থানে হয়েছিল। উক্ত যুদ্ধে রোমান সেনার সংখ্যা এক লক্ষ আর মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র তিন হাজার ছিল। হযরত খালিদ বিন অলীদের সাতখানা তরবারী ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁরই হাতে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করেছিলেন। আর এই যুদ্ধেই হযরত খালিদ বিন অলীদ 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। 'মূতা' নামক স্থানে যুদ্ধ চলছিল আর হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মসজিদে নবোবীতে বসে সংঘটিত সংবাদ দিচ্ছিলেন। আর সাহাবাগণ নিঃসংশয়ে তা মেনে নিচ্ছিলেন।

- ঃ সে তো জান্নাতী ঃ -

হাদীস নং (১৩)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهٗ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ جَلَسَ ثَابِتٌ فِىْ بَيْتِهٖ وَ قَالَ اَنَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَاَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَعْدَبْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا اَبَا عَمْرٍو! مَاشَانُ ثَابِتٍ اَشْتَكٰى؟ قَالَ سَعْدٌ اِنَّهٗ لَجَارِىْ وَ مَا عَلِمْتُ لَهٗ بِشَكْوٰى قَالَ فَاَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَلَهٗ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ ثَابِتٌ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّىْ مِنْ اَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَنَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭১৮; মুসলিম[১], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫)

১। শব্দসমূহ মুসলীম শরীফের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, যখন এই আয়াত শরীফ

"يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ" অবতীর্ণ হল, তখন এই আয়াত শুনে হযরত সাবিত (বিন ক্বয়েস রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) নিজ বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন - আমি জাহান্নামী হয়ে গিয়েছি। যখন কয়েকদিন পর্যন্ত হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন না, তখন হুজুর হযরত সাআদ বিন মুআযকে জিজ্ঞাসা করলেন - ওহে আবু আম্র। সাবিতের ব্যাপার কি? তার অসুখ হয়েছে কি? হযরত সাআদ বিন মুআয বললেন - তিনি আমার প্রতিবেশী, সুতরাং যদি অসুখে পড়তেন, আমি জানতে পারতাম; কিন্তু তাঁর অসুখের ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা। অতঃপর হযরত সাআদ তাঁর নিকটে গিয়ে হুজুরের কথা শুনালেন। হযরত সাবিত বললেন - এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আর তোমরা জান যে আমি হুজুরের দরবারে সবচেয়ে উঁচু আওয়াজে কথা বলি। অতএব আমি জাহান্নামী হয়ে গিয়েছি। তারপর হযরত সাআদ হুজুরের সম্মুখে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন- 'বরং সে তো জান্নাতী।'

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ 'হযরত সাবিত বিন ক্বয়েস' এঁর উঁচু আওয়াজে কথা বলার কারণ এই যে, তিনি একটু কম শুনতেন, এই জন্যই তাঁর কণ্ঠস্বর একটু উঁচু ছিল। *(খযাইনুল ইরফান দ্রষ্টব্য)*

উক্ত হাদীসে যে আয়াতের আলোচনা করা হয়েছে, সেটি পূর্ণ এইরূপ -

"يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ"

(সূরা হুজুরাত, আয়াত নং ২)

অনুবাদ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)র কণ্ঠস্বরের চেয়ে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিওনা এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলিওনা যেভাবে তোমরা পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার কর, যেন তোমাদের কর্মসমূহ নিস্ফল না হয়ে যায় আর (এ দিকে) তোমাদের খবরই থাকবেনা।'

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুবকর সিদ্দীক্ব, হযরত ওমর ফারুক্ব এবং কিছু অন্যান্য সাহাবগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম) অত্যান্ত সতর্কতা অবলম্বন করাকে অপরিহার্য করে নিলেন আর খুব নীচু স্বরে কিছু আরয করতেন। তিনাদের প্রশংসায়

আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন-

"إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيْمٌ"

(সূরা হুজুরাত, আয়াত নং ৩)

অনুবাদ ঃ 'নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ্র রসূলের নিকট আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে, তারা হচ্ছে ঐ সব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তাআলা খোদাভীরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে।' *(কানযুল ঈমান দ্রষ্টব্য)*

এই আয়াত দুটিতে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের মর্যাদা এবং তাঁর দরবারে বেয়াদবী করার পরিণাম বোঝা যাচ্ছে। আর এও বোঝা যাচ্ছে যে, হুজুরকে সাধারণ মানুষের ন্যায় ডাকা যাবেনা। অতএব, হুজুরকে নাম ধরে 'ইয়া মুহাম্মাদ!' বলে ডাকা অনুচিত। সূরা নূর এ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন -

"لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا"

(সূরা নূর, আয়াত নং - ৬৩)

অনুবাদ ঃ 'রসূলকে' আহ্বান করা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করিওনা যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।'

আলোচ্য হাদীস শরীফে হুজুর, হযরত সাবিত বিন ক্বয়েসকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, এটাও গায়েবের অন্তর্ভুক্ত; কেননা জান্নাত অদৃশ্য বস্তু। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পর্দা করার পূর্বে শুধুমাত্র হযরত সাবিতকেই জান্নাতের সুসংবাদ দেননি বরং শতাধিক সাহাবায়ে কেরাম বরং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন রাদ্বিয়াল্লাহু অন্হুম আজমাঈনকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন-

"لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِيْ أَوْرَاٰى مَنْ رَاٰنِيْ"

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৬)

অনুবাদ ঃ 'ঐ মুসলমানকে দোযখের অগ্নি স্পর্শ করবেনা যে আমাকে দেখল কিংবা আমার সাহাবীকে দেখল।'

১। *'رَسُوْل' শব্দকে কোন কোন মুফাস্সির 'دُعَاء' ধাতুর কর্ম বলেছে, কেউ আবার কর্তা বলেছে। এখানে কর্ম হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ঃ এক মৌখিক মুসলমানের ঘটনা ঃ -

হাদীস নং (১৪)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حُنَيْنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَّعَهُ يَدَّعِىْ الْإِسْلَامَ "هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ" فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ وَ كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الَّذِىْ تَحَدَّثْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ أَشَدَّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ أَمَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوٰى بِيَدِهِ إِلٰى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! صَدَّقَ اللهُ حَدِيْثَكَ قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ وَ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ إِنِّىْ عَبْدُاللهِ وَرَسُوْلُهُ ـ يَا بِلَالُ! قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ أَنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩০ - ৪৩১; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ - ৭২; মিশকাত[১], পৃঃ ৫৩৪)

অনুবাদঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, আমরা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সাথে 'হুনায়ন' নামক যুদ্ধে উপস্থিত হলাম। হুজুরের পক্ষে থাকা একজন মৌখিক মুসলমান সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন - 'এই ব্যক্তি জাহান্নামী'। সুতরাং যখন যুদ্ধ শুরু হল, সে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগল; এমনকি ক্ষতবিক্ষত

১। *শব্দসমূহ মিশকাতের।*

হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে জনৈক ব্যক্তি এসে আরয করল - 'ইয়া রসূলাল্লাহ! দেখুন তো যাকে আপনি জাহান্নামী বলেছিলেন, সে তো আল্লাহর রাস্তায় প্রাণপণ জেহাদ করছে, এমনকি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে।' হুজুর বললেন - 'জেনে রাখ। সে অবশ্যই জাহান্নামী।' কিছু লোক সন্দেহের শিকার হতে যাচ্ছিল, তখনই হঠাৎ ব্যক্তিটি ক্ষত বিক্ষতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজ তূণের দিকে হাত বাড়াল আর একটি তীর বের করে তার দ্বারা নিজেকে জবাই করে নিল। তখন কিছু মুসলমান হুজুরের নিকট দৌড়ে গিয়ে বললেন - 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তাআলা আপনার কথা সত্য করে দিয়েছেন; সেই ব্যক্তি নিজেকে জবাই করে আত্মহত্যা করে ফেলেছে।' হুজুর ইরশাদ করলেন - আল্লাহু আকবার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তাঁর রসূল। ওহে বেলাল। যাও ঘোষণা করে দাও - জান্নাতে মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবেনা। এবং আল্লাহ্ তাআলা ধর্মদ্রোহীর দ্বারাও এই ইসলাম ধর্মকে দৃঢ় করবেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ হযরত ইমাম নববী আলায়হির রহমাহ্ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন - হযরত খতীব বাগদাদী বলেছেন যে, সেই ব্যক্তির নাম ক্বযমান ছিল। এবং সে মুনাফিক ছিল। *(মুসলিমের টীকা পৃঃ ৭৩ দ্রষ্টব্য)*

অত্র হাদীস হতে জানা যাচ্ছে যে, কলেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও ব্যক্তিটি যে অমুসলিম এবং জাহান্নামী, সে কথা নবীজি আগে হতেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

- ঃ জান্নাতী কে? ঃ -

হাদীস নং (১৫)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ فِيْنَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَإِنَّ هٰذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ- ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِىْ النَّارِ وَ وَاحِدَةٌ فِىْ الْجَنَّةِ وَ هِىَ الْجَمَاعَةُ

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯; আবুদাউদ[১], ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩১; ইবনে মাজা,

১। *শব্দসমূহ আবু দাউদের।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

পৃঃ ২৮৭; সুনানে দারেমী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬)

অনুবাদ ঃ হযরত আমীরে মোআবিয়া বিন সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমা) হতে বর্ণিত - তিনি দাঁড়িয়ে বললেন - শুনো। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একদা আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে ইরশাদ করলেন - তোমাদের পূর্বে কিতাবীগণ (ইহুদী ও নাসারা) বাহাত্তরটি ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই (ইসলাম) ধর্মে তিয়াত্তরটি ফিরকা হবে; তন্মধ্যে বাহাত্তরটি জাহান্নামী আর মাত্র একটি জান্নাতী হবে। আর সেটি হল 'জামাআত'।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ অত্র হাদীস শরীফে প্রধান প্রধান ফিরকা (দল) এর কথা বলা হয়েছে, যার অন্তর্গত একাধিক শাখা-প্রশাখা হতে পারে। যেমন খারেজীর সাতটি, শিয়ার বাইশটি এবং মু'তাযিলার কুড়িটি শাখা রয়েছে। *(মিরআত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩)*

হযরত আল্লামা ওসাইদুল হক আযহারী সাহেব 'কাশ্‌শাফ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেছেন - "এই হাদীস শরীফটি প্রায় আঠারোজন সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।" *(হাদীসে ইফ্‌তেরাকে উম্মাত, পৃঃ ১২)*

তিরমিযী শরীফে অত্র হাদীসের শেষাংশ এইরকম -

"كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ"

অর্থাৎ ঃ হুজুর বললেন - এক ফিরকা ব্যতীত সমস্ত ফিরকা জাহান্নামী হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন - 'সেটা কোন্ ফিরকা? ইয়া রসূলাল্লাহ্'। হুজুর বললেন- 'যে ফিরকা ঐ রাস্তার উপর থাকবে, যার উপর আমি এবং আমার সাহাবাগণ রয়েছি।'

আলহামদুলিল্লাহ্! এই রাস্তার উপর আহ্‌লে সুন্নাত অজামাআত অর্থাৎ আমরা রয়েছি। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হুজুর গওসে আযম শায়েখ আব্দুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু বলেছেন -

"فَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ" *(গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫)*

অর্থাৎ ঃ ফিরকায়ে নাজিয়াহ অর্থাৎ দোযখ থেকে মুক্ত ফিরকা হল আহলে সুন্নাত অজামাআত বা সুন্নী ফিরকা।

- ঃ আবু হোরাইরা ও মারওয়ানের কথোপকথন ঃ -

হাদীস নং (১৬)

عَمْرُوْبْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْأُمَوِيِّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ هَلَاكُ أُمَّتِيْ عَلٰى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ اِنْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِيْ فُلَانٍ وَ بَنِيْ فُلَانٍ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৯; মিশকাত, পৃঃ ৪৬২)

অনুবাদ ঃ হযরত আম্‌র বিন ইয়াহ্-ইয়া বিন সাঈদ আপন পিতামহ হতে বর্ণনা করেছেন - হযরত সাঈদ বলেছেন - একদা আমি মারওয়ান এবং হযরত আবুহোরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবুহোরাইরাকে বলতে শুনলাম, তিনি বলেন - আমি হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, 'আমার উম্মতের বিনাশ কোরাইশ বংশের কিছু ছেলের হাতে হবে।' মারওয়ান বলল- ছেলে? হযরত আবুহোরাইরা বললেন - আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে অমুকের পুত্র, অমুকের পুত্র করে তাদের নাম পর্যন্ত বলে দিতে পারি।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এই হাদীসে হযরত ওসমান গণীর খুনী তথা ইয়াযিদ ও মারওয়ানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা সকলেই কোরাইশ বংশের ছিল আর বাস্তবেই তাদের মধ্যে কেউই কম দুষ্ট ছিল না। আহ্‌লে সুন্নাত অজামাআত সর্বসম্মতিক্রমে ইয়াযিদকে ফাসিক, লম্পট, দুঃশ্চরিত্র, পাপী ইত্যাদি বলেছেন। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইয়াযিদের অত্যাচার প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন -

"لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِيْ قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتّٰى يَكُوْنَ أَوَّلُ مَنْ يَثْلُمُهٗ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهٗ يَزِيْدُ"

(আস সওয়াইকুল মুহরিক্বাহ্, পৃঃ ২৫৪)

অর্থাৎ ঃ "আমার উম্মতের বিধি-বিধান ন্যায়সঙ্গতভাবে চলতে থাকবে কিন্তু প্রথম ব্যক্তি যে উক্ত ন্যায়সঙ্গত বিধি-বিধানকে বিধ্বস্ত করবে, সে 'বনু উমাইয়া'

pdf By Syed Mostafa Sakib

গোত্রের একজন হবে; তাকে ইয়াযিদ নামে অভিহিত করা হবে।"

অতএব, ইয়াযিদকে ন্যায়পরাণ আর হোসাইনকে অত্যাচারী বলা পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। হযরত আল্লামা নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী আলায়হির রহ্মাহ্ লিখেছেন - 'একদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু কারবালার পথে, এদিকে ওদিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন আর ক্রন্দন করতে করতে বলছিলেন - খোদার কসম। তাঁদের শাহাদাৎ এবং তাঁদের উট মরার স্থান এটাই। তাঁর সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলেন - এটা কোন জায়গা? বললেন - এটা কারবালা। এখানে এমন এক জামাআতকে শহীদ করা হবে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশ করবে। *(শওয়াহিদুন্নবুওওয়াহ্, পৃঃ ২৮৬)*

এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত ইমাম হোসাইন এবং তাঁর সঙ্গীরা নির্দোষী, সুপথপন্থী তথা শহীদ এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এও বোঝা গেল যে, হুজুরের ওসিলায় সাহাবাগণও গায়েবের কথা জানেন।

- ঃ ফিৎনারোধক দরজা ঃ -

হাদীস নং (১৭)

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ الْفِتْنَةِ فَقَالَ حَذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ- قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيْءٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ جَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ- قَالَ لَيْسَتْ هٰذِهِ وَلٰكِنِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ- قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذٰلِكَ أَحْرٰى أَنْ لَّا يُغْلَقَ- قُلْنَا عَلِمَ عُمَرُ الْبَابَ؟ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً إِنِّيْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ فَهِبْنَا أَنْ نَّسْأَلَهُ وَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ؟ فَقَالَ عُمَرُ-

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৭; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯১; ইব্নে মাজা, পৃঃ ২৮৪; মিশ্কাত, পৃঃ ৪৬৯)

অনুবাদ ঃ হযরত হোযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - হযরত ওমর ইব্নে খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) বললেন - 'তোমাদের মধ্যে কে ফিৎনা[১] সম্পর্কে নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের হাদীস মুখস্থ রেখেছো? হযরত হোযাইফা বললেন - 'আমার মুখস্থ রয়েছে, ঠিক তেমনই যেমন হুজুর বলেছিলেন।'

হযরত ওমর বললেন - 'বলো। তুমি বড় বাহাদুর।' হযরত হোযাইফা বললেন- হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন - মানুষের ফিৎনা তার সন্তান-সন্ততি, তার ধন এবং তার প্রতিবেশীর ব্যাপারে হবে। উক্ত ফিৎনাকে নামাজ, সদক্বা, ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ রহিত করে দিবে।' হযরত ওমর বললেন - 'আমার উদ্দেশ্য এই ফিৎনা নয় বরং ঐ ফিৎনা যেটাতে সমুদ্রের মত ঢেউ উঠবে।' হযরত হোযাইফা বললেন - 'ইয়া আমীরাল মু'মিনীন। সেটাতে আপনার কোন ভয় নেই; কেননা ঐ ফিৎনা এবং আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে।' হযরত ওমর বললেন - দরজা খোলা হবে অথবা ভেঙে দেওয়া হবে? হযরত হোযাইফা বললেন - 'বরং ভেঙে দেওয়া হবে।' বললেন - 'তা হলে তো আর বন্ধই হবে না।'

হযরত আবু ওয়াইল বলেছেন - আমরা হযরত হোযাইফাকে জিজ্ঞাসা করলাম- 'ঐ দরজা কে' সেটা কি হযরত ওমর জানতেন? বললেন - 'অবশ্যই! তিনি ঐ রকমই জানতেন যেমন এটা জানেন যে, আগামী কালের পূর্বে রাত আসবে। আমি তাঁকে হাদীস শুনিয়েছি, কোন গল্প শুনাইনি।' হযরত আবু ওয়াইল বলেছেন - আমরা ভয়ে হযরত হোযাইফাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না যে, সে দরজা কে। সুতরাং হযরত মাসরুককে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। কাজেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- 'উক্ত দরজা কে?' হযরত হোযাইফা বললেন - 'হযরত ওমর' (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু)।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ অত্র হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল যে সন্তান-সন্ততি, ধন-দৌলত, পাড়া-প্রতিবেশী হল মানুষকে পরীক্ষা করার সামগ্রী। অতএব তাদের জন্য পাপ করা উচিত নয় কেননা হাশরের ময়দানে আমাদের গুনাহ্ তারা নিজের কাঁধে কখনো নিবেনা। (وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ عَلٰى وَجْهِ الْكَمَالِ)

আলোচ্য হাদীসে দরজা বলতে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুকে বোঝান

১। *যে জিনিষের দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করেন, তাকে ফিৎনা বলা হয়।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে। তাঁর ইন্তেকালের পরে পরেই বহু রকমের ফিৎনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। যথা - হযরত ওসমান গণীর শাহাদাৎ, হযরত আলীর সঙ্গে যুদ্ধ, তাঁর ও তাঁর পুত্রদ্বয় হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইনের শাহাদাৎ ইত্যাদি। আজও পৃথিবীর বুকে হরেক রকমের ফিৎনা বিরাজমান, যা থামার নাম নেয়না।

'দরজা ভেঙে দেওয়া হবে অথবা খোলা হবে?' এই বাক্য দ্বারা হযরত ওমর ফারুকের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমাকে শহীদ করা হবে, না স্বাভাবিক ইন্তেকাল হবে? হযরত হোযাইফা বললেন - দরজা ভাঙা হবে অর্থাৎ তিনি শহীদ হবেন। সুতরাং পরবর্তীতে তাই হয়েছিল।

-ঃ আমার এই ছেলেটি সর্দার ঃ-

হাদীস নং (১৮)

عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ أُخْرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِبْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(বুখারী[১], ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১২, মিশকাত, পৃঃ - ৫৬৯)

অনুবাদ ঃ হযরত আবুবাক্‌রাহ্ হতে বর্ণিত - তিনি বলেন যে, একদা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম হযরত হাসানকে নিয়ে গিয়ে মেম্বারে চড়লেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন - আমার এই ছেলেটি সর্দার। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা মুসলমানের দুটো বড় জামাআতের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ অত্র হাদীসে হযরত আলীর পর হজরত হাসান এবং হযরত আমীরে মোআবিয়ার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইমাম হাসান সন ৪১ হিজরীতে হযরত আমীরে মোআবিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে পদত্যাগ করেন।

এই সন্ধির ঘটনায় এটি বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে হযরত ইমাম হাসান, হযরত আমীরে মোআবিয়াকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) ন্যায়পরায়ণ মনে করতেন, বলেই তাঁকে বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন; অন্যথায় কখনো তাঁর সঙ্গে চুক্তি

১। শব্দসমূহ বুখারী শরীফের।

করতেননা। কেননা সে সময় হযরত হাসানের অধীনে চল্লিশ হাজার ভক্ত ছিল, তাদেরকে যদি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে বলতেন, তারা সেটাও করতে দ্বিধাবোধ করতনা।

দ্বিতীয়তঃ উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে হযরত আমীরে মোআবিয়ার দলও মুসলমান ছিল কারণ হুজুর "فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" (মুসলমানের দুই দল) বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, ইমামে আযম আবুহানীফার সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারককে জিজ্ঞাসা করা হল যে, হযরত আমীরে মোআবিয়া শ্রেষ্ঠ ছিলেন অথবা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয? এর প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন - 'ঐ ধুলো যা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সঙ্গে থাকাকালীন হযরত আমীরে মোআবিয়ার নাকে প্রবেশ করেছিল, সেই ধুলোও হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের চেয়ে এতটা উত্তম, এতটা উত্তম।' *(আস-সওয়াইকুল মুহরিক্বাহ, পৃঃ ২৪৬)*

মনে রাখা দরকার যে, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয খোলাফায়ে রাশেদীনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন, বরং বহু ওলামায়ে কেরাম তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবুও হযরত আমীরে মোআবিয়ার নাকের ধুলোর সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যাবে না। কেননা হযরত আমীরে মোআবিয়া সাহাবী এবং হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয তাবেঈ; আর সাহাবীর সঙ্গে কোন তাবেঈ বা কোন ওলির তুলনা করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। অতএব যার ভিতরে হযরত আমীরে মোআবিয়ার সম্পর্কে বিদ্বেষ থাকবে, তাকে স্বীয় হৃদয়ের রূহানী চিকিৎসা করা উচিত। নচেৎ ভয়ঙ্কর ফলাফল হবে।

মুরজিয়্যাহ এবং ক্বদ্রিয়্যাহ ফিরক্বার আবির্ভাবের সংবাদ

হাদীস নং (১৯)

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِىْ لَيْسَ لَهُمَا فِىْ الْإِسْلَامِ نَصِيْبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدْرِيَّةُ

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭; ইবনে মাজা, পৃঃ ৮; মিশকাত, পৃঃ ২২)

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত - নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন - আমার উম্মতের মধ্যে দুটো

pdf By Syed Mostafa Sakib

দল হবে, যাদের ইসলামে কোন অংশ থাকবে না। একটি হল মুরজিয়্যাহ্ অপরটি ক্বদ্রিয়্যাহ্।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ -

মুরজিয়্যাহ্ ফিরক্বার লোকেরা বলত যে ঈমান থাকলে কোন গুনাহ ক্ষতিকারক নয়। আর ক্বদ্রিয়্যাহ্ ফিরক্বার আক্বীদা ছিল যে, ভাগ্য বলে কোন জিনিষ নেই। (আল ইয়াযোবিল্লাহ্!) এই দুটো দল হুজুরের পর জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু একালে তাদের কোন হদিস নেই।

আহলে সুন্নাত অজামাআত অর্থাৎ আমাদের আক্বীদা এই যে, গুনাহ সর্বসময় ক্ষতিকারক, এর জন্য শাস্তি পেতেই হবে। হ্যাঁ, আল্লাহ যদি ক্ষমা করে দেন, তাহলে সেটা ব্যতিক্রম এবং তাঁর অনুগ্রহ। সমস্ত বস্তুর খালিক বা স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। মানুষ পৃথিবীর বুকে আসার পর যা করত, আল্লাহ তাআলা তা পূর্বেই লিখে দিয়েছেন। এই নয় যে, আল্লাহ লিখে দিয়েছেন বলেই আমরা বাধ্য। ভাগ্য সম্পর্কে বেশী আলোচনা না করে শুধুমাত্র একটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করে এই আলোচনা সমাপ্ত করা হবে। (ইনশাআল্লাহ) হযরত আবু হোরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করেছেন

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ نَحْنُ نَتَنَازَعُ فِيْ الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِيءَ فِيْ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫, ইবনে মাজা, পৃঃ ৯; মিশ্কাত, পৃঃ ২২)

অনুবাদ ঃ আমরা ভাগ্য সম্পর্কিত বিষয়ে তর্কবিতর্ক করছিলাম, এমনই সময় হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাদের নিকটে এলেন। আমাদেরকে এই বিষয়ে তর্ক করতে দেখে হুজুর এত অসন্তুষ্ট হলেন যে তাঁর চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হয়ে গেল; মনে হচ্ছিল যেন তাঁর গাল মোবারকে বেদানার রস নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। বললেন-'তোমাদেরকে এরই আদেশ দেওয়া হয়েছে? এই জন্যই আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে? তোমাদের পূর্বে লোক এই বিষয়ে ঝগড়া করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমি তোমাদের উপর অপরিহার্য করে দিচ্ছি যে এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করবেনা।'

অতএব, এই বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা, আলোচনা, পর্যালোচনা এবং না জেনে এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করা অনুচিত।

- ঃ হযরত ফাতিমার হাঁসি ও কান্না ঃ -

হাদীস নং (২০)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَ دَلًّا وَ هَدْيًا بِرَسُوْلِ اللهِ فِيْ قِيَامِهَا وَقُعُوْدِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَ أَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَ أَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّ هٰذِهِ مِنْ أَعْقَلِ نِسَائِنَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ حِيْنَ أَكْبَبْتِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَبَكَيْتِ ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعْتِ رَأْسَكِ فَضَحِكْتِ مَاحَمَلَكِ عَلٰى ذٰلِكِ قَالَتْ إِنِّيْ إِذًا لَبَذِرَةٌ أَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ هٰذَا فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِيْ أَنِّيْ أَسْرَعُ أَهْلِهِ لُحُوْقًا بِهِ فَذَاكَ حِيْنَ ضَحِكْتُ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১২; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০, ২৯১; তিরমিযী[১], ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৭; ইবনে মাজা, পৃঃ ১১৬; মিশ্কাত, পৃঃ ৫৬৭)

অনুবাদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত- তিনি বলেছেন যে, আমি চরিত্র, চাল-চলন ও গঠনে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি

১। শব্দসমূহ তিরমিজি শরীফের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসাল্লামের সঙ্গে তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা) সর্বাপেক্ষা বেশি সাদৃশ্য বা মিল দেখেছি; এমনকি তাঁর উঠা, বসাও হুজুরের মত ছিল। যখন তিনি নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট আসতেন, তখন হুজুর তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। আর যখন নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁর নিকট যেতেন, তখন হযরত ফাতিমা স্বীয় স্থান হতে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে চুমু দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন। সুতরাং যখন হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম অন্তিম অসুখে পড়লেন, হযরত ফাতিমা এলেন এবং ঝুঁকে চুমু দিলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে কান্না করতে লাগলেন। কিন্তু যখন দ্বিতীয়বার ঝুঁকলেন তখন মাথা উঠার পর হেঁসে উঠলেন।

আমি (আয়েশা) বললাম- আগে ভাবতাম যে, হযরত ফাতিমা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতি নারী, কিন্তু আজতো প্রমাণই হয়ে গেল যে, তিনি বাস্তবে ঐরকমই ছিলেন। তারপর যখন হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পর্দা (ইন্তেকাল) করলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম - (সেদিন) রহস্যটা কী ছিল? যখন হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দিকে ঝুঁকে মাথা উঠার পর কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপর আবার ঝুঁকে উঠার পর হেঁসে উঠেছিলেন। এরকম কেন করেছিলেন? হযরত ফাতিমা বললেন- এখন অবশ্যই খুলে বলব। হুজুর আমাকে প্রথমবারে বললেন যে, তিনি এই অসুখে পর্দা করবেন; কাজেই আমি কেঁদে ফেললাম। আর দ্বিতীয়বারে বললেন যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব; ফলতঃ আমি হেঁসে উঠলাম।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ উক্ত হাদীস শরীফে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। যথা ঃ -

- নিজের ছেলে মেয়েকে চুমু দেওয়া জায়েজ।
- হুজুর নিজের এবং হযরত ফাতিমার ইন্তেকালের খবর জানতেন।
- ধার্মিক ও সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মানার্থে ক্বেয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানো জায়েজ; সে বয়সে ছোট হোক অথবা বড়।

- ঃ ওসমান নির্মমভাবে শহীদ হবে ঃ -

হাদীস নং (২১)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِتْنَةً فَقَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فِيْهَا مَظْلُوْمًا لِعُثْمَانَ

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২; মিশ্কাত, পৃঃ ৫৬২)

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, একদা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এক ফিৎনা সম্পর্কে চর্চা করলেন। আর হযরত ওসমানের (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) সম্পর্কে বললেন - ঐ ফিৎনাতে নির্যাতিতভাবে একে শহীদ করা হবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ সন ৩৫ হিজরীতে হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুকে বিদ্রোহীরা শহীদ করে দিয়েছিল। *(তারীখে ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩০)*

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দৃষ্টি থেকে মৃত্যু গোপন নয়।

- ঃ মুরতাদের পরিণাম ঃ -

হাদীস নং (২২)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَارْتَدَّ عَنِ الْاِسْلَامِ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ الْاَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْطَلْحَةَ اَنَّهُ اَتَى الْاَرْضَ الَّتِيْ مَاتَ فِيْهَا فَوَجَدَهُ مَنْبُوْذًا فَقَالَ مَاشَانُ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا دَفَنَّاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الْاَرْضُ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১১; মিশ্কাত[১], পৃঃ ৫৩৫ - ৫৩৬)

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে এক ব্যক্তি নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দরবারে ওহী লিখত। সে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলে গেল। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন - 'নিশ্চয় মাটি তাকে গ্রহণ করবে না।' হযরত আবুতাল্হা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) আমাকে (হযরত আনাসকে) খবর দিলেন - 'আমি সেই স্থানে গিয়েছিলাম, যেখানে ঐ ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। দেখলাম - সে মাটির উপরে পড়ে রয়েছে। কাজেই আমি কিছু লোককে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এর এই অবস্থা কেন? তারা বলল - 'আমরা তাকে বারংবার দাফন করলাম; কিন্তু মাটি তাকে গ্রহণ করলনা'।

১। শব্দসমূহ মিশ্কাত শরীফের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যাখ্যা ও শিক্ষাঃ উক্ত ব্যক্তি প্রথমে খ্রিস্টান ছিল। তারপর সে মুসলমান হয়ে যায়। হুজুর তাকে (কুরআন মাজীদের) নব অবতীর্ণ আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ভার অর্পন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সে পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে যায়।[১] তাই তার এই শাস্তি। আর আল্লাহ্ তাআলা নবীজির ক্ষমতা প্রকাশ করতঃ মানুষের হেদায়েতের জন্য বিশ্ববাসীকে তার অবস্থা দেখিয়েদিলেন।

- ঃ রহস্যময় ঝড় ঃ -

হাদীস নং (২৩)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِيْنَةِ هَاجَتْ رِيْحٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بُعِثَتْ هٰذِهِ الرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا عَظِيْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَدْمَاتَ

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭০; মিশ্কাত, পৃঃ ৫৩৬)

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এক সফর থেকে ফেরার পথে যখন মদীনার কাছে পৌঁছলেন, তখন এমন (প্রবল) ঝড় উঠল যে, মনে হচ্ছিল যেন এই তুফান অশ্বারোহীদেরকে দাফন করে দিবে। সে সময় হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেছিলেন - 'এই ঝড় একটা মুনাফিকের মৃত্যুর জন্য পাঠানো হয়েছে।' মদীনায় এসে দেখা গেল, সত্যিই এক মুনাফিক নেতার মৃত্যু হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ- আরবে কখনো কখনো এমন ঝড় ওঠে যে, মরুভূমির অগাধ বালি অশ্বারোহীকে ঢেকে নেয়। সেদিন মদীনার নিকটে এরকমই এক ঝড় উঠেছিল। ওই ঝড় আল্লাহ্ তাআলার গজব প্রকাশার্থে শুধুমাত্র সেই মুনাফিকের মৃত্যুর জন্যই পাঠানো হয়েছিল। (মিরআত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭)

১। *মিরআত অষ্টম খণ্ড পৃষ্ঠা ২০৬ (মিরকাতের উদ্ধৃতি সহ*

- ঃ নেকড়ে বাঘ আর রাখালের অদ্ভূত ঘটনা ঃ -

হাদীস নং (২৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ ذِئْبٌ إِلٰى رَاعِيْ غَنَمٍ فَأَخَذَ شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِيْ حَتّٰى انْتَزَعَهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الذِّئْبُ عَلٰى تَلٍّ فَأَقْعٰى وَاسْتَنْفَرَ وَ قَالَ قَدْ عَمَدْتُ إِلٰى رِزْقٍ رَزَقَنِيْهُ اللهُ أَخَذْتَهُ ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِّيْ فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ الذِّئْبُ أَعْجَبُ مِنْ هٰذَا رَجُلٌ فِيْ النَّخْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضٰى وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًا فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ وَ أَسْلَمَ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهَا أَمَارَاتٌ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَدْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يَرْجِعَ حَتّٰى يُحَدِّثَهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ

(মিশ্কাত, পৃঃ ৫৪১; মাজমাউয যওয়াই, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭০)

অনুবাদ ঃ হযরত আবুহোরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) বলেছেন - এক নেকড়ে বাঘ এক ছাগলের রাখালের নিকটে গিয়ে একটা ছাগল ধরে নিল। রাখাল পশ্চাদ্ধাবন করে তার কাছ থেকে ছাগলটি কেড়ে নিল। বর্ণনাকারী বলেছেন - অতঃপর নেকড়ে বাঘটি একটি স্তূপে চড়ে, দু'পায়ের মাঝে লেজ দাবিয়ে, কুকুরের ন্যায় বসে বলল- আমি খোরাক চাইলাম, আল্লাহ্ আমাকে এটা দান করলেন। সুতরাং আমি নিয়ে নিলাম। তারপর তুমি সেটা কেড়ে নিলে? তখন উক্ত রাখাল বলতে লাগল - খোদার কসম! আমি আজকের মত কখনো দেখিনি যে, নেকড়ে বাঘ কথা বলেছে। এই কথা শুনে নেকড়ে বাঘ বলল - 'এর চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক কথা হল এই যে, দুই পাহাড়ের মধ্যে, খেজুরের ঝাড়সমূহের মাছে এক ব্যক্তি তোমাদেরকে পূর্ব এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাবলীর খবর দিচ্ছে।'

সেই রাখাল ইহুদী ছিল। সে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বলল। অতঃপর সে মুসলমান হয়ে গেল। হুজুর বললেন - 'তুমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সত্য বলেছো।' কিছুক্ষণ পর বললেন - এসব (পশুর কথা বলা ইত্যাদি) ক্বিয়ামতের নিদর্শন। অচিরেই এমন যুগ আসবে যখন মানুষ (বাড়ি থেকে) বেরিয়ে যাবে; (বাড়ি) ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার জুতা এবং তার চাবুক সে সমস্ত কথা তাকে বলে দিবে, যা পরিবারের লোক তার যাওয়ার পর করে থাকবে।'

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : 'দুই পাহাড়ের মধ্যে এবং খেজুরের ঝাড়ের মাঝে' এর অর্থ এই যে, মদীনা শরীফ দুটো কালো পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং মদীনায় অনেক খেজুরের গাছ রয়েছে। *(মিরআত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪)*

উক্ত হাদীস শরীফ থেকে বোঝা গেল যে, হুজুরের নবুওত এবং অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে পশুরাও অবগত।

জুতা এবং চাবুকের কথা বলা সম্পর্কে আল্লামা ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মাদ আল গাম্মারী আলায়হির রহ্মাহ্ লিখছেন - 'এই হাদীস শরীফে ফটোগ্রাফ এবং টেপ রেকর্ড মেশিনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। *(মুতাবাক্বাতুল ইখতিরাআতিল আসরিয়্যাহ, পৃ : ৪৫)*

- ঃ সাহাবীর হাতে শয়তান গ্রেপ্তার ঃ -

হাদীস নং (২৫)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِحِفْظِ زَكٰوةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهٗ وَ قُلْتُ وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ دَعْنِىْ فَإِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَ عَلَىَّ عِيَالٌ وَلِىْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! شَكٰى حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ أَمَا أَنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ أَنَّهٗ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهٗ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُّهٗ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ دَعْنِىْ فَإِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَ عَلَىَّ عِيَالٌ لَا أَعُوْدُ فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! شَكٰى حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ أَمَا أَنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُّهُ الثَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هٰذَا اٰخِرُ ثَلٰثِ مَرَّاتٍ إِنَّكَ تَزْعَمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِىْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ اَللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَّلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا قَالَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! زَعَمَ أَنَّهٗ يُعَلِّمُنِىْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِىَ اللهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ مَا هِىَ قَالَ لِىْ إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ اَللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ قَالَ لِىْ لَنْ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَّلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ وَ كَانُوْا أَحْرَصَ شَىْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَمَا أَنَّهٗ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلٰثِ لَيَالٍ ؟ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০)

অনুবাদ : হযরত আবুহোরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে রমজান মাসে, যাকাতে সংগৃহীত সম্পদের পাহারায় নিযুক্ত করলেন। (রাত্রে) এক ব্যক্তি এসে (যাকাতের) শস্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে নিয়ে বললাম - খোদার কসম। অবশ্যই তোমাকে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট নিয়ে যাব। সে বলল - আমি গরীব

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ, আমার ছেলেপুলে রয়েছে এবং আমার খুব অভাব চলছে। 'সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হওয়ার পর হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বললেন - 'তোমার আসামীর কী হল?' আমি আরয করলাম - ইয়া রসূলাল্লাহ! সে অত্যন্ত দারিদ্র এবং সন্তান-সন্ততির প্রার্থনা করল। কাজেই তার প্রতি মায়া হয়ে গেল আর তাকে ছেড়ে দিলাম। হুজুর বললেন - সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে।' আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, সে নিশ্চয় আবার আসবে। কেননা 'আবার আসবে' কথাটা অন্য কেউ নয়, আল্লাহর রসূল বলেছিলেন। সুতরাং (দ্বিতীয় রাতে) আমি তার অপেক্ষা করতে লাগলাম। সত্য সত্য সে পুনরায় এসে শস্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে নিয়ে বললাম - অবশ্যই তোমাকে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কাছে নিয়ে যাব। সে বলল - আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অভাবগ্রস্ত মানুষ, উপরন্তু ছেলেপুলে রয়েছে। আমি আর আসবনা। এই কথা শুনে তার প্রতি দয়া এসে গেল। এই জন্য তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বললেন - ওহে আবু হোরাইরা! তোমার বন্দীর ব্যাপার কী? আরয করলাম - ইয়া রসূলাল্লাহ্! সে বলল - সে বড় অভাবী, আবার সন্তানাদির ভরণ-পোষণ রয়েছে। কাজেই আমি নরম হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। হুজুর বললেন - শুনো! সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে। তৃতীয়বার আমি তার অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম সে আবার এসে শস্য নিতে লেগেছে। আমি তাকে ধরে বললাম - (আজ) অবশ্যই তোমাকে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দরবারে নিয়ে যাব; কেননা আজ তৃতীয় রাত আর এই শেষ। তুমি প্রত্যেক বার বলছ যে, আর আসবেনা কিন্তু আবার চলে আসছ। সে বলল - আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে এমন দুআ শিখিয়ে দিবো, যার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা তোমার মঙ্গল করবেন। আমি বললাম - কি দুআ? সে বলল- 'যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী শেষ পর্যন্ত পড়ে নিবে। ফলতঃ সারা রাত্রি তুমি আল্লাহ্ তাআলার তত্ত্বাবধানে থাকবে আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে ঘেঁসতে পারবেনা। তাই তাকে ছেড়ে দিলাম। তারপর দিন সকালে হুজুর বললেন- 'গতরাতে তোমার আসামী কি বলল?' আরয করলাম - ইয়া রসূলাল্লাহ্! সে বলল যে, আমাকে এমন দুআ শিখিয়ে দিবে, যার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা আমার কল্যাণ করবেন। সুতরাং তাকে ছেড়ে দিলাম। হুজুর বললেন - কি দুআ? হযরত আবু হোরাইরা বললেন - সে বলল - বিছানায় গিয়ে আয়াতুল কুরসী অর্থাৎ "اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ" শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। আরো বলল যে, তোমার নিকটে আল্লাহর

তরফ থেকে একজন রক্ষক থাকবে; ফলতঃ সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসতে পারবে না। - সাহাবায়ে কেরামগণ নেক কাজে অত্যান্ত আগ্রহী ছিলেন। (এই জন্যই হযরত আবু হোরাইরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন) - অতঃপর হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বললেন - শুনো। এবার সে সত্য বলেছে; অথচ সে বড় মিথ্যুক। হে আবু হোরাইরা। তুমি জান কি তিন রাত পর্যন্ত কে তোমার সঙ্গে কথোপকথন করছিল? আরয করলেন - 'না'। হুজুর ইরশাদ করলেন - 'সে শয়তান ছিল।'

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ উক্ত হাদীসে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বেশ কয়েকটি গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন যা স্বল্প জ্ঞানীদের নিকটও গোপন নয়। আর এও বোঝা গেল যে, নবীজি যে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে সক্ষম তা সাহাবীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

-ঃ শিয়া ও খারেজী ফিরক্বার আবির্ভাবের সংবাদ ঃ-

হাদীস নং (২৬)

عَنْ عَلِیٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِیْکَ مَثَلٌ مِنْ عِیْسٰی اَبْغَضَتْهُ الْیَهُوْدُ حَتّٰی بَهَتُوْا اُمَّهٗ وَاَحَبَّتْهُ النَّصَارٰی حَتّٰی اَنْزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِیْ لَیْسَتْ لَهٗ ثُمَّ قَالَ یَهْلِکُ فِیَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یُقَرِّظُنِیْ بِمَا لَیْسَ فِیَّ، وَ مُبْغِضٌ یَحْمِلُهٗ شَنَاٰنِیْ عَلٰی اَنْ یَّبْهَتَنِیْ - رَوَاهُ اَحْمَدُ

(মিশ্‌কাত পৃঃ ৫৬৫)

অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন - (হে আলী!) তোমার মধ্যে হযরত ঈসার (আলায় হিসসালাম) সাদৃশ্য রয়েছে। ইহুদীরা তাঁর প্রতি এমন বিদ্বেষ পোষণ করল যে তাঁর মাতা (হযরত মরিয়ম) এর উপর মিথ্যা অপবাদ লাগাল। আর খ্রিস্টানেরা ভালোবাসার সীমা অতিক্রম করে তাঁকে এত উচ্চ আসনে বসাল যা তাঁর জন্য ছিল না।

অতঃপর হযরত আলী বলেন - আমাকে কেন্দ্র করে দুই প্রকারের লোক ধ্বংস হবে। প্রথম - ভালোবাসায় সীমা লংঙ্ঘনকারীরা। এরা আমার এমন গুণ গাইবে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যা আমার মধ্যে নেই। দ্বিতীয় - শত্রুরা, আমার উপর মিথ্যা অপবাদ লাগানোর জন্য, হিংসা ও বিদ্বেষ তাদেরকে উত্তেজিত করে তুলবে। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ উপরিউক্ত হাদীস শরীফে শিয়া এবং খারেজী ফিরক্বার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং শিয়া ফিরক্বার লোকেরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আন্হকে এমন ভালোবেসেছে যে তাঁর মর্যাদা রসূলে খোদা স্বল্লাল্লাহ আলায়হি অসাল্লামের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে বরং শিয়া ফিরক্বার মধ্যে এক শ্রেণির লোক যাদেরকে 'নাসীরিয়্যা' বলা হয়, তারা হযরত আলীকে আল্লাহ্ পর্যন্ত বলে ফেলেছে। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

খারেজীরা প্রথমে হযরত আলী কার্রামাল্লাহ অজহাহুর ভক্ত ছিল। হযরত আলী এবং হযরত মোআবিয়ার মধ্যে সংঘটিত সিফফীন নামক যুদ্ধে, যখন হযরত আলী, হযরত আবু মূসা আশআরীকে এবং হযরত আমীরে মোআবিয়া, হযরত আম্র ইবনে আস্কে (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম) বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করলেন, তখন হযরত আলীর কিছু সেনা তাঁর দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলল - আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যজনকে বিচারক নিয়োগ করে (হযরত) আলী কাফির হয়ে গিয়েছে। তাঁকে ছাড়াও হযরত ওসমান, হযরত তালহা, হযরত যোবাইর, নবীজির প্রিয় স্ত্রী হযরত আয়েশা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বরং প্রায় সাহাবাকেই (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম আজমাঈন) কাফির বলত। (আল ইয়াযু বিল্লাহ্) বিস্তারিত জানার জন্য 'হুদূসুল ফিতান অজিহাদো আয়ানিস সুনান' নামক গ্রন্থ দেখুন।

- ঃ হযরত ওয়াইস ক্বরনীর সংবাদ ঃ -

হাদীস নং (২৭)

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ
قَالَ اِنَّ رَجُلًا يَاتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لَا يَدَعُ
بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ قَدْكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَااللهَ فَأَذْهَبَهُ اِلَّا
مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ أَوِالدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১১; মিশ্কাত, পৃঃ ৫৮১-৫৮২; কান্যুল উম্মাল,

১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৬৩)

অনুবাদ ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন - তোমাদের নিকটে এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে আসবে, যাকে 'ওয়াইস' বলা হয়। সে শুধুমাত্র আপন মাতার জন্য ইয়ামান ছাড়তে পারেনা। তার শরীরে কুষ্ঠরোগের কারণে সাদা দাগ ছিল কিন্তু তার প্রার্থনায় আল্লাহ্ তাআলা দীনার বা দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতীত সমস্ত দাগ দূরীভূত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেন তোমাদের মাগফিরাতের দুআ করিয়ে নেয়।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ হযরত ওয়াইস ক্বরনী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সোনালী যুগ পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বীয় মা জননীর সেবা শুশ্রুষায় ব্যাঘাত ঘটার কারণে হুজুরের নিকট যেতে পারেননি। হুজুরের কথা অনুযায়ী হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর শাসনকালে তিনি মক্কা শরীফ হজ্ব করতে এসেছিলেন। হযরত ওমর এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমা তাঁর নিকটে গিয়ে বললেন - 'আপনার নাম ওয়াইস?' তিনি বললেন - 'জী হ্যাঁ,'। বললেন - 'আপনার শরীরে কি ধবল কুষ্ঠের অবশিষ্টাংশ রয়েছে? যদি রয়েছে, তাহলে দেখান।' হযরত ওয়াইস ক্বরনী স্বীয় পোষাক উঠিয়ে দেখালেন। তখনই হযরত ওমর ও আলী দৌড়ে গিয়ে উক্ত সাদা স্থানে চুমু দিলেন। আর বললেন - 'আপনাকে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম 'সালাম' বলেছেন এবং আমাদেরকে দুআ করিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। অতএব আমাদের জন্য দুআ করে দিন।' হযরত ওয়াইস ক্বরনী প্রথমেতো ওজর করলেন কিন্তু তারপর দুআ করলেন। হযরত ওমর বললেন- 'আপনি কোথায় থাকতে পছন্দ করবেন?' আরয করলেন - 'কুফায়।' সুতরাং অনেকদিন পর্যন্ত কুফায় থাকার পর সিফফীন অথবা 'নাহাওয়ান্দ' নামক যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেন। *(মিরআত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪ - ৫৭৬)*

- ঃ মিশর বিজয়ের সংবাদ ঃ -

হাদীস নং (২৮)

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ
مِصْرَ وَ هِىَ أَرْضٌ يُسَمّٰى فِيْهَاالْقِيْرَاطُ فَاِذَا فَتَحْتُمُوْهَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

فَأَحْسِنُوْا اِلٰى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَ رَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيْلِ بْنِ حَسَنَةَ وَ أَخَاهُ رَبِيْعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِيْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১১; মিশ্‌কাত, পৃঃ ৫৩৯; কান্‌যুল উম্মাল, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩)

অনুবাদ ঃ হযরত আবুযার (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন - "অতিসত্বর তোমরা মিশর জয় করবে। মিশর এমন এক জায়গা, যেখানে 'ক্বীরাত' এর নাম খুব নেওয়া হয়। যখন জয় করে নিবে, সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সুব্যবহার করবে। কেননা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে। অথবা হুজুর এই বললেন - শ্বশুরের দিক থেকে আত্মীয়তা রয়েছে। তারপর যখন দুই ব্যক্তিকে একটি ইট পরিমাণ জায়গার জন্য ঝগড়া করতে দেখবে, তখন সেখান থেকে বের হয়ে যাবে।"

হযরত আবুযার বলেন - সুতরাং আমি হযরত আব্দুর রহমান বিন শুরাহ্‌বীল বিন হাসানা এবং তাঁর ভাই রবীয়াহ্‌কে একটি ইট পরিমাণ জায়গার জন্য ঝগড়া করতে দেখলাম। তাই তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ-

'ক্বীরাত' একটি মাপ যা প্রায় দীনারের কুড়ি ভাগের এক ভাগ হয়। মিশরের বাসিন্দারা কেনাবেচায় ক্বীরাত পরিমাণও জিনিস ছাড়ত না, হিসাব করে মূল্য নিয়ে নিত। এই জন্যই হুজুর বলেছিলেন যে, সেখানে ক্বীরাতের নাম খুব নেওয়া হয়।

মিশরের বাসিন্দার সঙ্গে হুজুরের দুই রকম আত্মীয়তা ছিল। প্রথমতঃ হুজুরের দাসী 'মারিয়া ক্বিবতিয়া' মিশরের ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ হযরত হাজেরা অর্থাৎ হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালামের মায়ের মাতৃভূমি মিশর ছিল।

হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী আলাহির রহ্‌মাহ্ 'মিরক্বাত' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন - ইট পরিমাণ জায়গায় ঝগড়ার কারণে মিশর পরিত্যাগ করার আদেশ এই জন্য হয়েছিল যে, ওই ঝগড়া এক বড় ফিৎনার নিদর্শন হবে। আর ঐ ফিৎনার কেন্দ্রস্থল মিশর হবে। সুতরাং পরবর্তীতে তাই হয়েছিল।

মিশরবাসীরা হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে শহীদ করে দিয়েছিল। এছাড়াও হযরত মুহাম্মদ বিন আবুবকরকে যিনি হযরত আলীর তরফ থেকে সেখানে গভর্নর ছিলেন, শহীদ করে দিয়েছিল। তারপর এমন ফিৎনা উঠল যে, আল্লাহ্ আকবার![১] তাতে সারা মুসলিম জগৎ কেঁপে উঠেছিল। যার আঁচ আজও আমরা পোহাচ্ছি।

- ঃ হুজুরের মুখে অন্তরের কথা ঃ -

হাদীস নং (২৯)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأُمِّيْ دَعِيْنِيْ اٰتِيْ النَّبِيَّ ﷺ فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يَّسْتَغْفِرَ لِيْ وَلَكِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلّٰى حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْتَقَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِيْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَ لِأُمِّكَ - اِنَّ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُّسَلِّمَ عَلَيَّ وَ يُبَشِّرَنِيْ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৯; মিশ্‌কাত, পৃঃ ৫৭১)

অনুবাদ ঃ হযরত হোযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন- আমি স্বীয় আম্মাজানকে বললাম - আমাকে অনুমতি দিন যেন হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায় করতে পারি। আর আমার ও তোমার জন্য মাগফেরাতের দুআর আবেদন করতে পারি। সুতরাং আমি হুজুরের নিকট গিয়ে তাঁর সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর হুজুর (নফল) নামাজ পড়তে লাগলেন। তারপর এশার নামাজ আদায়

১। *মিরআত, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩২*

pdf By Syed Mostafa Sakib

করলেন। নামাজের পর বাড়ি ফিরতে লাগলেন। আমিও পিছন পিছন চলতে লাগলাম। আমার (চলার) আওয়াজ শুনতে পেয়ে ইরশাদ করলেন - 'কে? হোযাইফা?' আমি বললাম - 'জী হ্যাঁ।' হুজুর বললেন - 'তোমার কী প্রয়োজন? আল্লাহ্ তাআলা তোমার আর তোমার মায়ের মাগফেরাত করে দিন। ইনি একজন ফেরেশতা। ইনি এই রাতের পূর্বে পৃথিবীতে কখনো পদার্পন করেননি। তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি আমাকে সালাম করবেন এবং এই সুসংবাদ দিবেন যে (হযরত) ফাতিমাকে জান্নাতী মেয়েদের আর (হযরত) হাসান ও হোসাইনকে জান্নাতী যুবকদের সর্দার করা হয়েছে।'

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ-

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী আলায়হির রহ্মাহ্ বলেছেন - 'হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নবুওতের নূর দ্বারা হযরত হোযাইফাকে জেনে নিলেন আর তাঁর মনের বাসনাও জেনে নিলেন। যে নবীর সামনে পাথরের মনের কথা গোপন থাকেনা যেমন তিনি বলেছেন - 'ওহুদ পাহাড় আমাকে ভালোবাসে আর আমিও ওহুদকে ভালোবাসি।' তাহলে সে নবীর কাছে মানুষের মনের কথা কি করে গোপন থাকতে পারে? *(মিরআত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮১)*

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, হযরত ফাতিমা জান্নাতী নারীগণের সর্দার হবেন এবং হযরত হাসান ও হোসাইন জান্নাতী যুবকদের। (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম) আরো বোঝা গেল যে, ফেরেশতাগণ হুজুরকে সালাম করার আকাঙ্খা করেন, আর আমরা .....???

- ঃ মহিলা গুপ্তচরের গ্রেপ্তারী ঃ -

হাদীস নং (৩০)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ وَ فِيْ رِوَايَةٍ وَأَبَا مَرْثَدٍ بَدَلَ الْمِقْدَادِ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا يَتَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى أَتَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِيْ الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ

أَوْلَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا حَاطِبُ! مَا هٰذَا؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَةٌ يَحْمُوْنَ بِهَا أَمْوَالَهُمْ وَ أَهْلِيْهِمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ وَرِضًى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلٰى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ وَ فِيْ رِوَايَةٍ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى ,,يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ،،

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৭; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২; মিশ্কাত, পৃঃ ৫৭৭)

অনুবাদ ঃ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে, যোবাইরকে এবং মিক্দাদকে পাঠালেন। অন্যান্য বর্ণনায় মিক্দাদের পরিবর্তে আবু মারসাদ রয়েছে। (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম) হুজুর আদেশ করলেন - 'তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। 'খাখ' নামক বাগানে এক বৃদ্ধা মহিলাকে পাবে, তার কাছে একটি চিঠি রয়েছে, সেটা নিয়ে এসো।' সুতরাং আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। ঘোড়া দ্রুতগতিতে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল। উক্ত বাগানে পৌঁছে সেই বুড়িকে দেখতে পেলাম। বললাম - চিঠি বের কর। সে বলল -

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম - পত্র বের কর, অন্যথায় কাপড় খুলে যাঁচাই করতে বাধ্য হব। তখন সে চুলের খোঁপা থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা উক্ত চিঠি নিয়ে হুজুরের দরবারে উপস্থিত হলাম। দেখা গেল, কিছু মক্কাবাসী মুশরিকদের নামে, এই চিঠিটা হযরত হাতিব ইব্নে আবিবালতাআর ছিল। তিনি মুশরিকদেরকে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কিছু (গুপ্ত) কর্মের খবর দিচ্ছিলেন। হুজুর বললেন - 'হাতিব! এটা কী?' হযরত হাতিব বললেন - 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! দয়া করে (শাস্তি দিতে) তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি কোরাইশ বংশের সঙ্গে সংলগ্নতা বজায় রেখেছি; কেননা আমি কোরাইশ বংশের নয়। আর আপনার সঙ্গে যতজন মুহাজির আছেন, সকলেরই তাদের সাথে আত্মীয়তা রয়েছে যার কারণে তারা মুহাজির সাহাবাগণের ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আমি ভাবলাম, যেহেতু তাদের সঙ্গে আমার বংশগত কোন সম্বন্ধ নেই। সেহেতু তাদের কিছু উপকার করে দিই, যাতে তারা আমার আত্মীয়দের রক্ষণাবেক্ষণ করে। (হুজুর!) এই কাজ 'কুফর'-এর জন্য করিনি, না স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ হেতু করেছি, আর না মুসলমান হওয়ার পর কুফ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ায় করেছি।' হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বললেন - 'তোমাদেরকে এ সত্য বলেছে।' হযরত ওমর বললেন - হুজুর! অনুমতি দিন, এই মুনাফিকের শিরোচ্ছেদ করে দিই। হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বললেন - 'হাতিব বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিল। তুমি কী জান? আল্লাহ্ তাআলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এই জন্যই তিনি তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন - 'যা ইচ্ছা হয় কর, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে - 'আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' এ সূত্রেই আল্লাহ্ তাআলা

,,يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ،،

(হে ঈমানদারগণ। আমার ও তোমাদের শত্রুকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিওনা।) অবতীর্ণ করলেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ হযরত হাতিব ইব্নে আবিবালতাআ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু উক্ত চিঠিতে লিখেছিলেন - 'বিশ্বকুল সরদার স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা করেছেন। অতএব তোমরা যা উপায় হয় করে নাও।' *(খাযাইনুল ইরফান দ্রষ্টব্য)*

উক্ত বৃদ্ধার নাম সারাহ্ ছিল। (ঐ)

হযরত শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী আলায়হির রহ্মাহ্ লিখেছেন-

'ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন যে, মনে হয় বর্ণনায় বাক্য আগে পিছে হয়ে গিয়েছে। কেননা হুজুরের উক্ত কথা (তোমাদেরকে এ সত্য বলেছে)-র পর শিরোচ্ছেদ করার জন্য হযরত ওমরের অনুমতি চাওয়া মাথায় আসছেনা।' *(আশে'আতুললামআত, ৭ম খণ্ড, পৃ ঃ ৫৬৫)*

আলোচ্য হাদীসে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পূর্ব ও ভবিষ্যতের একাধিক সংবাদ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তিনি আল্লাহর নবী।

- ঃ কিয়ামত পর্যন্ত আর ক্বয়সর ও কিসরা হবেনা ঃ -

হাদীস নং (৩১)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১১; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬; মিশ্কাত, পৃঃ ৪৬৬; মাজমাউয যওয়াইদ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন - 'কিসরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পরে আর কেউ কিসরা হবে না। অনুরূপ ক্বয়সরও ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন ক্বয়সর হবে না। কসম সেই সত্ত্বার, যার অধীনে মুহাম্মাদ (স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) এর প্রাণ রয়েছে; তাদের ধনাগার আল্লাহর রাস্তায় অবশ্যই খরচ করা হবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ প্রাচীন যুগে পারস্য দেশের রাজাকে 'কিসরা' আর রোম দেশের রাজাকে 'ক্বয়সর' বলা হত। উভয় দেশই হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর আমলে জয় হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই দুটো দেশে ক্বয়সর ও কিসরা হয়নি। কাজেই বোঝা গেল যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ঃ মদীনায় বসে হাবশার সংবাদ ঃ -

হাদীস নং (৩২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعٰى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ الْيَوْمَ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ

(বুখারী, ১মখণ্ড, পৃঃ ১৭৭; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম হাবশার বাদশা, নাজ্জাশীর ইন্তেকালের সংবাদ সেদিনই শুনিয়ে দিয়েছিলেন, যেদিন নাজ্জাশী ইন্তেকাল করেছিলেন। আর এও বলেছিলেন যে, তোমরা আপন ভাই (নাজ্জাশী)-র মাগফেরাতের দুআ কর।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ হাবশার উক্ত বাদশার নাম 'আসমাহা' ছিল। যেহেতু হাবশার বাদশাকে 'নাজ্জাশী' বলা হত, এই জন্য তাঁরও উপাধি 'নাজ্জাশী' ছিল। সন ছয় হিজরী মোহার্রাম মাসে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাঁকে পত্রদ্বারা ইসলামের দাওয়াৎ দিয়েছিলেন; যখন এই পত্র তাঁর নিকট পৌঁছল, পত্রকে চক্ষুতে লাগালেন আর সিংহাসন থেকে নেমে হযরত জা'ফর বিন আবুতালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। সন ৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছিলেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) *(নুযহাতুল ক্বারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ঃ ২২)*

উপরিল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দৃষ্টি থেকে কোন বস্তু আড়াল হতে পারে না; বস্তুতঃ তিনি মসজিদে নবোবীতে বসে হাবশার খবর দিয়েছিলেন। অথচ মদীনা থেকে হাবশার দূরত্ব তখনকার যানবাহন হিসেবে প্রায় এক মাসের রাস্তা ছিল। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা তিনি আল্লাহ্র নবী ও রসূল, তাঁর উম্মতের দৃষ্টি যখন এত প্রখর, যা দেখে বড় বড় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ একেবারে 'থ' হয়ে যায়, তাহলে নবীর কেন হবেনা? আসুন! আল্লাহ্ তাআলা আপন হাবিবের উম্মতিকে কি ধরণের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন, এক ঝলক দেখি -

- ঃ হযরত আবুবকর রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর কারামত ঃ -

হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু স্বীয় কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হাকে কিছু খেজুরের গাছ হেবা (উপঢৌকন) করেছিলেন। উক্ত

গাছগুলি থেকে কুড়ি অসক[১] খেজুর উৎপাদন হত। যখন হযরত আবুবকর সিদ্দীকের ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এল, তখন স্বীয় কন্যাকে সম্বোধন করে বললেন - হে আমার কন্যা! তোমাকে ধনবানরূপে ছেড়ে যাওয়া আমার নিকট অন্যজন অপেক্ষা বেশি পছন্দনীয় আর তোমাকে দরিদ্ররূপে ছেড়ে যাওয়া অন্যজন অপেক্ষা বেশি কষ্টদায়ক। আমি তোমাকে কিছু খেজুরের গাছ হেবা করেছিলাম, যা থেকে কুড়ি অসক খেজুর উৎপাদন হত। যদি উক্ত গাছগুলি তুমি দখল করে নিতে, তাহলে সেগুলি তোমার হয়ে যেত।[২] কিন্তু যেহেতু তুমি দখল করনি, সেহেতু এখন তা পৈতৃক সম্পদ। তোমার দু'ভাই আর দু'বোন রয়েছে। সুতরাং সমস্ত সম্পদ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ভাগ-বন্টন করে নিবে। হযরত আয়েশা বললেন - 'ধন-দৌলত খুব বেশি হলেও আমি ছেড়ে দিতাম, কিন্তু আমার বোনতো শুধুমাত্র (হযরত) আসমা; দ্বিতীয়জন কে?' হযরত আবুবকর বললেন - '(হযরত হাবীবাহ্) বিনতে খারিজার গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে, আমার জ্ঞানে সে 'কন্যা' হবে।' *(দালাইলুন্নবুওওয়াহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭৮; হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃঃ ৬১১)*

- ঃ হযরত ওমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লহু আন্হুর কারামত ঃ -

হযরত আলী হতে বর্ণিত - হযরত ওমর ফারুকের আমলে আমি স্বপ্নে দেখলাম- ফজরের নামাজ আমি হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের পিছনে আদায় করলাম। অতঃপর হুজুর মেহ্রাবে হেলান দিয়ে বসে গেলেন। একটি মেয়ে খেজুরের পাত্র নিয়ে এল। সেটা নিয়ে হুজুরের সম্মুখে রেখে দেওয়া হল। হুজুর একটি খেজুর উঠিয়ে বললেন - 'আলী। খাবে?' আমি বললাম - জী হ্যাঁ। সুতরাং আমার মুখে তুলে দিলেন। অতঃপর আরো একটি খেজুর উঠিয়ে একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম - জী হ্যাঁ। সুতরাং সেটাও খাইয়ে দিলেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু তখনও আমার মুখ মিষ্টি ছিল। ওযূ করে মসজিদে হযরত ওমর ফারুকের পিছনে নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর হযরত ওমর মেহরাবে হেলান দিয়ে বসে গেলেন। আমি তাঁকে স্বপ্নের কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এমনই সময় একটি মেয়ে খেজুরের পাত্র নিয়ে এল। সেটা নিয়ে তাঁর সম্মুখে রেখে দেওয়া হল। তিনি একটি খেজুর উঠিয়ে বললেন - আলী! খাবে? আমি বললাম - জী হ্যাঁ। সুতরাং খেজুরটি আমার মুখে ভবে দিলেন। অতঃপর আর একটি খেজুর উঠিয়ে ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা

১। *অসক- প্রায় ছয় মন পাঁচ কিলো, ছয় শত চল্লিশ গ্রামের সমতুল্য হয়।*

২। *হেবা বা উপঢৌকনে দখল করা শর্ত রয়েছে।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

করলেন। আমি হ্যাঁ বলে সম্মতি জানালাম। সুতরাং সেটাও খাইয়ে দিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট খেজুর উপস্থিত সাহাবাগণকে বন্টন করে দিলেন। কিন্তু আমার আরো খেজুর নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। তিনি বললেন - 'ভাই! রাত্রে হুজুর যদি তোমাকে এর চেয়ে বেশি দিতেন, তবে আমিও বেশি দিতাম।' আমি আশ্চার্যান্বিত হয়ে চিন্তা করলাম যে, আল্লাহ্ তাআলা রাতের ঘটনা তাঁকে অবগত করে দিয়েছেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন - 'মোমিন দ্বীন (ধর্ম) এর নূর দ্বারা দেখে নেয়।' আমি বললাম - আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সত্য বলেছেন। *(এযালাতুল খেফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬১ - ৩৬২)*

- ঃ হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর কারামত ঃ -

হযরত ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু বলেছেন - একদা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু মদীনা শরীফের কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকী'র হিশ্‌শে কাওকাব নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বললেন - ' শ্রীঘ্রই এখানে এক নেককার ব্যক্তিকে দাফন করা হবে।' সুতরাং সর্বপ্রথম হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুকে সেখানে দাফন করা হয়েছিল। তাঁর পূর্বে সেখানে কারো কবর ছিল না। *(এযালাতুল খেফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬১)*

- ঃ হযরত আলী কার্রামাল্লাহু অজহাহুর কারামত ঃ -

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু কুফা শহরে একদা ফজরের পর এক ব্যক্তিকে বললেন - অমুক পাড়ায় যাও। মসজিদের পাশে একটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে একজন যুবকের সঙ্গে একটি মেয়ের ঝগড়া হচ্ছে। তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে এল। হযরত আলী বললেন- আজ তোমাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হচ্ছিল। যুবক বলল - আমি এই মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ করার পর যখন তার কাছে গেলাম, আমার মনে তার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মে গেল; এমনকি সামর্থ্য থাকলে তখনই তাড়িয়ে দিতাম। সে আমার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল; এমতাবস্থায় আপনার আদেশ পৌঁছল। হযরত আলী সভাসদবর্গকে বললেন - এই ব্যক্তি অনেক কিছু বলতে চায় কিন্তু সে চায় না যে, তার কথা কেউ শ্রবণ করুক। এই কথা শুনে সকলেই উঠে চলে গেল। হযরত আলী মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বললেন - 'এই যুবককে চেনো?' সে বলল - 'না, হুজুর।' বললেন - 'আমি বলে দিচ্ছি, যাতে তাকে চিনে নাও। কিন্তু অযথা অস্বীকার করবেনা।' সে বলল - 'অকারণে আপনার কথা অস্বীকার করবনা। হুজুর।' বললেন- 'তুমি অমুকের মেয়ে অমুক নও?' সে বলল - 'জী হ্যাঁ, হুজুর।' বললেন - 'তোমার এক

চাচাত ভাই ছিল না, যাকে তুমি ভালোবাসতে?' সে বলল - 'হ্যাঁ, হুজুর।' বললেন - 'একবার রাতে তুমি কোন কাজে বের হলে, সে তোমাকে ধরে যৌন কামনা পূর্ণ করেছিল। ফলতঃ তুমি গর্ভবতী হয়ে গিয়েছিলে। এই কথা তুমি আপন মাকে বলেছিলে কিন্তু পিতার নিকট গোপন রেখেছিলে। যখন গর্ভসঞ্চারের সময় এল, তোমার মা রাতের অন্ধকারে তোমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর সেখানে তোমার বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করেছিল। তুমি তাকে কম্বলে ঢেকে দেওয়ালের পিছনে ফেলে দিয়েছিলে, সেখান দিয়ে লোক চলাচল করত। এমনই সময় এক কুকুর এসে ঐ বাচ্চাকে শুঁকতে লাগল; তুমি সেই কুকুরটাকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারলে কিন্তু সেটা বাচ্চার মাথায় লেগে গিয়েছিল, ফলতঃ সে আহত হয়ে গিয়েছিল। তোমার মা কাপড় ছিঁড়ে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিল। তারপর থেকে ওই বাচ্চার কোন খবর পাওনি।' মেয়েটি বলল - 'হ্যাঁ, হুজুর! কিন্তু এই কথা আমি আর আমার মা ছাড়া কেউ জানতনা।' বললেন - 'যখন সকাল হল, অমুক বংশের লোক তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। তারা তার লালন-পালন করল। ঐ বাচ্চা যৌবনে পদার্পণ করার পর 'কুফা' এসে তোমার সঙ্গে বিবাহ করে নিল।' তারপর যুবককে বললেন - 'মাথাটা দেখাও তো।' সে (পাগড়ি খুলে) মাথা দেখাল। দেখা গেল সত্যি সত্যি তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু মেয়েটিকে বললেন - এটা তোমার ছেলে। আল্লাহ্ তাআলা হারাম কর্ম থেকে তাকে রক্ষা করলেন। এবার তাকে নিয়ে যাও। *(শওয়াহিদুন্নবুও ওয়াহ, পৃঃ - ২৮১)*

এছাড়াও বহু ঘটনা রয়েছে, স্থান সংকীর্ণ হওয়ায় এখানে নমুনাস্বরূপ চার খলীফার চারটে ঘটনা তুলে ধরা হল।

সাক্বীফ গোত্রে একজন মহামিথ্যুক আর একজন জল্লাদ হবে

হাদীস নং (৩৩)

عَنْ أَبِىْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَ مُبِيْرٌ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ يُقَالُ الْكَذَّابُ هُوَالْمُخْتَارُ بْنُ أَبِىْ عُبَيْدٍ وَالْمُبِيْرُ هُوَالْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ أَحْصَوْا مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفًا

pdf By Syed Mostafa Sakib

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২; তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫; মিশ্‌কাত, পৃঃ ৫৫১)

অনুবাদ ঃ হযরত ইব্‌নে ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন - 'সাক্বীফ গোত্রে একজন মহামিথ্যুক আর একজন জল্লাদ হবে।' আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ইসমা বলেছেন - 'কথিত আছে যে মহামিথ্যুক তো মুখতার ইব্‌নে আবি ওবাইদ, আর জল্লাদ হল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।' হেশাম ইব্‌নে হাস্‌সান বলেছেন - 'গণনা করে নাও। হাজ্জাজ যাদেরকে শুধু বেঁধে হত্যা করেছে, তাদের সংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।'

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা- কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর মুখতার বিন আবু ওবাইদ সাক্বফী সন ৬৬ হিজরীতে হযরত হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুর প্রতিশোধের দাবী নিয়ে উঠল। এই দাবী দ্বারা অসংখ্য লোককে নিজ আয়ত্তে করতঃ নবুওতের দাবী করে বসল। অতঃপর আরববাসীদের গণহত্যা করল। অবশেষে সন ৭২ হিজরীতে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে যোবাইরের ভাই মুস্‌আব ইব্‌নে যোবাইর তাকে হত্যা করে দিয়েছিল। *(মিরআত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩ ও তারীখে ইসলাম দ্রষ্টব্য)*

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া সাম্রাজ্যের আমলে কুফা শহরে গভর্নর ছিল। সে সাংঘাতিক অত্যাচারী ছিল; যুদ্ধ ছাড়া প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার আর যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে শহীদ করে দিয়েছিল। এমনকি কয়েকজন সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হুম) কেও শহীদ করে দিয়েছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে দু'একটি ভালো কাজও তার দ্বারায় হয়েছিল। যেমন নবীজির সময় হতে কুরআন শরীফ স্বরচিহ্ন বিহীন ছিল; সেই সর্বপ্রথম কুরআন শরীফে স্বরচিহ্ন (যাবার, যের, ইত্যাদি) লাগিয়ে ছিল। (মিরআত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩ ও তারীখে ইসলাম দ্রষ্টব্য)

-ঃ সর্বপ্রথম কোন্‌ স্ত্রীর ইন্তেকাল হবে ? ঃ-

হাদীস নং (৩৪)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا ؟ قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهِ ﷺ وَ كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ

(বুখারী', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯১; মাজমাউয যওয়াইদ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭)

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত - হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কোন এক স্ত্রী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলেন - আমাদের (স্ত্রীগণের) মধ্যে সর্বপ্রথম পরকালে আপনার সঙ্গে কার সাক্ষাৎ হবে ? হুজুর বললেন- 'তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশি লম্বা হবে।' এই কথা শুনে পবিত্রা স্ত্রীগণ একে অপরের হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল যে হযরত সওদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা)-র হাত বেশি লম্বা ছিল। কিন্তু আমরা পরে জানতে পারলাম যে, লম্বা হাত বলে প্রাচুর্য দান হুজুরের উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকারী (হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা)[২] ছিলেন। তিনি দান করতে খুব ভালোবাসতেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ - অত্র হাদীস শরীফে 'লম্বা হাত' রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরব প্রদেশে যে ব্যক্তি বেশি দান করত, তার সম্পর্কে বলা হত "فُلَانٌ طَوِيْلُ الْيَدِ" অর্থাৎ অমুকের হাত খুব লম্বা। যেহেতু হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা প্রচুর পরিমাণে দান করতেন, এই জন্যই তাঁর হাতকে লম্বা বলা হয়েছে।[৩] তিনি সন ২০ হিজরীতে, ৫৩ বছর বয়সে হুজুরের স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা) *(তারীখুল ইসলাম (ইমাম যাহবী রচিত) দ্রষ্টব্য)।*

কিয়ামত পর্যন্ত তিন শতাধিক ফিৎনার দলপতির হাদিস

হাদীস নং (৩৫)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا أَدْرِىْ أَنَسِىَ أَصْحَابِىْ أَمْ تَنَاسَوْا وَاللّٰهِ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلٰى أَنْ تَنْقَضِىَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَّعَهُ ثَلٰثِمِائَةٍ فَصَاعِدًا اِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهٖ وَاسْمِ أَبِيْهِ وَاسْمِ قَبِيْلَتِهٖ

(আবুদাউদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮২; মিশ্‌কাত, পৃঃ ৪৬৩)

১। শব্দ সমূহ বুখারী শরীফের

২। মুসলিম শরীফের বর্ণনাকে লক্ষ্য করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

৩। বুখারী ও মুসলিমের টীকা দ্রষ্টব্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ঃ হযরত হোযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন- খোদার কসম! আমি জানিনা যে আমার সঙ্গীরা সত্যিই ভুলে গেছে, না ভুলার বাহানা করছে। খোদার কসম! হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম দুনিয়ার শেষ অবধি কোন ফিৎনার লীডারের বিবরণ দিতে ছাড়েননি। তাদের সংখ্যা তিন শতাধিক হবে। হুজুর আমাদেরকে তাদের নাম, তাদের পিতার নাম এমনকি তাদের বংশের নামও বলে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ অত্র হাদীস শরীফে মূখ্য মূখ্য লীডারের কথা বলা হয়েছে, যাদের অধীনে হাজার হাজার লীডার হবে। *(মিরআত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩)*

- ঃ সমস্ত বিষয়-বস্তুর সংবাদ ঃ -

হাদীস নং (৩৬)

قَالَ أَبُوْذَرٍّ : لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا

(মুসনাদে আহ্মাদ বিন হাম্বাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)

অনুবাদ ঃ হযরত আবুযার (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) বলেছেন - নিশ্চয় হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছেন যে আকাশে পাখীর ডানা নাড়ানোর কথাও আমাদেরকে অবহিত করে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ

অত্র হাদীস শরীফ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কিয়ামত অবধি সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত। আর জানবেন না বা কেন? যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্য সমগ্র পৃথিবীকে সংকুচিত করে দিয়েছেন। হুজুর ইরশাদ করেছেন " إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا "

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯০; কান্যুল উম্মাল, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১)

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তাআলা আমার সম্মুখে গোটা পৃথিবীকে সংকুচিত করে দিলেন, ফলতঃ আমি তার পূর্বপ্রান্ত এবং পশ্চিমপ্রান্ত দেখে নিলাম।

- ঃ ইমামে আযম এর সুসংবাদ ঃ -

হাদীস নং (৩৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارَسَ أَوْ قَالَ مِنْ أَبْنَاءَ فَارَسَ حَتّٰى يَتَنَاوَلَهُ

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২; কানযুল উম্মাল[১], ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৬০)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করলেন - যদি দ্বীন (ধর্ম) সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রের নিকটে থাকে, তবুও পারস্য দেশের এক ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে তা অর্জন করে নিবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ উক্ত হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে হযরত জালালুদ্দীন সিউতী শাফেঈ আলায়হির রহ্মাহ্ বলেছেন যে, এই হাদীসে ইমামে আযম আবু হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২]

হযরত ইমামে আযম পারস্য দেশের প্রাচীন রাজধানী কুফা শহরে সন ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নো'মান ছিল আর পিতার নাম সাবিত। হযরত ইমামে আযম কয়েকজন সাহাবায়ে রসূল যথা - হযরত আনাস বিন মালিক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হারিস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আওফা, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনাইস, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী, হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার, হযরত ওয়াসিলা বিন আসকা এবং হযরত আয়েশা বিনতে আজরাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম আজমাঈনের দর্শন লাভ করতঃ তাবেঈ হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।[২] আর তাবেঈর সম্পর্কে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন - " لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِيْ أَوْرَاٰى مَنْ رَاٰنِيْ " *(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৬)*

অর্থাৎ ঃ 'ঐ মুসলমানকে দোযখের অগ্নি স্পর্শ করবেনা, যে আমাকে কিংবা আমার সাহাবীকে দেখল।'

তিনি পঞ্চান্নবার হজ্ব করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার

১। কান্যুল উম্মালে 'اَلدِّيْن' এর পরিবর্তে 'اَلْاِيْمَان' রয়েছে।

২। আল খয়রাতুল হেসান, পৃঃ ১৩-১৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওযূতে ফজরের নামাজ আদায় করেছিলেন আর অধিকাংশ রাতে এক রাকাতেই গোটা কুরআন খতম করে দিতেন। তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার শিক্ষকের নিকটে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমা, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা এত প্রখর ছিল যে, হযরত ইমাম শাফেই আলায়হির রহমাহ্ বলেছেন - 'হযরত ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হল - আপনি কি ইমাম আবু হানিফাকে দেখেছেন? তিনি বললেন - হ্যাঁ, তিনি এমন বিচক্ষণ যে তিনি যদি এই পিলারকে সোনা বলতেন, তাহলে সেটাও প্রমাণ করার ক্ষমতা রাখতেন। *(মুকাদ্দামাতুল হেদায়া দ্রষ্টব্য)*

কথিত আছে যে, ইমামে আযম আবু হানীফার শিক্ষক হযরত সুলায়মান ইব্নে মেহরান আ'মাশকে কিছু মাসাআলা জিজ্ঞাসা করা হল; তিনি ইমামে আযমকে জিজ্ঞাসা করলেন। ইমামে আযম এক এক করে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন। হযরত আ'মাশ বললেন - এ উত্তরগুলি কোথা থেকে পেলে? বললেন - ঐসব হাদীস থেকে যা আপনি আমাকে শুনিয়েছেন। অতঃপর কিছু হাদীস শুনিয়ে দিলেন। হযরত আ'মাশ বললেন -

"يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُمُ الْأَطِبَّاءُ وَ نَحْنُ الصَّيَادِلَةُ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ"

অর্থাৎ ওহে ফোকাহা সম্প্রদায়! তোমরা হলে চিকিৎসক আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা। কিন্তু হে আবু হানীফা! তুমিতো দু'দিকই অর্জন করে নিয়েছো। *(আল খয়রাতুল হেসান, পৃঃ ৫১)*

হযরত ইমামে আযম সন ১৫০ হিজরী, ১৫ই শাবানের পবিত্র রাত্রিতে প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তাআলার প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে গমন করেন। ইন্তেকালের সময় সাজদারত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর মাযার শরীফ বাগদাদে আজও বিরাজমান।[১] আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সেই মহামানবের পদাঙ্কে চলার তৌফিক দান করেন। (আমীন) (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু)।

- ঃ হার্রা নামক কুখ্যাত ঘটনার সংবাদ ঃ -

হাদীস নং (৩৮)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفًا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمًا عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا

১। *মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ দ্রষ্টব্য*

جَاوَزْنَا بُيُوْتَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ كَيْفَ بِكَ ؟ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ جُوْعٌ تَقُوْمُ عَنْ فِرَاشِكَ وَلَا تَبْلُغُ مَسْجِدَكَ حَتّٰى يُجْهِدَكَ الْجُوْعُ قَالَ قُلْتُ اَللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَعَفَّفْ ـ يَا أَبَا ذَرٍّ! قَالَ كَيْفَ بِكَ ؟ يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ مَوْتٌ يَبْلُغُ الْبَيْتُ الْعَبْدَ حَتّٰى أَنَّهُ يُبَاعُ الْقَبْرُ بِالْعَبْدِ قَالَ قُلْتُ اَللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ـ قَالَ تَصْبِرُ يَا أَبَا ذَرٍّ! قَالَ كَيْفَ بِكَ ؟ يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ قَتْلٌ تَغْمُرُ الدِّمَاءُ أَحْجَارَ الزَّيْتِ ـ قَالَ قُلْتُ اَللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ـ قَالَ تَأْتِيْ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ السِّلَاحَ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا ـ قُلْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ إِنْ خَشِيْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ نَاحِيَةَ ثَوْبِكَ عَلٰى وَجْهِكَ لِيَبُوْءَ بِإِثْمِكَ وَ إِثْمِهِ

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৫; ইব্নে মাজা, পৃঃ ২৮৪; মিশ্কাত,' পৃঃ ৪৬৩)

অনুবাদ ঃ হযরত আবুযার (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, একদা আমি এক গাধার পিঠে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের পিছনে আরোহী ছিলাম। মদীনার জনবসতি অতিক্রম করে হুজুর বললেন - 'ওহে আবুযার! সেদিন তোমার কি অবস্থা হবে যেদিন মদীনাতে ক্ষুধা বিস্তৃত লাভ করবে, বিছানা থেকে উঠবে কিন্তু মসজিদ পৌঁছতে পারবেনা; কেননা ক্ষুধা তোমাকে দুর্বল করে দিবে?' আমি বললাম - আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বেশি ভাল জানেন। বললেন - ওহে আবুযার। সেদিন সংযম করবে।' আরো বললেন - 'ওহে আবুযার। সেদিন তোমার কি অবস্থা হবে যেদিন মদীনাতে ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটবে; ফলতঃ একটি বাড়ির মূল্য একজন ক্রীতদাসের সমতুল্য হবে বরং একটা কবর একজন ক্রীতদাসের বিনিময়ে বিক্রয় করা হবে?' আমি বললাম - 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সর্বজ্ঞানী।' বললেন - 'ওহে আবুযার। ধৈর্য ধরবে।' আরো বললেন - 'ওহে আবুযার! সেদিন তোমার কি অবস্থা হবে যেদিন মদীনাতে এমন গণহত্যা হবে যে 'আহজারুয যয়ত' মহল্লাকে রক্ত ঢেকে ফেলবে?' বললাম - 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সর্বজ্ঞানী।' বললেন - 'আপনজনের কাছে চলে যাবে।' আমি বললাম - 'সে সময় অস্ত্র ধারণ করে নিব।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

বললেন - 'তাহলেতো তুমি তাদের সহকর্মী হয়ে যাবে।' আমি বললাম- 'তবে কি করব? ইয়া রসূলাল্লাহ্!' হুজুর বললেন - 'যদি তুমি ভয় কর যে তরবারীর ঝলক তোমাকে প্রভাবিত করে দিবে, তাহলে স্বীয় পোষাকের আঁচল দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে নিবে; যেন সে (খুনী) তোমার আর নিজের গুনাহ্ নিয়ে যায়।'

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ আরিফবিল্লাহ্ শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী আলায়হির রহ্মাহ্ বলেছেন - 'বিশেষ কারণ হেতু হযরত আবুযার রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুকে প্রতিরোধ করতে নিষেধ করা হয়েছে; নচেৎ শরীয়তের আইন ব্যক্ত করে দিয়েছে যে অসৎ শত্রু যদি আক্রমণ করে, তাহলে তার প্রতিরোধ করা অপরিহার্য।' *(আশে'আতুল লামআত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮)*

'আহজারুয যয়ত' মদীনা শরীফের পশ্চিম প্রান্তের একটি মহল্লার নাম। উক্ত হাদীসে হার্রা নামক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা এমন কুৎসিত, কুখ্যাত ও হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনা যা শ্রবণ করার ক্ষমতা নেই আর প্রকাশ করার কোন ভাষার সামর্থ্যও নেই। এই লোমহর্ষক ঘটনাটি নাপাক ইয়াযিদের আমলে ঘটেছিল। *(আশে'আতুল লামআত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭)*

হার্রা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই - হযরত হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুকে শহীদ করার পর সন ৬৩ হিজরীতে কুখ্যাত ইয়াযিদ মুসলমি বিন উক্ববাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রায় বারো হাজার যোদ্ধা রওয়ানা করল। কারণঃ মদীনাবাসীগণ তার বাইয়াত পরিত্যক্ত করে দিয়েছিলেন। উক্ত সেনাবাহিনী মদীনা যাওয়ার পর যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল কিন্তু সরকারী ফৌজের মোকাবিলা করা সহজ ছিলনা, কাজেই তাঁরা পরাজয় গ্রহণ করলেন। তারপর ইয়াযিদের সেনাবাহিনী এমন কার্যকলাপ করল যা শ্রবণ করলে, লোম খাড়া হয়ে যায় আর কলিজা মুখে চলে আসে।

তারা মদীনা শরীফ এবং মসজিদে নবোবীর মান সম্মানের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করলনা। তিনদিন পর্যন্ত মদীনাবাসীর ধন-দৌলত অপরহণ করল এবং তাঁদেরকে কচুকাটা করে গণতহ্যা মুহিম চালাল।[১] সাত শত সাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং প্রায় দশ হাজার মদীনাবাসীদের হত্যা করে দিয়েছিল। এছাড়াও জোর করে বাড়িতে ঢুকে অগণিত স্ত্রী-কন্যাদের সতীত্ব নষ্ট করেছিল। *(ইমাম পাক আওর ইয়াযিদ পলীদ, পৃঃ ৭২)*

তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিস্তারিতভাবে শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে - ইমাম যাহবী আলায়হির রহ্মাহ্ স্বীয় কিতাব 'তারীখুল ইসলাম' এ

১। *আশে' আতুল লামআত ৬ষ্ঠ খণ্ড ও তারীখে ইসলাম দ্রষ্টব্য।*

লিখেছেন - হযরত আবু হারুন আব্দী হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন যে, হযরত আবুসাঈদ খুদ্রী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে এই অবস্থায় দেখলাম যে তাঁর দাড়ি ছিল না। সুতরাং আমি তাঁকে বললাম - দাড়ির সঙ্গে খেলা করছেন। তিনি বললেন - 'ব্যাপার এইনয় যা তুমি ভাবছ, বরং এটা সিরিয়ার অত্যাচারীদের কু-আচরণের ফলে হয়েছে। হার্রা নামক ঘটনার সময় তারা আমার বাড়িতে ঢুকে সমস্ত বস্তু নিয়ে নিল। তাদের যাওয়ার পর আর এক দল এল, তারা আমার বাড়িতে কিছু না পেয়ে খুব আফসোস করতঃ বলল যে, এই বুড়োকে চিৎকরে ফেল। সুতরাং আমাকে ফেলে তাদের প্রত্যেকেই আমার দাড়ির এক এক গোছা চুল ছিঁড়ে নিল।"

(إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) (তারিখুল ইসলাম দ্রষ্টব্য)।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আবুসাঈদ খুদ্রী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি প্রায় এক হাজারেরও অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তদবীনে হাদীস, পৃঃ ৯০)

হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একাধিক হাদীসে অভিশপ্ত ইয়াযিদের অত্যাচার ও কু-কীর্তির সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু স্থান সংকীর্ণ হওয়ায় শুধুমাত্র একটি হাদীস তুলে ধরা হচ্ছে -

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ أَوَّلُ

مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ يَزِيْدُ

(আসসওয়াইকুল মুহরিকাহ, পৃঃ ২৫৪)

অর্থাৎ ঃ 'হযরত আবু দারদা হতে বর্ণিত - তিনি বলেছেন - আমি হুজুরকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে পরিবর্তন করে দিবে, সে বনু উমাইয়ার এক পুরুষ হবে যাকে ইয়াযিদ নামে অভিহিত করা হবে।'

এই হাদীসের দ্বারা বোঝা গেল যে, ইয়াযিদের পূর্বে হযরত আমীরে মোআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর শাসনকাল সুন্নতের ওপর নিয়ন্ত্রিত ছিল। আর ইয়াযিদের খেলাফত ইসলাম-বিরোধী ছিল।

- ঃ উম্মতে মুহাম্মদী শির্ক করবেনা ঃ -

হাদীস নং (৩৯)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى أَهْلِ أُحُدٍ

pdf By Syed Mostafa Sakib

صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَ أَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللهِ لَأَنْظُرُ اِلَى حَوْضِىَ الْأٰنَ وَ اِنِّىْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْمَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ وَ اِنِّىْ وَاللهِ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯; মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫০)

অনুবাদ ঃ হযরত উক্ববা ইব্নে আমির (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - একদা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাৎ অর্জনকারীদের নিকটে গিয়ে জানাযার নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর (সেখান থেকে) ফিরে এসে মেম্বারে চড়ে ইরশাদ করলেন - আমি তোমাদের অগ্রগামী ও প্রত্যক্ষদর্শী। খোদার কসম! আমি এখন স্বীয় হাওয পরিদর্শন করছি। নিশ্চয় আমাকে পৃথিবীর সমস্ত ধনাগারের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। খোদার কসম। এই বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নেই যে তোমরা আমার পরে শির্ক করবে, বরং চিন্তা এই বিষয়ে হচ্ছে যে, তোমরা উক্ত ধনাগার অর্জন করার জন্য প্রবল ইচ্ছা করবে।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ অত্র হাদীস শরীফে কয়েকটি রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে, যথা -

হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করবেন।

❋ হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কিয়ামত দিবসে স্বীয় উম্মতের সাক্ষী হবেন।

❋ হুজুর পৃথিবীতে থেকে জান্নাতে অবস্থিত হাওযে কাওসার পরিদর্শন করেছেন।

❋ উক্ত হাওযে কাওসারের মালিক হুজুরকে করা হয়েছে।

❋ উম্মতে মুহাম্মাদী শির্ক করবেনা।

❋ কিন্তু তাদের মনে আর্থিক আকাঙ্খা জন্ম নিবে।

❋ আল্লাহ্ তাআলা হুজুরকে গোটা পৃথিবীর মালিক ও মোক্তার করে দিয়েছেন।

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, মুসলমানগণের আমল, যা যুগ যুগ ধরে ওলামা ও জনসাধারণগণ সর্বসম্মতিক্রমে পালন করে চলে আসছে সেগুলো শির্ক

হতে পারে না কেননা হুজুর বলেছেন - এই বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নেই যে তোমরা আমার পর শির্ক করবে।

দ্বিতীয়তঃ হুজুর ইরশাদ করেছেন -

"اِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِىْ أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الضَّلَالَةِ" *(মিশকাত, পৃঃ ৩০)*

অর্থাৎ ঃ 'আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মতকে গুমরাহী (পথ ভ্রষ্টতা)-র ওপর একত্রিত করবেন না।' অতএব, যে কাজের ওপর মুসলমানগণ একত্র ও একমত ছিল বা রয়েছে সেগুলো শির্ক হতে পারে না। কাজেই যারা মুসলমানের উপর এ ধরণের অপবাদ লাগায়, তাদের কথায় কান দেওয়া উচিত নয়। কেননা হুজুর ইরশাদ করেছেন -

"سيكون فى اخر أمتى أناس يحدّثونكم بمالم تسمعوا أنتمْ ولا آباؤكم فاياكم و اياهم"

(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯)

অর্থাৎ ঃ আমার উম্মতের শেষ জমানায় কিছু লোক এমন কথা বলবে, যা না তোমরা শুনে থাকবে আর না তোমাদের বাপ-দাদারা। অতএব তাদের থেকে দুরে থাকবে।

তৃতীয়তঃ ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন যে, শির্ক ইসলামিক পরিভাষায় তিন ধরণের হয়। যথা -

১। আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্যজনের অস্তিত্বকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে করা।

২। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যজনকে এবাদৎ ও উপাসনার যোগ্য মনে করা।

৩। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যজনের হুকুম ও অধিকারকে স্বত্ত্বাগত ও চিরস্থায়ী মনে করা। *(হুদুসুল ফিতান অজিহাদো আ'য়ানিস সুনান, পৃঃ ৬৬)*

শির্কের উপরোক্ত অর্থে না কোন মুসলমান আল্লাহ্ ব্যতীত কারো অস্তিত্বকে জরুরী মনে করে, না আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে এবাদতের যোগ্য মনে করে, আর না কারো হুকুম ও অধিকারকে সত্ত্বাগত ও চিরস্থায়ী মনে করে বরং আল্লাহ্র হুকুম ও অধিকার ব্যতীত অন্যজনের হুকুম ও অধিকারকে খোদা-প্রদত্ত মনে করে। অতএব মুসলমানগণ সওয়াবের কাজ ভেবে যে কাজ পালন করে চলে আসছে, সেগুলোকে শির্ক ভাবা বা বলা নিছক ভুল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

- ঃ খারেজী ও ওহাবী ফিরক্বার পরিচয় ঃ -

হাদীস নং (৪০)

عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِىْ أَبُوْسَلَمَةَ إِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ هُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُوالْخُوَيْصِرَةِ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَ خَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! ائْذَنْ لِىْ فِيْهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَ صِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلٰى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى رِصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى نَضِيِّهِ وَ هُوَ قِدْحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدٰى عُضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلٰى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِىَ بِهِ حَتّٰى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلٰى نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِىْ نَعَتَهُ

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৯; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১; ইব্নে মাজা, পৃঃ ১৬; মিশ্কাত, পৃঃ ৫৩৪ - ৫৩৫)

অনুবাদ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত - আমরা

হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকটে ছিলাম; তিনি কিছু বন্টন করছিলেন। এমন সময় যুলখুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি এল। সে বনু তামীম গোত্রের ছিল। বলল - ইয়া রসূলাল্লাহ্! ন্যায় করুন। হুজুর বললেন - তোর সর্বনাশ হোক! যদি আমি ন্যায় না করি, তবে আর কে ন্যায় করবে? যদি আমি অন্যায় করি, তাহলে তো তুই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবি। হযরত ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) আরয করলেন - ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, তার মুণ্ড ছেদন করে দিই। হুজুর বললেন - 'ছেড়ে দাও। তার কিছু সঙ্গী হবে, যাদের নামাজ ও রোযা দেখে তোমরা নিজেদের নামাজ ও রোযাকে অতি তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবেনা; দ্বীন (ধর্ম) থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তীরের ফলার দিকে দেখবে, তো কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না; তার পালকের দিকে দেখবে, তো কিছুই পাওয়া যাবেনা; ফলা ও পালকের মধ্যস্থল দেখবে, তো কিছুই পাওয়া যাবেনা; অথচ সেটা গোবর ও রক্ত অতিক্রম করে চলে গিয়েছে। ওই দলের চিহ্ন হল তাদের মধ্যে একজন কালো হবে, যার একটা বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংসপিণ্ডের মত হবে; সেটা নড়তে থাকবে। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরক্বার বিরুদ্ধে অবৈধ বিদ্রোহ করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী বলেন - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অত্র হাদীস আমি রসূলুল্লাহ্ স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আলী বিন আবুতালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সুতরাং যুদ্ধ শেষে হযরত আলীর আদেশে তাকে খুঁজে আনা হল। দেখলাম সত্যিই হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যা যা বলেছিলেন, সমস্ত বৈশিষ্ট্যই আমি তার মধ্যে দেখতে পেলাম।

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ঃ অত্র ঘটনায় যে দল হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদেরকে খারেজী বলা হয়।

উক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ, রোযা ও কুরআন পড়লেই মোমিন হবে না বরং ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি অকাট্য বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই মোমিন হবে। কেননা, খারেজীরা নামাজ, রোযা ইত্যাদি খুব পালন করত কিন্তু তাদের সম্পর্কে অদৃশ্যের সংবাদদাতা স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বহু বছর পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে, তারা মুসলমান নয়। আর ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে।

আল্লামা ইব্নে আবেদীন শামী আলায়হির রহমাহ্ তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহতার' এর মধ্যে নিজ যুগের খারেজীদের অত্যাচার প্রসঙ্গে লিখেছেন -

" كَمَا وَقَعَ فِيْ زَمَانِنَا فِيْ أَتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ نَجْدٍ وَّ تَغَلَّبُوْا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَ كَانُوْا يَنْتَحِلُوْنَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ لٰكِنَّهُمُ اعْتَقَدُوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَ أَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُمْ هُمْ مُشْرِكُوْنَ وَاسْتَبَاحُوْا بِذٰلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ قَتْلَ عُلَمَائِهِمْ حَتّٰى كَسَرَ اللهُ تَعَالٰى شَوْكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ وَ ظَفَّرَ بِهِمْ عَسَاكِرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَ ثَلَاثٍ وَّ ثَلَاثِيْنَ وَ مِائَتَيْنِ وَأَلْفٍ "

(রদ্দুল মুহতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১৩)

অর্থাৎ : 'যেমন আমাদের যামানায় আব্দুল ওহাবের অনুসরণকারীদের ব্যাপারে হয়েছে। এরা নাজ্দ থেকে বেরিয়ে হারামাঈন (মক্কা ও মদীনা) কে জোর করে দখল করে নিয়েছিল। এরা হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করত কিন্তু তাদের আক্বীদা এ ধরণের ছিল যে, শুধুমাত্র তারাই মুসলমান, আর যারা তাদের আক্বীদার বিরোধিতা করে, তারা মুশরিক। এই জন্যই তারা আহলে সুন্নাতের ওলামা ও জনসাধারণের হত্যা বৈধ্য মনে করত। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের গর্বকে খর্ব করতঃ তাদের শহরগুলিকে ধুলিসাৎ করে দিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ইসলামিক সেনাবাহিনীকে জয়যুক্ত করলেন। এই ঘটনাটি ১২৩৩ হিজরী সালে ঘটেছিল।

ইব্নে আব্দিল ওহাবের অনুসারী বা ওহাবীদের সম্পর্কে খযরুল আযকিয়া মুহাম্মাদ আহমদ মিসবাহী সাহেব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে তার সারাংশ তুলে ধরা হল - ওহাবী ফিরক্বার প্রতিষ্ঠাতা মহম্মাদ ইব্নে আব্দিল ওহাব নাজ্দ নামক শহরের বাসিন্দা ছিল। তার গোত্রের নাম বনু তামীম ছিল, তার পিতার নাম আব্দুল ওহাব ছিল। তার ভাই সুলায়মান বিন আব্দুল ওহাব তার বাতিল আক্বীদার খণ্ডনে 'আস সওয়াইকুল ইলাহিইয়াহ ফিরদ্দি আলাল ওহাবিয়্যাহ্' নামক একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওহাব 'কিতাবুত তওহীদ' নামক একটি বই লিখেছিল, যার মধ্যে অনেক কুফ্রী আক্বীদা লিপিবদ্ধ করেছে। আজ পর্যন্ত বহু ওলামায়ে কেরাম তার খণ্ডনে শতাধিক কিতাব লিখেছেন।

তার কিছু আক্বীদা এখানে দেওয়া হল -

✱ সে হুজুরের উপর দরুদ পড়তে নিষেধ করত, এমনকি এক অন্ধ ব্যক্তিকে আযানের পর দরুদ পড়ার জন্য হত্যা করে দিয়েছিল। অতঃপর বলেছিল - 'মীনারের উপর উচ্চ আওয়াজে দরুদ পড়া ব্যাভিচারিনীর ঘরে ব্যাভিচার করা অপেক্ষা বেশি বড় গুনাহ।'

✱ সে বলত যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় আমি অনেক কথা মিথ্যা পেলাম।

✱ তার কিছু অনুসারীরা বলে যে, আমার এই লাঠি মুহাম্মাদ (স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) এর চেয়ে উত্তম। কেননা সাপ ইত্যাদি মারতে গেলে এই লাঠির দ্বারা সাহায্য নেওয়া যায় কিন্তু মুহাম্মাদ তো মরে গিয়েছে, সে কিছু উপকার করতে পারবেনা। ইত্যাদি (আল ইয়াযুবিল্লাহ্!)

হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বহু হাদীসে খারেজী ও ওহাবীদের নানান চিহ্ন প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর কলেমা পড়া সত্ত্বেও তাদেরকে অমুসলিম ও বেইমান বলে ঘোষণা করেছেন। আর এই প্রসঙ্গে সমস্ত হাদীস সহীহ্। একটি হাদীসে হুজুর বলেছেন -

" يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتّٰى يَعُوْدَ السَّهْمُ إِلٰى فُوْقِهِ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ "

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২৮)

অর্থাৎ : কিছু লোক পূর্বদিক থেকে বের হবে। তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবেনা। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর আর ইসলামে ফিরে আসবেনা; যদিওবা তীর ধনুকে ফিরে আসে। তাদের বিশেষ চিহ্ন হল মাথা মুণ্ডানো।

এই হাদীসে " سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ " (তাদের বিশেষ চিহ্ন মাথা মুণ্ডানো) শব্দ দ্বারা ওহাবী ফিরক্বাকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কেননা তারা আপন অনুসারীদেরকে নেড়া করে দিত এবং যে ব্যক্তি তাদের আনুগত্য স্বীকার করত, নেড়া না হওয়া পর্যন্ত সভা থেকে উঠতে দিতনা। আজ পর্যন্ত যতগুলি ফিরক্বা জন্ম নিয়েছে, ওহাবী ছাড়া কারো মধ্যে এই চিহ্ন পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ মহাম্মদ ইব্নে আব্দিল ওহাব বনু তামীম গোত্রের ছিল। সুতরাং সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যুলখুওয়াইসিরার বংশ হতে পারে; যার বংশের ব্যাপারে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِى هٰذَا قَوْمًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ
يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ
الْاِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَاِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১০৫; মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)

অর্থাৎ ঃ 'যুলখুওয়াইসিরার বংশ থেকে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবেনা। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়। তারা মুসলমানকে হত্যা করবে আর মূর্তিপূজারীদেরকে ছেড়ে দিবে। যদি আমি তাদেরকে পেতাম, তবে 'আদ' গোত্রের মত তাদেরকে হত্যা করতাম।'

সুতরাং এই খারেজী বা ওহাবীরা মুসলমানদেরকে হত্যা করত আর মুশরিকদের ছেড়ে দিত।

তৃতীয়তঃ একদা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এইভাবে দুআ করলেন -

" اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا
قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ! وَفِىْ نَجْدِنَا ؟ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا
فِىْ شَامِنَا۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ يَمَنِنَا، وَقَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ
هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ "

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫১)

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য শামপ্রদেশে বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য ইয়ামান প্রদেশে বরকত দাও। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কিছু সাহাবা আরয করলেন - ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদের নাজ্দের জন্য দুআ করে দিন। পুনরায় হুজুর একইভাবে দুআ করলেন - হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য শাম প্রদেশে বরকত দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য ইয়ামান প্রদেশে বরকত দাও। তৃতীয়বারে বললেন- 'সেখানে ভূমিকম্প এবং ফিৎনা রয়েছে, সেখান থেকেই শয়তানের শিং বের হবে।

অর্থাৎ শয়তানী দলের আবির্ভাব ঘটবে।'

সুতরাং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ইব্নে আব্দিল ওহাব নাজ্দবাসী ছিল। আরো এক হাদীসে হুজুর ইরশাদ করলেন - " اَلْفِتْنَةُ مِنْ هٰهُنَا وَ أَشَارَ اِلَى الْمَشْرِقِ "

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫০, মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪)

অর্থাৎ ঃ 'হুজুর পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন - ফিৎনা এখান থেকেই উঠবে।' আর ওহাবীদের আবির্ভাব পূর্বদিক থেকেই হয়েছে।

এ সমস্ত কথা শাইখুল ইসলাম সৈয়দ আহমাদ বিন যাইনী দাহলান মাক্কী শাফেঈর গ্রন্থ 'আদ্দুরারুস সুন্নিয়াহ ফির্রদ্দি আলাল ওহাবিয়্যাহ্' থেকে সংগৃহীত।

(হুদুসুল ফিতান অজিহাদু আ'য়ানিস সুনান, পৃঃ ৪৮ - ৫৪)

এ যাবতীয় হাদীস হতে দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, নাজ্দী ফিরকা বাতিল ও গুমরাহ্ এমনকি তারা মুসলমানই নয়। এই জন্যই বর্তমানের ওহাবীরা ওই জায়গাটির নাম পরিবর্তন করে 'বিয়াদ' রেখেছে যেন কোন প্রকারে তাদের বাতিল হওয়া চাপা পড়ে যায়।

এই বে-দ্বীন ফিরকা থেকে সতর্ক থাকা জরুরী; কেননা তারা কুরআন, নামাজ, রোযা ইত্যাদি আমাদের মত বরং আমাদের থেকে বেশি বেশি পালন করে। দ্বিতীয়তঃ এরা গিরগিটির মত বহুরূপী; সাপের গালেও চুমু দেয় আবার ব্যাঙের গালেও চুমু দেয় কিন্তু সুযোগে সদ্ব্যবহার করে। হুজুর ইরশাদ করেছেন -

" فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ " *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০)*

অর্থাৎ ঃ 'তোমরা নিজেকে তাদের থেকে দূরে রাখবে আর তাদেরকে নিজেদের থেকে দূরে রাখবে। এই উদ্দেশ্যে যেন তোমাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করে ফিৎনায় পতিত না করে দেয়।'

অতএব এই ধাপ্পাবাজ ফিরকা হতে সতর্ক থাকা খুব জরুরী এবং তাদের সাথে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ ও সালাম ইত্যাদি কোন রকমের সম্পর্ক রাখা সাপের লেজে পা দেওয়ার নামান্তর। এই জন্যই হুজুর ইরশাদ করেছেন -

اِنْ مَرِضُوْا فَلَا تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوْا فَلَا تَشْهَدُوْهُمْ ☆ وَ اِنْ
لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ ☆ لَا تُجَالِسُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ وَلَا
تُوَاكِلُوْهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ ☆ لَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

(হদূসুল ফিতান, পৃঃ ৮৮। উক্ত গ্রন্থে আবুদাউদ ও ইবনে মাজা ছাড়াও কয়েকটি গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ এই হাদীসগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।)

অর্থাৎ ঃ 'যদি তারা অসুখে পড়ে, তাহলে তাদেরকে দেখতে যাবেনা; যদি মারা যায়, তাদের জানাযায় যোগ দিবে না; সাক্ষাৎ হলে সালাম করবে না; না তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করবে, না খাওয়া-দাওয়া করবে, না তাদেরকে বিবাহ করবে; না তাদের জানাযা পড়বে আর না তাদের সাথে নামাজ আদায় করবে।'

প্রিয় পাঠকবর্গ! এক থেকে চল্লিশখানা হাদীস শরীফ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করলেন আর বুঝতে পারলেন যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দৃষ্টি থেকে জীবন-মরণ, পূর্ব ও ভবিষ্যৎ কিছুই গোপন নয়। আর সমস্ত বিষয়ে হুজুর এমন পরিস্কার সংবাদ দিয়েছেন, মনে হচ্ছে যেন আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত বস্তু তাঁর হাতের তালুতে উপস্থাপন করে দিয়েছেন বরং এটাই বাস্তব; কারণ হুজুর নিজেই বলে দিয়েছেন যে,

إِنَّ اللهَ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ
فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّيْ هٰذِهٖ

(আল মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯)

অর্থাৎ ঃ 'আল্লাহ্ তাআলা আমার সামনে গোটা দুনিয়াকে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। ফলতঃ দুনিয়া এবং তার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সমস্ত বিষয়াদি আমি এমনভাবে অবলোকন করছি যেন আমি স্বীয় হাতের তালুকে দেখছি।'

অতএব বোঝা গেল যে, হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বরং হাদীস নং (১) অনুযায়ী জান্নাতীদের জান্নাতে আর জাহান্নামীদের জাহান্নামে যাওয়া অবধি প্রত্যেক অণুপরমাণু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত।

এই পুস্তকে হুজুরের ইল্‌মে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান প্রসঙ্গে চল্লিশখানা হাদীস শরীফ তুলে ধরা হল। এর অর্থ এই নয় যে এই প্রসঙ্গে এছাড়া আর হাদীস নেই বরং হাজার হাজার হাদীস রয়েছে। হাদীসের কিতাব পাঠ করলে জানতে পারা যায় যে, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, জ্বিন, হাওযে কাওসার, দাব্বাতুল আর্দের আবির্ভাব, পশ্চিম প্রান্ত থেকে সূর্যোদয়, ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের অবতরণ, কিয়ামতের আরো অন্যান্য নিদর্শনসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম হাজার হাজার গায়েবী সংবাদ দিয়েছেন। আর দিবেন

না বা কেন? যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন - "وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ" *(সূরা তকজীর আয়াত নং ২৪)*

অর্থাৎ ঃ এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।' এই জন্যই রসূল প্রেমিক আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু বলেছেন -

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

অর্থাৎ ঃ খোদা পাকই যখন আপনার দৃষ্টি থেকে গোপন রইলেন না, তখন আর কোন বস্তু রয়েছে, যা আপনার নিকট গোপন থাকতে পারে? (ইয়া রসুলাল্লাহ্!) আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ।

যাইহোক পূর্বোক্ত ভাষ্য থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল যে, ইল্‌মে গায়েব হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের এমনই এক বৈশিষ্ট্য, যা অস্বীকার করার কোন রাস্তা নেই। আর যদি কেউ অস্বীকার করে, তাকে দোযখের সীমাহীন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কেননা সে কাফির হয়ে যাবে আর কাফিরের শাস্তি জাহান্নামে অনন্তকাল পর্যন্ত বসবাস। কারণ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন -

"وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهٖ
وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ"

(সূরা তৌবা, আয়াত নং ৬৫ -৬৬)

এই আয়াতের অনুবাদ করার পূর্বে আমি শানে নুযূল অর্থাৎ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ জানা উচিত মনে করি। হযরত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শিক্ষক হযরত আবুবকর ইবনে আবি শায়বা, ইবনে মুনযির, ইবনে আবি হাতিম এবং আবুশ শায়েখ ইনারা সকলেই সাহাবিয়ে রসূল হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট ছাত্র হযরত ইমাম মুজাহিদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুম) হতে বর্ণনা করেছেন।

فِيْ قَوْلِهٖ "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

" قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ " يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ اَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ

بِوَادِ كَذَا وَكَذَا فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَمَا يُدْرِيْهِ بِالْغَيْبِ

(তফসীরে দুর্রে মনসূর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩০; তফসীরে তবরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১০)

অর্থাৎ ঃ হযরত ইমাম মুজাহিদ (রাদ্বিয়াল্লাহ্ আন্হু) আল্লাহ্ তাআলার বাণী " وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ " এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- 'এক মুনাফিক বলেছিল যে, মুহাম্মদ (স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) আমাদের সামনে বিবরণ দিচ্ছে যে, আমুকদিন, অমুকের উষ্ট্রী অমুক উপত্যকায় ছিল; সে আবার গায়েবের কি জানে?'

অর্থাৎ কারো উট হারিয়ে গিয়েছিল, অদৃশ্যের সংবাদদাতা হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বললেন, 'উষ্ট্রী অমুক জঙ্গলে রয়েছে।' এই কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল - 'মুহাম্মাদ (স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) আবার গায়েবের কি জানে?' (আল ইয়াযু বিল্লাহ্) তখন আল্লাহ্ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন। এবার অনুবাদ শুনুন।

'এবং হে মাহবুব! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলবে - 'আমরা তো এমনি হাঁসি-খেলার মধ্যে ছিলাম।' আপনি বলে দিন - 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রসূলকে বিদ্রুপ করছিলে? মিথ্যা অজুহাত রচনা করিও না! তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কাফির হয়ে গিয়েছো।'

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের উক্ত বৈশিষ্ট্যের অস্বীকারীর পরিণাম কি হবে? আর হবে না বা কেন? যেহেতু নবীর অর্থই তো গায়েবের সংবাদদাতা হয়।[১] আর এই অর্থ এত উজ্জ্বল যে, মুর্খতার জনক ইসলামের ঘোর শত্রু আবুজেহেলও জানত। এই জন্যই তো সে হাতের মধ্যে কাঁকর লুকিয়ে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে বলেছিল - 'তুমি যদি নবী হও, তবে বল আমার হাতে কী রয়েছে?' বিধায় নবীর ইল্‌মে গায়েবকে অস্বীকার করা, নবীকে অস্বীকার করার নামান্তর।

প্রিয় পাঠকবর্গ! এই পুস্তকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলি হাদীস শরীফ পাঠ করলেন, কিন্তু তার মধ্যে একটিজিনিষ লক্ষ্য করেছেন কি? সেটা এই যে, কোন হাদীসে, কোন সাহাবী হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে কোনরকমের

আত্মীয়তার সূত্র ধরে হাদীস বর্ণনা করেননি বরং কেউ বলেছেন - *'রসূলুল্লাহ্ স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ইরশাদ করেছেন'*, কেউ আবার বলেছেন - *নবী স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেছেন।'* কেউ এরকম বলেন নি যে, 'আমার ভাই, আমার শ্বশুর, আমার স্বামী, আমার অমুক, আমার তমুক ইত্যাদি ইরশাদ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামগণ হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে প্রায় 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' বলে আহ্বান করতেন। কাজেই আমাদেরও 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' বলে আহ্বান করা উচিৎ।

পরিশেষে মহান করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দুআ করি যেন তাঁকে এবং তাঁর মহবুবকে সম্পূর্ণ ভালোবাসার তৌফিক দান করেন। আর হাশরের কঠিন ময়দানে হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যেন আমাদের শাফাআত করেন। আমীন বেজাহে সাইয়্যিদিল মুরসালীন স্বল্লাল্লাহু আলায়হি অ আলিহী অসাল্লাম।

و اٰخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلوٰة

والسلام على سيد المرسلين و على اله و على

أولياء امته و علماء ملته أجمعين الى يوم الدين

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ সংগৃহিত কিতাব সমূহের বিবরণ ঃ-

১। কুরআন মজীদ

২। কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান
লেখক ঃ আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁ বেরেলবী
সংকলনে ঃ সদরুল আফাযিল সৈয়দ মহম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, জামিয়া আশরাফিয়া মোবারকপুর, ইউ. পি.

৩। সহীহ বুখারী
সংকলনে ঃ ইমাম মহম্মদ বিন ঈসমাঈল বুখারী
টীকা ঃ মুহাদ্দিস আহমদ আলী সাহারানপুরী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, মোবারকপুর, ইউ. পি.

৪। সহীহ মুসলিম
সংকলনে ঃ ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী
টীকা ঃ শায়েখ ইয়াহইয়া বিন শার্ফ নববী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, মোবারকপুর, ইউ. পি.

৫। জামে তিরমিযী
সংকলনে ঃ ইমাম আবু ঈসা মহম্মদ ঈসা তিরমিযী
টীকা ঃ মুহাদ্দিস আহমদ আলী সাহারানপুরী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, মোবারকপুর, ইউ. পি.

৬। সুনানে আবি দাউদ
সংকলনে ঃ সুলায়মান বিন আশ্ আশ্ আবু দাউদ সাজিস্তানী
প্রকাশক ঃ আল মাক্তাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ইউ. পি.

৭। সুনানে নাসাঈ
সংকলনে ঃ হাফিয আহমদ বিন শোয়েব নাসাঈ
টীকা ঃ আল্লামা আশফাকুর রহমান কান্ধলবী
প্রকাশক ঃ মাকতাবা মিল্লাত, দেওবন্দ, ইউ. পি.

৮। সুনানে ইবনে মাজা
সংকলনে ঃ ইমাম মহম্মদ বিন ইয়াযিদ আব্দুল্লাহ ইব্নে মাজা
টীকা ঃ হাফিয জালালুদ্দিন সিউতি ও শায়েখ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী দেহলবী
প্রকাশক ঃ আল মাক্তাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ইউ. পি.

৯। মিশ্কাতুল মাসাবীহ
সংকলনে ঃ ইমাম ওলিউদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ খতীব তবরেযী
টীকা ঃ শায়েখ মহম্মদ বিন বারাকাল্লাহ পাঞ্জাবী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, মোবারকপুর, ইউ. পি.

১০। বায়হাক্বী (আস সুনানুল কুবরা)
সংকলনে ঃ হাফিয আবুবকর আহমদ বিন হোসাইন বায়হাক্বী
প্রকাশক ঃ দারুল ফিক্র, বেরুত, লেবনান

১১। সুনানে দারেমী
সংকলনে ঃ ইমাম আব্দুল্লাহ বিন বহরাম দারেমী
প্রকাশক ঃ দারুল ফিক্র, বেরুত, লেবনান

১২। কানযুল উম্মাল
সংকলনে ঃ আল্লামা আলাউদ্দিন আলী, মুত্তাক্বী, হিন্দী
প্রকাশক ঃ মজলিসে দায়েরাতিল মাআরিফ ওসমানিয়া, হায়দ্রাবাদ, ভারত।

১৩। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বাল
সংকলনে ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল
প্রকাশক ঃ দারুল ফিক্র, বেরুত, লেবনান

১৪। আল ইস্তীয়াব ফী মা'রেফাতিল আসহাব
সংকলনে ঃ আবু আম্র ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ক্বুরতুবী
প্রকাশক ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বেরুত, লেবনান

১৫। মাজমাউয যওয়াইদ অমান্বাউল ফাওয়াইদ
সংকলনে ঃ হাফিয নুরুদ্দিন আলী বিন আবুবকর হয়সামী মিসরী
প্রকাশক ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বেরুত, লেবনান

১৬। দালাইলুন্নবুওওয়াহ
সংকলনে ঃ হাফিয আহমাদ বিন হোসাইন বয়হাক্বী
প্রকাশক ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বেরুত, লেবনান

১৭। তফসীরে বয়যাবী
সংকলনে ঃ আল্লামা আব্দুল করিম আল কোরাঈ
প্রকাশক ঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ইউ. পি.

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮। তফসীরে তবরী

সংকলনে ঃ আবু জাফর মহম্মদ বিন জরীর তবরী

প্রকাশক ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বেরুত, লেবনান

১৯। তফসীরে দুর্রে মনসুর

সংকলনে ঃ ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সিউতী

প্রকাশক ঃ দারুল ফিক্‌র, বেরুত, লেবনান

২০। গুনিয়াতুত্তালেবীন

লেখক ঃ শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী হাসানী

প্রকাশক ঃ তুজ্জারুল কুতুব, মুম্বাই

২১। এহইয়ায়ে উলুমিদ্দীন

লেখক ঃ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেঈ গেযালী

প্রকাশক ঃ দারো সাদির, বেরুত, লেবনান

২২। আল বেদায়াতো অন্নেহায়াহ

সংকলনে ঃ ইমামুদ্দিন ইসমাইল বিন উমার দিমাশকী

প্রকাশক ঃ দারো আবি হাইয়ান, কায়রো, মিশর

২৩। তারীখুল খোলাফা

সংকলনে ঃ আবুল ফযল হাফিয জালালুদ্দিন সিউতী

প্রকাশক ঃ তুজ্জারুল কুতুব, মুম্বাই

২৪। আস সীরাতুন্নববিইয়া লেইব্‌নে হেশাম

সংকলনে ঃ আল্লামা ইব্‌নে হেশাম

প্রকাশক ঃ দারুল ক্বলম, বেরুত, লেবনান

২৫। আস সীরাতুন্নববিইয়া লেইব্‌নে কসির

সংকলনে ঃ আবুল ফেদা হাফিয ইব্‌নে কসির দিমাশকী

প্রকাশক ঃ দারুল ফিক্‌র, বেরুত, লেবনান

২৬। আস সওয়াইকুল মুহরিকাহ্

সংকলনে ঃ মুহাদ্দিস আহমদ বিন হাজার হয়সামী মাক্কী

প্রকাশক ঃ মাকতাবাতুল ক্বাহেরা, মিশর

২৭। আল খাসায়েসুল কুবরা

সংকলনে ঃ ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সিউতী

প্রকাশক ঃ মারকাযে আহলে সুন্নাত, গুজরাট

২৮। মাদারিজুন্নবুওয়াত

সংকলনে ঃ শায়েখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলবী

প্রকাশক ঃ মারকাযে আহলে সুন্নাত, গুজরাট

২৯। আশে আতুল লামআত

সংকলনে ঃ শায়েখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলবী

উর্দু অনুবাদ ঃ আল্লামা মহম্মদ সঈদ আহমদ নক্বশ বন্দী (লাহোর)

প্রকাশক ঃ জিলানী বুক ডিপো, দিল্লি

৩০। রদ্দুল মুহতার

লেখক ঃ আল্লামা মহম্মদ আমীন ইব্‌নে আবেদীন শামী

প্রকাশক ঃ যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইউ. পি.

৩১। ফাতাওয়া আলমগীরী

লেখক ঃ আল্লামা শায়েখ নেজাম অজামাআতুম মিন উলামাইল হিন্দ

প্রকাশক ঃ মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, ইউ. পি.

৩২। আল খায়রাতুল হেসান ফী মানক্বিবিল ইমামিল আযম

লেখক ঃ আল্লামা শায়েখ শাহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে হাজার মাক্কী

প্রকাশক ঃ দারুল কুতুবুল আরাবিইয়্যাতিল কুবরা

৩৩। আল অফাউল অফা

সংকলনে ঃ আল্লামা নুরুদ্দীন আলী বিন আহমদ সমহুদী

প্রকাশক ঃ মারকাযে আহলে সুন্নাত, গুজরাট

৩৪। আদ্দৌলাতুল মাক্কীয়াহ্ বিল মাদ্দাতিল গয়বিইয়াহ্

লেখক ঃ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁ বেরেলবী

প্রকাশক ঃ মারকাযে আহলে সুন্নাত, গুজরাট

৩৫। খালেসুল এ'তেক্বাদ

লেখক ঃ আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁ বেরেলবী

প্রকাশক ঃ ইসলামিক পাবলিশার, দিল্লি

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৬। আল মওয়হি বুল্লাদুন্নিয়াহ
সংকলনে ঃ আল্লামা আহমদ বিন মোহম্মাদ ক্বসতলানী
প্রকাশক ঃ মারকাযে আহলে সুন্নাত, গুজরাট

৩৭। শওয়াহিদুন্নবুওওয়াহ্
সংকলনে ঃ আল্লামা নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী
উর্দু অনুবাদক ঃ বশীর হোসেন নাযিম এম. এ.
প্রকাশক ঃ ইসলামিক পাবিলিশার, দিল্লি

৩৮। মুকাদ্দামাতুল হেদায়া
সংকলনে ঃ আল্লামা আব্দুল হাই ফরিঙ্গী মহল্লী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, মোবারকপুর, ইউ. পি.

৩৯। এযালাতুল খেফা
সংকলনে ঃ শাহওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী
উর্দু অনুবাদ ঃ ইস্তেয়াক আহমাদ, দেওবন্দী, ইউ. পি.
প্রকাশক ঃ হাফিজী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইউ. পি.

৪০। তারীখুল ইসলাম
সংকলনে ঃ হাফিয মহম্মদ শামসুদ্দিন বিন আহমদ যহবী
প্রকাশক ঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, বেরুত, লেবনান

৪১। নুযহাতুল কারী
লেখক ঃ ফাক্বীহে আযম মুফতী শরীফুল হক আমজাদী
প্রকাশক ঃ দায়েরাতুল বরকাত, ঘোসী, ইউ. পি.

৪২। মির আতুল মানাজীহ
লেখক ঃ হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী (পাকিস্তান)
প্রকাশক ঃ আদবী দুনিয়া, দিল্লি

৪৩। জা আল হক্ব
লেখক ঃ মুফতী আহমাদ ইয়ার খাঁ নঈমী (পাকিস্তান)
প্রকাশক ঃ ইসলামিক পাবলিশার, দিল্লি,

৪৪। হদূসুল ফিতান আজিহাদো আ'য়ানিস সুনান
লেখক ঃ আল্লামা মুহাম্মাদ আহমাদ মিসবাহী (প্রধান শিক্ষক জামিয়া আশরাফিয়া, মোবারকপুর, ইউ, পি,)
প্রকাশক ঃ আল মাজমাউল ইসলামী মোবারকপুর, ইউ, পি,

৪৫। আল মদীহুন্নববী
সংকলক ঃ আল্লামা ইয়াসীন আখতার মিসবাহী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, মোবারকপুর, ইউ, পি

৪৬। হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন
সংকলক ঃ শায়েখ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী
প্রকাশক ঃ মারকাযে আহলে সুন্নাত, গুজরাট

৪৭। তক্বরীরাতুল আলমাঈ
লেখক ঃ আল্লামা মহঃ সদরুল অরা মিসবাহী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, মোবারকপুর, ইউ, পি

৪৮। আল মু'তাক্বাদুল মুনতাক্বাদ
লেখক ঃ আল্লামা ফযলে রসুল ক্বাদরী, বাদাউনী
টীকা ঃ আল মুসতানাদুল মু'তামাদ,
লেখক ঃ ইমাম আহমাদ রেজা খাঁ বেরেলবী
প্রকাশক ঃ আল মাজমাউল ইসলামী, মোবারকপুর, ইউ, পি

৪৯। আল আদাবুল জামীল
সংকলক ঃ আল্লামা ইফতেখার আহমাদ মিসবাহী
প্রকাশক ঃ মজলিসে বরকাত, মোবারকপুর, ইউ, পি

৫০। মুতাবাক্বাতুল ইখতেরা আতিল আসরিইয়্যাহ্ লিমা আখবারা বিহি স্যাইয়্যিদুল বারিইয়াহ্
লেখক ঃ ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ গাম্মারী
উর্দু অনুবাদ ঃ মুফতী আহমাদ মিঞা বরকাতী
প্রকাশক ঃ ফারুকিয়া বুক ডিপো, দিল্লি

৫১। আল আহাদিসুস সবআ আন সাবআতিম মিনাস সাহাবা
আল্লাজিনা রওয়া আনহুম ইমাম আবু হানিফা (উর্দু নাম ইমামুল মুহাদ্দিসীন)
লেখক ঃ আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন হোসেন নিশাপুরী
উর্দু অনুবাদ ঃ আল্লামা ফাহিম আহমাদ সাকলাইনী আযহারী
প্রকাশক ঃ মাকতাবা ইমামে আযম, দিল্লি

৫২। তিবইয়ানুল কোরআন
লেখক ঃ আল্লামা গোলাম রসুল সঈদী, পাকিস্তানী
প্রকাশক ঃ মাকতাবায়ে রেযবিইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৩। যিয়াউন্নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম
লেখক ঃ পীর মহম্মদ করম শাহ আযহারী
প্রকাশক ঃ যিয়াউল ক্বুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর

৫৪। ইমাম পাক আওর ইয়াযিদ পলীদ
লেখক ঃ খতীবে পাকিস্তান আল্লামা মহম্মাদ শফী ওকাড়বী
প্রকাশক ঃ রেজবী কিতাব ঘর, দিল্লি

৫৫। তদবীনে হাদীস
লেখক ঃ আল্লামা মুহাম্মাদ হানীফ খাঁ রেজবী বেরেলবী
প্রকাশকঃ ইমাম আহমাদ রেযা আক্যাডেমী, বেরেলী শরীফ

৫৬। কাশফে বুর্দা
লেখক ঃ আল্লামা নফীস আহমাদ মিসবাহী
প্রকাশক ঃ আল মাজমাউল ক্বাদরী, মোবারকপুর, ইউ পি

৫৭। হাদীসে ইফতেরাক্বে উম্মাত
লেখক ঃ আল্লামা ওসাইদুল হক্ব ক্বাদরী আযহারী
প্রকাশক ঃ তাজুল ফবল আক্যাডেমী, বাদাউঁ শরীফ

৫৮। তারীখে ইসলাম
সংকলক ঃ মুহাম্মদ মইনুদ্দিন নদবী
প্রকাশক ঃ ফয়সল পাবলিকেশন্স, ইউ পি

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

يارسول الله صلى الله عليه وسلم

হুজুর হাফিজে মিল্লাতের অমূল্য বাণী

★ সে যুগ আর নেই যখন লোক পাপের নিকট যেত ; আজ তো স্বয়ং পাপ মানুষের নিকট আসছে।

★ অপরের দয়িত্বের দিকে না তাকিয়ে নিজ কর্মের চিন্তা করা উচিত।

★ মানুষ যখন থেকে আল্লাহর ভয় বর্জন করে দিয়েছে তখন থেকে সারা বিশ্বকে ভয় করতে লেগেছে।

★ সফল ব্যক্তি সেই যে বিপদের সম্মুখীন হয়ে সাফল্য লাভ করে।

★ সময় অপচয় করা মহা মুর্খামি।

★ ঐক্য বদ্ধতা জীবন আর মতভেদ মরণ।

★ সম্মানীয় ব্যক্তি সেই যার পোষাক সরল এবং সিনা জ্ঞান গরিমায় পূর্ণ।

★ আমার নিকট প্রত্যেক বিরোধিতার জবাব কাজ।

★ মানুষকে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে । যে বেকার সে মৃতের চেয়ে নিকৃষ্ট।

Contact :
07376849625, 07797285094

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

নবী মুখে
রহস্য উন্মোচন

-: সংকলনে :-
মুহাম্মাদ মঈনুদ্দিন মিসবাহী

-: প্রকাশনায় :-
'কিরণ' ঋকথ অনুসন্ধান কেন্দ্র
মুবারকপুর আজমগঢ় ইউ.পি.